



বাংলাদেশ  
নির্বাচন  
কমিশন

# জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়েল



# জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়েল

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২  
নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮  
সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর  
আচরণ বিধিমালা, ২০০৮  
অনুসারে প্রণীত

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

**প্রকাশ:**

অক্টোবর, ২০০৮

**মুদ্রণে:**

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, ঢাকা

**প্রচ্ছদ:**

মুহাম্মদ মোজাম্মেল সরকার

ম্যানুয়েলটি ইউনিকোড ভিত্তিক ‘নিকস’ ফন্ট-এ ছাপা (ইংরেজী ও গেজেটের অংশগুলো ছাড়া)। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট [www.ecs.gov.bd](http://www.ecs.gov.bd) থেকে এ ফন্ট ও অন্যান্য ইউটিলিটিজ ডাউনলোড করতে পারেন।

# সূচীপত্র

ভূমিকা.....	৫
সময়সূচী ও মনোনয়নপত্র .....	৯
ভোটকেন্দ্র স্থাপন.....	১৭
ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ.....	২৩
ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য.....	২৮
প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা.....	৩২
হলফনামা ও ব্যক্তিগত তথ্যাদির প্রচার.....	৩৭
প্রতীক বরাদ্দ .....	৪০
নির্বাচনী ব্যয় ও উৎসের বিবরণী .....	৪২
পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান.....	৪৮
ভোটদান প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি .....	৫১
নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্ট.....	৫৮
নির্বাচনী দ্রব্যাদির ব্যবহার.....	৬০
ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা.....	৬৭
ভোটগণনা.....	৭১
প্রাথমিক বেসরকারী ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন .....	৭৫
ফলাফল একত্রীকরণ.....	৭৬
নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা এবং প্রকাশ.....	৭৮
নির্বাচন সংক্রান্ত সরকারী অর্থ ব্যয়ের সমন্বয় সাধন.....	৭৯
নির্বাচনী কাগজপত্রাদি সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ.....	৮২
নির্বাচনী অপরাধ, দণ্ড ও প্রয়োগ পদ্ধতি.....	৮৩
নির্বাচনী মামলা.....	৯৪
নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব .....	১০০
বিবিধ.....	১০৩

## পরিশিষ্টসমূহ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (অক্টোবর ২০০৮ পর্যন্ত সংশোধিত).....	১০৬
নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮.....	১১১
আচরণ বিধিমালা, ২০০৮.....	১৩৭
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮.....	১৪৫



গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন), ২০০৮ .....	২৫৭
গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (দ্বিতীয় সংশোধন), ২০০৮ .....	২৭৭
নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ .....	২৮১
পর্যবেক্ষক নীতিমালা .....	২৮৫
ভোটারদের জন্য নির্দেশিকা .....	৩১৫
পোলিং এজেন্টদের জন্য নির্দেশাবলী .....	৩২০
ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ নির্দেশাবলী .....	৩২৫

## ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। জাতীয় সংসদের নির্বাচন পরিচালনার জন্য The Representation of the People Order, 1972 বিদ্যমান রয়েছে, যা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংক্ষেপে আরপিও) নামে বহুল পরিচিত। সম্প্রতি জারীকৃত The Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008 (২০০৮ সালের ৪২ নং অধ্যাদেশ) ও Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 2008 (২০০৮ সালের ৪৫ নং অধ্যাদেশ) এর মাধ্যমে এ আদেশের দুটি সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। এ আইনের অধীনে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ ও রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ জারী হয়েছে।

২। নির্বাচন পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু হল রিটার্নিং অফিসার। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের বিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করেন। আইন ও বিধি অনুযায়ী যথাযথভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব রিটার্নিং অফিসারের। তাছাড়া, সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণও রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

৩। রিটার্নিং অফিসারের উপর অর্পিত দায়িত্বাবলী যেমন ব্যাপক, তেমন গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন পরিচালনায় নানা স্পর্শকাতর এবং সমস্যাসংকুল পরিস্থিতির মধ্যে রিটার্নিং অফিসারকে তাঁর কর্তব্যে অটল ও অবচল থেকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনগত দিকগুলো তার ভালভাবে জানা প্রয়োজন। আইনের প্রয়োগে রিটার্নিং অফিসারের সামান্যতম ভুল হলে যে কোন নির্বাচনের সামগ্রিক বিষয়টি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উপরন্তু, ক্ষতিগ্রস্ত প্রার্থীর পক্ষে তাৎক্ষণিক কোন মীমাংসার পথ থাকে না এবং তাঁকে নির্বাচন শেষে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর তাঁর অধিকার আদায়ের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়।

৪। রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণের নির্বাচন পরিচালনার সুবিধার্থে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ও অন্যান্য আইন-বিধিমালার আলোকে এ ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ম্যানুয়েলে নির্বাচনী সময়সূচী ও রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, গণবিজ্ঞপ্তি, মনোনয়নপত্র গ্রহণ, মনোনয়নপত্র বাছাই, ভোটকেন্দ্র স্থাপন, প্রার্থিতা প্রত্যাহার, প্রতীক বরাদ্দ, নির্বাচনী দ্রব্যাদি সরবরাহ, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, নির্বাচনী দ্রব্যাদি ব্যবহার, প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব, ভোটগ্রহণ পদ্ধতি, ভোট গণনা, নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল, নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা, নির্বাচনী দলিলাদি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। ম্যানুয়েলটির সাথে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (অক্টোবর ২০০৮ পর্যন্ত সংশোধনিসহ), নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮; নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০০৮; রাজনৈতিক দল নিবন্ধনকরণ বিধিমালা, ২০০৮ এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১

সংযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা, Policy and Guidelines for Foreign Observerও সংযোজন করা হয়েছে।

৫। ম্যানুয়েলের কোন বিষয় আদেশ বা বিধিমালার সাথে সাংঘর্ষিক বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে সে সকল বিষয়ে উল্লিখিত আদেশ ও বিধিমালার বিধানসমূহই হবে এবং আইন, বিধিমালা বিধানসমূহ অনুসরণ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ম্যানুয়েলে উল্লিখিত আদেশ বলতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ বুঝাবে এবং অনুচ্ছেদ বলতে উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ বুঝাবে। বিধি বলতে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা বুঝাবে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর সর্বশেষ সংশোধনী দুটিও ম্যানুয়েলে সন্নিবেশ করা হয়েছে। সব শেষে ম্যানুয়েলে ভোটারদের জন্য নির্দেশিকা, নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের জন্য নির্দেশাবলী এবং ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ নির্দেশাবলী সন্নিবেশ করা হয়েছে। এতে করে রিটার্নিং অফিসার এক মলাটের ভিতরে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত সকল আইন ও বিধিমালা তার হাতের কাছে পাবেন এবং আশা করা যায় তা তাঁর দায়িত্ব সম্পাদনে সহায়ক হবে।

## প্রথম অধ্যায়

# ছবিসহ ভোটার তালিকা

বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মত ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রত্যেক ভোটারের ছবিসহ আঙ্গুলের ছাপ এবং অন্যান্য বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ভোটার তালিকায় ছবি সংযোজনের পাশাপাশি ভোটারদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইস প্রস্তুত করা হয়েছে। ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নকালে সকল ভোটারকে জাতীয় পরিচয়পত্র দেয়া হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ বা ব্যালট পেপার প্রাপ্তির জন্য আবশ্যিক নয়, অর্থাৎ একজন ভোটারের জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলে বা ভোট গ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রে না নিয়ে গেলেও ভোট প্রদানে কোন অসুবিধা হবে না। তবে ভোটকেন্দ্রে কোন ভোটারের জাতীয় পরিচয়পত্র নিতে বাধা নেই। বরং তাতে ভোটার সনাক্তকরণে সুবিধা হতে পারে। জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়াই যে ভোট দেয়া যাবে সে বিষয়টি নির্বাচন কমিশন প্রচার করবে এবং মাঠ পর্যায় থেকেও প্রচার করার প্রয়োজন রয়েছে।

২। **ছবিসহ ভোটার তালিকা বনাম জাতীয় পরিচয়পত্র:** ছবিসহ ভোটার তালিকার তথ্যের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যের অনেকাংশে মিল থাকলেও জাতীয় পরিচয়পত্র দেখে ভোটার তালিকায় ভোটারের অবস্থান চিহ্নিত করা সহজ নয়। জাতীয় পরিচয়পত্রে ভোটারের পিন নং ও ভোটার তালিকায় ভোটার নম্বর ও ক্রমিক নং ইত্যাদি এক নয়। এ জন্য উল্লিখিত নম্বর ও ভোটার তালিকায় অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে সকলের অবগত থাকা প্রয়োজন।

**ব্যক্তিগত নম্বর (PIN):** জাতীয় পরিচয়পত্রে মুদ্রিত পিন (ব্যক্তিগত পরিচিতি নম্বর) ১৩ অংক বিশিষ্ট, যার শেষ ৬ অংক নিবন্ধন ফরম (ফরম-২) এর ক্রমিক নম্বর। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিগত পরিচিতি নম্বরের শেষ ৬ অংক এবং ভোটার নম্বরের শেষ ৬ অংক একই। নিম্নে ভোটার তালিকা সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া হল:

- (ক) ভোটার তালিকায় কভার পৃষ্ঠা এবং প্রথম পৃষ্ঠা ও অন্যান্য পৃষ্ঠার শীর্ষভাগে সংশ্লিষ্ট জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নম্বরসহ বিভিন্ন তথ্যের সাথে ভোটার এলাকার নাম ও কোড নম্বর থাকে;
- (খ) ভোটার এলাকা বলতে গ্রাম/মহল্লা/রাস্তা বা এর অংশবিশেষ হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ভোটার এলাকার নামের সাথে সেগুলোর হবহ মিল নাও থাকতে পারে। বিশেষ করে শহর অঞ্চলে অনেক ভোটার এলাকার নাম সংশ্লিষ্ট মহল্লা বা রাস্তার নামের সাথে মিল নেই;

- (গ) ছবিসহ ভোটার তালিকায় ভোটারের নামের ৪ অংক বিশিষ্ট ক্রমিক নম্বর রয়েছে। ভোটারের ক্রমিক নং জানা থাকলে ভোটার তালিকায় তার অবস্থান সহজেই জানা যাবে;
- (ঘ) ভোটার তালিকায় ভোটারের একটি ভোটার নম্বর রয়েছে। এই ভোটার নম্বরের প্রথম ২ ডিজিট জেলা কোড, তারপর ৪ ডিজিট ভোটার এলাকার নং এবং শেষ ৬ ডিজিট তার পিন নম্বরের শেষ ৬ ডিজিটের অনুরূপ।

৩। **ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার:** ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর ধারা ৮ অনুসারে এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ভোটারগণ সেই এলাকার প্রার্থীগণকে ভোট দিতে পারবে। তবে প্রার্থী হতে হলে দেশের যে কোন এলাকার ভোটার হলেই চলবে।

৪। **ছবিসহ ভোটার তালিকার ব্যবহার:** জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য বর্তমানে প্রণীত ছবিসহ ভোটার তালিকা ব্যবহার করতে হবে। ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার/সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ছবিসহ ভোটার তালিকা ব্যবহার করবেন। তবে প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে ছবি ছাড়া ভোটার তালিকার প্রতি উপজেলার বা নির্বাচনী এলাকার সিডি ৫০০/- টাকা হারে বিক্রয় করতে হবে এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করতঃ নির্ধারিত খাতে জমা প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য, কোন অবস্থাতেই কোন ভোটার, প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট বা অন্য কাউকে ছবিসহ ভোটার তালিকার সিডি বিক্রয় করা যাবে না। ছবিসহ ভোটার তালিকা শুধুমাত্র নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ব্যবহার করবেন।

৫। **ভোটকেন্দ্রে ভোটারের তথ্যাদি সরবরাহ করা:** ভোট গ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রের বাইরে নির্ধারিত কোন স্থানে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নিয়োগকৃত ২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী ভোটার তালিকা নিয়ে উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করা হতে পারে। যারা ভোটার নম্বর বা এ সংক্রান্ত তথ্য আগে থেকে জেনে নেন নি তাদের উক্ত ২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী ভোটারের ক্রমিক নম্বর ও অন্যান্য তথ্যাদি দিয়ে সহায়তা করবেন। উল্লেখ্য, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ হতেও সচরাচর এ সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে ভোটারদের সহায়তা প্রদান করা হয়।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### সময়সূচী ও মনোনয়নপত্র

জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য আইনের বিধান অনুসারে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচন কমিশন সময়সূচী জারীর মাধ্যমে প্রধান প্রধান কার্যক্রম গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। সময়সূচী জারী থেকে শুরু করে প্রার্থিতা প্রত্যাহার পর্যন্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রম গ্রহণের পদ্ধতি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

২। সময়সূচী ঘোষণা: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১ অনুসারে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সময়সূচী ঘোষণা করে উল্লিখিত সময়সূচী সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশ করে। সময়সূচীতে নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে:

- (ক) রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ:
- (খ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ:
- (গ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ:
- (ঘ) ভোটগ্রহণের তারিখ: .....

৩। রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচন কমিশন সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের জন্য এক বা একাধিক নির্বাচনী এলাকার জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে পারেন। রিটার্নিং অফিসারকে নির্বাচনী কাজে সহায়তাদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের উপর অর্পিত। তবে একজন সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে একের অধিক নির্বাচনী এলাকার জন্য নিয়োগ করা যায় না। গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসারের এলাকা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। সময়সূচী জারীর পর রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

৪। রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব: আরপিও-র ৭ অনুচ্ছেদে রিটার্নিং অফিসারের নিয়োগ, দায়িত্বের বিধানাবলী রিটার্নিং অফিসার আইন ও বিধিমালা অনুসারে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে যেরূপ কার্যাবলী সম্পাদন করা প্রয়োজন তা সম্পাদন করবেন এবং পালন করবেন। নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণে থেকে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট জেলার সকল নির্বাচনী কাজের তদারকী করবেন এবং নির্বাচন কমিশন যেরূপ আদেশ বা নির্দেশ জারী করবেন তা



যথাযথভাবে পালন করবেন। তাছাড়া রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে:

- (১) সহকারী রিটার্নিং অফিসার রিটার্নিং অফিসারকে তার দায়িত্ব পালনের জন্য সহায়তা করবেন এবং নির্বাচন কমিশনের শর্ত অনুসারে রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থেকে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন।
- (২) কোন ভোটারের ভোটদানের সময় কোন প্রকার হস্তক্ষেপ বা হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোটগ্রহণে বাধাদান কিংবা ভোটদান হতে বিরত করা অথবা বাধাদানের প্রচেষ্টা অথবা যে কোন প্রকারে ভোটগ্রহণকারী সদস্য বা কোন ভোটারের উপর প্রভাব বিস্তার করা অথবা কোন প্রকারে ভোটগ্রহণকারী সদস্য বা কোন ভোটারের উপর প্রভাব বিস্তার করা অথবা কোন প্রকার কাজ যা নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবান্বিত করে এরূপ কার্যকলাপের দায়ে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় কারণবলী লিপিবদ্ধ করে যে কোন সময় নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তাকে অথবা জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত কর্মী অথবা আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্যকে কর্মস্থল হতে প্রত্যাহার করতে পারেন এবং এরূপ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কমিশন তার বিবেচনা অনুযায়ী কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট শৃংখলা ভঙ্গের দায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে পারেন।
- (৩) কমিশন কর্তৃক কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার-

(ক) যদি অনুরূপ কর্মকর্তা বা ব্যক্তি কোন ভোট কেন্দ্রে বা নির্বাচনী এলাকায় কর্মরত থাকেন তা হলে তাকে তৎক্ষণাৎ ভোটকেন্দ্র বা নির্বাচনী এলাকা ত্যাগ করে চলে যেতে নির্দেশ দিতে পারবেন।

(খ) উপ-দফা (ক) এর অধীন কোন নির্দেশের ক্ষেত্রে, নির্দেশে উল্লিখিত সময়ের জন্য অনুরূপ কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে নির্বাচনী এলাকার বাইরে থাকার জন্য নির্দেশ দেবেন, এবং তদানুযায়ী তিনি নির্দেশ মান্য করবেন এবং যদি তাকে কেবলমাত্র ঐ নির্বাচনী এলাকায় কোন সরকারী দায়িত্ব পালন করতে হয় তা হলে তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তার ছুটি বা অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করবেন।

(গ) অনুরূপ কর্মকর্তা বা ব্যক্তি সম্পর্কে শাস্তিমূলক বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি প্রেরণ করবেন। কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে প্রত্যাহার করা হলে কমিশন উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন।

৫। সময়সূচী সংক্রান্ত গণ-বিজ্ঞপ্তি: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (২) ও (৩) এ বিধান রয়েছে যে, নির্বাচন কমিশন সংসদ নির্বাচনের সময়সূচী ঘোষণার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, রিটার্নিং অফিসারগণ তাদের আওতাভুক্ত নির্বাচনী এলাকাসমূহের জন্য পৃথক পৃথক গণ বিজ্ঞপ্তি জারী করবেন। উক্ত গণ বিজ্ঞপ্তিতে কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচীর উল্লেখ থাকবে। এতদ্বিল্লি রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়ন পত্র দাখিলের স্থান ও সময় উল্লেখ করে একই গণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র আহ্বান করতে হবে। মনোনয়নপত্র অফিস চলাকালীন সময় গৃহীত হবে। নিম্নে গণ বিজ্ঞপ্তির একটি নমুনা দেয়া হল।

### গণ-বিজ্ঞপ্তি

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (২) অনুসারে আমি..... (নাম ও পদবী) ..... ও রিটার্নিং অফিসার এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন ..... ২০০৮/.....১৪১৫ তারিখে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার ভোটারগণকে স্ব স্ব নির্বাচনী এলাকা হতে একজন জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত করার জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচী ঘোষণা করেছেনঃ-

(ক)	রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ	----- ( )
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের তারিখ	----- ( )
(গ)	প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	----- ( )
(ঘ)	ভোটগ্রহণের তারিখ	----- ( . )

২। পূর্বোল্লিখিত আদেশের অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (৩) অনুসারে .....

(এলাকার নাম ও নম্বর)

নির্বাচনী এলাকার সকল বাসিন্দাদের জ্ঞাতার্থে আমি আরও জানাচ্ছি যে, আগামী ..... ২০০৮/.....১৪১৫ তারিখ অথবা উক্ত দিনের পূর্ববর্তী কোন দিনে সকাল ০৯ টা হতে বিকাল ০৫ টা পর্যন্ত উল্লিখিত নির্বাচনী এলাকা হতে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিকট হতে আমার এবং আমার সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র গৃহীত হবে।

তারিখ   দিন   মাস     বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর  
নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

৬। মনোনয়নপত্র দাখিল: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ৬৬ অনুচ্ছেদ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্য ব্যক্তিগণ ফরম-১ এর মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন।

৭। মনোনয়নপত্র গ্রহণ: মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ দিন অথবা উক্ত শেষ দিনের পূর্ববর্তী কোন দিনে রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করতে আসলে তিনি তা গ্রহণ করবেন।

৮। জামানত: মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী স্বয়ং কিংবা প্রার্থীর পক্ষে বিধিতে বর্ণিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে জামানত হিসেবে -

(ক) নগদে ৳১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) মনোনয়নপত্রের সাথে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিতে হবে; অথবা

(খ) প্রার্থীর বা অন্য কেউ প্রার্থীর পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন শাখায় বা কোন সরকারী ট্রেজারী/সাব ট্রেজারীতে বা ব্যাংকের কোন শাখায় বা রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কাছে ৳১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) জমাদানের চালান/রসিদ অথবা গেজেটেড অফিসার কর্তৃক উক্তরূপ চালান/রসিদের সত্যায়িত অনুলিপি মনোনয়নপত্রের সংগে জমা দিতে হবে।

৯। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ: রিটার্নিং অফিসার প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে ক্রমিক নম্বর দেবেন, মনোনয়নপত্রে দাখিলকারীর নাম, মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির সময় ও তারিখ লিপিবদ্ধ করে এবং রিটার্নিং অফিসার কখন, কোন তারিখে ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন তা সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে অবহিত করবেন ও মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির রসিদ মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নিকট হস্তান্তর করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রাপ্তি রসিদটি মনোনয়নপত্রের সাথে সংযোজিত আছে। সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট যে মনোনয়নপত্র দাখিল হবে সেক্ষেত্রেও সহকারী রিটার্নিং অফিসার অনুরূপভাবে প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে ক্রমিক নম্বর দিবেন, মনোনয়নপত্রে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নাম, মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির সময় ও তারিখ লিপিবদ্ধ করে মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির রসিদ মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নিকট হস্তান্তর করবেন। সে সংগে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে রিটার্নিং অফিসার, কখন, কোন তারিখে এবং কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন তাও জানিয়ে দেবেন।

১০। সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র: যেহেতু গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে মনোনয়নপত্র বাছাই করার ক্ষমতা রিটার্নিং অফিসারের উপর অর্পিত, সেহেতু রিটার্নিং অফিসারের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ তাদের কাছে দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রগুলোসমূহ মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়-সীমা উত্তীর্ণ হবার পর পরই যাতে সতর্কতার রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করেন, সে বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণকে নির্দেশ প্রদান করবেন।

১১। মনোনয়নপত্র সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ: আদেশের ১২ অনুচ্ছেদের (৭) দফা অনুসারে রিটার্নিং অফিসারকে তার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র এবং সহকারী

রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে উল্লেখিত প্রার্থীর নাম, প্রস্তাবকারীর নাম এবং সমর্থনকারীর নাম ইত্যাদি মনোনয়নপত্রে যেনূপ উল্লেখ রয়েছে তার বিবরণী সম্বলিত নোটিশ তাঁর কার্যালয়ে প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্কিয়ে জারী করতে হবে।

১২। মনোনয়নপত্র বাছাই: মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্দিষ্ট দিনে রিটার্নিং অফিসার গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৪ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের কাজ শেষ করবেন। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় আইন অনুসারে প্রার্থীগণ, তাদের নির্বাচনী এজেন্টগণ, প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী এবং প্রার্থী কর্তৃক নিযুক্ত (তিনি আইনজীবীও হতে পারেন) অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারবেন। তারা যদি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করে দেখতে চান তবে তাঁদের সে সুযোগ প্রদান করতে হবে। উপস্থিত সকলের সম্মুখে রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন এবং কেউ কোন মনোনয়নপত্র সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করলে তা নিষ্পত্তি করবেন। তাছাড়াও কারও আপত্তির ভিত্তিতে অথবা স্বউদ্যোগে যুক্তিযুক্ত মনে করলে যে কোন মনোনয়নপত্রের বৈধতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান করতে পারবেন।

১৩। বাছাইয়ের সময় বিবেচ্য বিষয়: মনোনয়নপত্র বাছাইকালে রিটার্নিং অফিসার নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন-

- (ক) প্রার্থী সংসদ নির্বাচনের যোগ্য কিনা ;
- (খ) প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে প্রস্তাব/সমর্থন করার যোগ্য কিনা;
- (গ) আদেশ-এর ১২ অথবা ১৩ অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা ;
- (ঘ) প্রার্থী এবং প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর স্বাক্ষর আসল কিনা।

১৪। সারবস্তাহীন ত্রুটির জন্য মনোনয়নপত্র বাতিল না করা: ছোটখাট ত্রুটির জন্য কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করা যাবে না। যদি বাছাইয়ের সময় এমন কোন ত্রুটি বিদ্যুতি নজরে আসে যা তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধন সম্ভব, তা হলে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর দ্বারা তা সংশোধন করিয়ে নিতে হবে। কোন প্রার্থীর একটি মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ার কারণে ঐ প্রার্থীর অন্য কোন বৈধ মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি মনোনয়নপত্র বৈধ হলেই তাঁর প্রার্থীপদ অটুট থাকবে। মনোনয়নপত্র গ্রহণ অথবা বাতিল প্রসংগে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত মনোনয়নপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হবে। উল্লিখিত আদেশ-এর ১৪ অনুচ্ছেদে (৩) দফার (ডি) উপ দফার (iii) নং শর্ত অনুসারে ভোটার তালিকার কোন অন্তর্ভুক্তির শুদ্ধতা অথবা বৈধতার প্রশ্নে কোন অনুসন্ধান চালানো যাবে না। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হলফনামায় উল্লিখিত কোন তথ্য পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাবে না।

১৫। বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ: আদেশের ১৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর যে সকল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গৃহীত হবে তাঁদের

বিবরণী নির্ধারিত ৪নং ফরমে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকায় সন্নিবেশিত করে প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশিত তালিকা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের দর্শনীয় স্থানে টাঙ্কিয়ে জারী করতে হবে এবং উক্ত তালিকার একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়েও প্রেরণ করতে হবে। আপীল করা হলে আপীলের সিদ্ধান্ত/ফলাফলের ভিত্তিতে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা সংশোধন করতে হবে।

১৬। **আপীল:** রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক যদি আদেশ-এর ১৪ অনুচ্ছেদের (৫) দফা অনুসারে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষিত হয় তবে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮-এর ৫ বিধি অনুসারে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রার্থী স্বয়ং অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে উদ্দেশ্য করে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিবের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপীল দায়ের করতে পারবেন। আপীলের ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের তারিখ, আপীলের কারণ সম্বলিত বিবৃতি এবং মনোনয়নপত্র বাতিল বা গ্রহণ আদেশের সার্টিফাইড কপি সংযোজন করতে হবে। এ দরখাস্তের ৫টি কপি জমা দিতে হবে।

১৭। **তালিকা সংশোধন:** যদি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আপীল গৃহীত হয় তবে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা সংশোধন করে কমিশন কর্তৃক গৃহীত আপীলকারীর নাম বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকায় সন্নিবেশিত করতে হবে। উক্ত সংশোধিত তালিকা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে যথাস্থানে টাঙ্কিয়ে জারী করতে হবে। সংশোধিত তালিকার একটি কপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

১৮। **প্রার্থী পদ প্রত্যাহার:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১৬ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে যে কোন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী লিখিত এবং স্বাক্ষরিত নোটিশের মাধ্যমে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে অথবা তার পূর্বে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন। তবে উক্ত প্রত্যাহারের নোটিশ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা তার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্দিষ্ট শেষ দিনে অথবা তার পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নোটিশ প্রদানের বিষয়ে যদি উল্লেখিত শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালিত না হয় তা হলে উক্ত নোটিশ কোনক্রমেই গ্রহণ করা যাবে না। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নোটিশ প্রাপ্তির সাথে সাথে যদি রিটার্নিং অফিসার সন্তুষ্ট হন যে স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর তবে রিটার্নিং অফিসার উক্ত নোটিশের একটি অনুলিপি তার কার্যালয়ে দর্শনীয় স্থানে টাঙ্কিয়ে জারী করবেন।

১৯। **প্রার্থীর মৃত্যু:** প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেননি এমন কোন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী যদি মৃত্যুবরণ করেন, আদেশের ১৭(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে রিটার্নিং অফিসারকে গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন কার্যক্রম বাতিল করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে। রিটার্নিং

অফিসারের নিকট হতে অবহিত হওয়ার পর কমিশন উক্ত নির্বাচনী এলাকার জন্য নতুন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করবেন যার পরিপ্রেক্ষিতে রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা সংশ্লিষ্ট নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বাতিল করে দেবেন এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠানে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। তবে উক্ত বিধানের শর্ত অনুসারে এরূপ বাতিলকৃত সময়সূচীতে যারা মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন, তাদের পরবর্তী কার্যক্রমে নতুন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে না এবং জামানতের অর্থও জমা দিতে হবে না।

২০। **নির্বাচনী কার্যক্রম মূলত্বীকরণ:** রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে যদি মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই অথবা প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কিত কাজ নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন না করা যায়, তবে আদেশের ১৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে তিনি উল্লিখিত কার্যক্রম বাতিল অথবা মূলত্বী করতে পারবেন এবং কমিশনের অনুমোদনক্রমে, বাতিলকৃত অথবা মূলত্বী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারকে অন্য একটি দিন ধার্য করতে হবে।

২১। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন:** আদেশের অনুচ্ছেদ ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর যদি কেবলমাত্র একজন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী থাকেন অথবা অনুচ্ছেদ ১৬ অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর যদি কেবলমাত্র একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকেন, তাহলে অনুচ্ছেদ ১৯-এর বিধান অনুসরণ করে উক্ত প্রার্থীকে রিটার্নিং অফিসার গণ-বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর কোন প্রার্থী রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ধার্যকৃত সময়সীমার মধ্যে আপীল দায়ের না করলে একমাত্র বৈধ প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা যাবে, অথবা আপীল দায়ের হলে কমিশন কর্তৃক আপীলে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যদি একমাত্র প্রার্থীকে বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়, তবে ঘোষণার পর আদেশের অনুচ্ছেদ ১৯-এর দফা (২)-এর বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসারকে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

২২। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ:** নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দের পর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৬-এর দফা (৪) এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭ অনুসারে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পরবর্তী দিন বিধিমালায় বর্ণিত ৫নং ফরমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম বাংলা ভাষার বর্ণানুক্রমে সাজিয়ে ধারাবাহিকভাবে সর্বশেষে “উপরের কাহাকেও নহে” কথাটি লিপিবদ্ধ করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। উক্ত তালিকা রিটার্নিং অফিসারকে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নামের বিপরীতে বরাদ্দকৃত প্রতীক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং সর্বশেষে “উপরের কাহাকেও নহে” কথাটি লিপিবদ্ধ করে তার বিপরীতে ক্রস (x) প্রতীক দিতে হবে।



২৩। **ভোটগ্রহণের দিন ও সময় নির্ধারণ:** আদেশের ২৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ভোটগ্রহণের সময় নির্ধারণ করতঃ গণ-বিজ্ঞপ্তি জারী করার বিধান রয়েছে। নির্বাচনের সময়সূচী জারীর পর নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন সময়টুকুতে বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ করা হবে তা রিটার্নিং অফিসার গণ-বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় অবহিত করবেন।

## তৃতীয় অধ্যায়

### ভোটকেন্দ্র স্থাপন

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সূচী অনুসারে ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ করা এবং ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর অর্পিত।

২। ভোটকেন্দ্রের তালিকা: নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটকেন্দ্র স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন করে প্রাথমিক তালিকা প্রেরণের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করে। প্রাথমিক তালিকার উপর দাবী আপত্তি গ্রহণ করে তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করতঃ চূড়ান্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের নীতিমালা: নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসারে ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে:

- (১) পূর্বের ভোটকেন্দ্র বহাল রাখা: ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও তারপরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত সকল জাতীয় সংসদ স্থানীয় নির্বাচনে যেসব প্রতিষ্ঠান ভোটকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সে সব প্রতিষ্ঠান নদী ভাঙ্গন বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত ভবন বা স্থাপনা বিলুপ্ত না হলে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিবেচনা করতে হবে।
- (২) বিলুপ্তির কারণে আলোচনার ভিত্তিতে পরিবর্তিত কেন্দ্র নির্ধারণ: বিগত নির্বাচনে সর্বকারে ব্যবহৃত ভোটকেন্দ্রের স্থাপনা বিলুপ্ত হলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/ রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনাক্রমে নির্ধারণ করতে হবে।
- (৩) ভোটার বৃদ্ধির কারণে আলোচনার ভিত্তিতে নতুন কেন্দ্র নির্ধারণ: অনুরূপভাবে ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নতুনভাবে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন হলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/নির্বাচিত প্রতিনিধি/রাজনৈতিক দল সমূহের সাথে আলোচনা করে নতুনভাবে স্থাপিত ভোটকেন্দ্রের স্থান ও তালিকা নির্ধারণ করতে হবে।
- (৪) পাবলিক বিল্ডিংয়ে ভোটকেন্দ্র স্থাপন: ভোটকেন্দ্র অবশ্যই পাবলিক বিল্ডিং-এ স্থাপন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা পরিচালিত কমিউনিটি সেন্টার, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, সরকারী অফিস, ক্লাব এ ধরনের পাবলিক বিল্ডিং এ ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা

যাবে। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা, চৌহদ্দি, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

- (৫) প্রভাবাধীন বা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয় এমন স্থানে কেন্দ্র না করা: কোন অবস্থাতেই কোন প্রাথমিক প্রভাবাধীন স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না। তাছাড়া সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয় যেমন-কবরস্থান, শশ্মান, হাটবাজার এরূপ স্থানেও ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না।
- (৬) ভোটার অনুসারে কেন্দ্র ও কক্ষ স্থাপন: গড়ে ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকেন্দ্র এবং গড়ে আনুমানিক ৬০০ (ছয়শত) জন পুরুষ ভোটারের জন্য এবং ৫০০ (পাঁচশত) জন মহিলা ভোটারের জন্য ১টি করে কক্ষ (বুথ) নির্ধারণ করতে হবে।
- (৭) অতিরিক্ত ভোটকক্ষের ব্যবস্থা করা: কোন অবস্থানগত কারণে ভোটকেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা অধিক হলে সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভোটারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অতিরিক্ত ভোটকক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে।
- (৮) বিশেষ ক্ষেত্রে কম সংখ্যক ভোটার নিয়ে কেন্দ্র স্থাপন: বিশেষ ক্ষেত্রে জনবসতি কম এলাকায় এবং ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে নির্দিষ্ট ভোটারের কম সংখ্যক ভোটারের জন্যও ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে (যেমন পার্বত্য জেলাসমূহ)। তাছাড়া কম জনবসতিসম্পন্ন এলাকা, দুর্গম পার্বত্য এলাকা, দ্বীপ অঞ্চল এবং প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে উপরোক্ত শর্তসমূহ শিথিল করা যেতে পারে, যাতে ভোটারদের ভোট প্রদানে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়।
- (৯) যাতায়াতের সুবিধা ও অবস্থান: ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধা ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে ভোটকেন্দ্র এরূপভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে-
- (ক) ভোটার এলাকাগুলো যেন ভোটকেন্দ্রের সংলগ্ন ও সুনিবিড় হয় এবং সাধারণতঃ দুটি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব ৩(তিন) কিলোমিটারের অধিক না হয়;
- (খ) কোন ভোটার এলাকার ভোটারগণকে যেন নিকটস্থ ভোটকেন্দ্র অতিক্রম করে দূরবর্তী স্থানে স্থাপিত ভোটকেন্দ্রে গমন করতে না হয়; এবং
- (গ) একটি ভোটকেন্দ্রের অতি নিকটে অন্য একটি ভোটকেন্দ্র যেন স্থাপন না করা হয়।
- (১০) সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের সহায়তা: সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসারগণ ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের সময় প্রতিটি ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। কাজেই তাঁদের স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকা স্বাভাবিক এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভোটকেন্দ্র স্থাপনের উপযোগী

## একাদশ অধ্যায়

# ভোটদান প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি

ভোটগ্রহণকালে ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগ, দ্রব্যাদি ব্যবহার এবং ভোটার, এজেন্ট ও কর্মকর্তাদের করণীয় সম্পর্কে নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রদান করা হলঃ

২। ভোটগ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা: ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার অন্ততঃ ২ (দুই) ঘণ্টা পূর্বে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণের সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করবেন। তিনি প্রত্যেক ভোটকক্ষের জন্য একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও দুইজন পোলিং অফিসার নির্দিষ্ট করে দেবেন। প্রত্যেক ভোটকক্ষে যে যে এলাকার ভোটারগণ ভোটপ্রদান করবেন তিনি সে এলাকার ভোটার তালিকা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হস্তান্তর করবেন। কোন্ ভোটকক্ষে কোন্ কোন্ ভোটার এলাকার ভোটারগণ ভোটদান করবেন তার একটি বিবরণী তিনি ভোটকেন্দ্রের বাহিরে প্রকাশ্য স্থানে টাংগিয়ে দেবেন এবং প্রত্যেক ভোটকক্ষের বাহিরে “ভোটকক্ষ নং-১/২/৩/৪/৫/৬ (পুরুষ)” এবং “ভোটকক্ষ নং ১/২/৩/৪/৫/৬ (মহিলা)” প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে দেবেন। ভোটারগণের ভোটকক্ষে প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ নির্দিষ্ট করিয়া “প্রবেশ” ও “বাহির” প্ল্যাকার্ড লাগাতে হবে। এ সমস্ত প্ল্যাকার্ড রিটার্নিং অফিসারের কাছে থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

৩। ভোটকেন্দ্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখাঃ প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যবস্থা করবেন। ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করতে হবে। কর্তব্যরত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা যে কোন প্রয়োজনে প্রিজাইডিং অফিসারকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবেন।

৪। ভোটকেন্দ্রে হতে বহিষ্কার: কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে অসদাচরণ করলে ও প্রিজাইডিং অফিসারের আইনসম্মত আদেশ পালন করতে ব্যর্থ হলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তিকে ভোটকেন্দ্রে হতে বহিষ্কার করতে অথবা করাতে পারেন। উপরোক্ত পদ্ধতিতে ভোটকেন্দ্রে হতে বহিষ্কৃত ব্যক্তি ঐদিন প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতীত পুনরায় ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। উপরোক্ত পদ্ধতিতে বহিষ্কৃত কোন ব্যক্তি যদি ভোটকেন্দ্রে অভিযোগের দায়ে অভিযুক্ত হন তবে তাঁকে বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারবেন। এ ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করা যাবে না যাতে উক্ত ব্যক্তি যে ভোটকেন্দ্রে ভোটদানের উপযুক্ত সে ভোটকেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ হতে বঞ্চিত হয়

৫। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার: প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করবেন। ভোটগ্রহণের দিন প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে সনাক্তকরণের কাজে

সহায়তাদানের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ, তাঁদের নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টগণকে প্রবেশের সুযোগ দেবেন; তবে কোন বুথে কোন প্রার্থীর ১ জনের বেশী পোলিং এজেন্টকে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া যাবে না।

কেবলমাত্র ভোটার এবং প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন; প্রিজাইডিং অফিসার একইসঙ্গে যে সংখ্যক ভোটার ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের জন্য যুক্তিসংগত মনে করবেন সে সংখ্যক ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে অনুমতি দেবেন; তবে একজনের বেশী ভোটার ভোটদানের জন্য গোপনীয় কক্ষে (মার্কিং প্লেস) প্রবেশ করতে পারবেন না। ভোটদানের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রিজাইডিং অফিসারকে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে; কোন প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট কেবলমাত্র নিজেদের ভোট প্রদানের সময় ছাড়া ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার জন্য নির্ধারিত কক্ষে (গোপনীয় কক্ষ বা মার্কিং প্লেসে) প্রবেশ করতে পারবেন না।

৬। ভোটকেন্দ্রে ভোটের জন্য প্রচার প্রচারণা নিষিদ্ধ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৭৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের তারিখে ভোটকেন্দ্রের চারশত গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে নিম্নবর্ণিত প্রচারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবেন-

- (ক) ভোটের জন্য প্রচারণা; বা
- (খ) কোন ভোটারের নিকট ভোট প্রার্থনা; বা
- (গ) কোন ভোটারকে নির্বাচনে ভোট প্রদান না করার জন্য বা কোন বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান না করার জন্য প্ররোচিত করা; বা
- (ঘ) রিটার্নিং অফিসারের বিনা অনুমতিতে, প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্টের জন্য এবং ভোটকেন্দ্রের একশত গজ ব্যাসার্ধের বাহিরে কোন সংরক্ষিত স্থান ব্যতীত ভোটারগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদানে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে কোন নোটিশ, বিজ্ঞাপন, ব্যানার বা পতাকা প্রদর্শন বা সংকেত প্রদান।

৭। বিধান লংঘনের শাস্তিঃ ভোট গ্রহণের উল্লিখিত বিধান লংঘনের দায়ে কোন ব্যক্তি অনূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডণীয় হবেন।

৮। ভোটগ্রহণের প্রস্তুতিঃ ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের অন্ততঃ আধঘণ্টা পূর্বে প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন—

- (ক) তিনি নিশ্চিত করবেন যে, ভোটগ্রহণের জন্য যে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হবে তা খালি আছে;
- (খ) খালি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাদের নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টগণকে দেখানো;

- (গ) খালি স্বচ্ছ ব্যালট বাস্ক দেখাবার পর তা বন্ধ করে সীল করা;
- (ঘ) স্বচ্ছ ব্যালট বাস্কটি এমন স্থানে রাখা যাতে তা তার এবং উপস্থিত প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের দৃষ্টি-সীমার মধ্যে থাকে এবং সেখানে ভোটারগণ সহজে পৌঁছাতে পারেন।

৯। পরিপূর্ণ ব্যালট বাক্স সংরক্ষণ ও অন্য বাস্ক ব্যবহার: ভোটগ্রহণকালে যখন একটি ব্যালট বাস্ক পূর্ণ হবে, তখন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা সে ব্যালট বাস্কটি সীল করে নিরাপদে সংরক্ষণ করবেন এবং অন্য আর একটি স্বচ্ছ ব্যালট বাস্ক পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের পদ্ধতি অনুসরণ করে ভোটগ্রহণের জন্য ব্যবহার করবেন।

১০। ভোটদান পদ্ধতি: (১) ভোটকেন্দ্রে কোন ভোটার ভোটদানের জন্য উপস্থিত হলে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তাকে ব্যালট পেপার দেবেন।

(২) ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাকে নিম্নোক্ত কার্যাদি গ্রহণ করতে হবে:

- (ক) ভোটারের বাম হাতের বৃদ্ধাংগুলে অমোচনীয় কলমের কালির চিহ্ন প্রদান করতে হবে;
- (খ) ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ ক্রমিক সংখ্যা এবং নাম উল্লেখ করে ভোটারকে ডাকতে হবে;
- (গ) ভোটার তালিকায় ভোটারের নামের বিপরীতে একটি (✓) টিক চিহ্ন দিতে হবে, যাতে বোঝা যায় যে, তাকে ব্যালট পেপার দেয়া হয়েছে;
- (ঘ) ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে, ব্যালট পেপারের অপর পৃষ্ঠায় অফিসিয়াল সীলের সাহায্যে ছাপ দিতে হবে এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমোদন করতে হবে। এ সীলে একটি কোড নম্বর বা গোপন সংকেত নম্বর থাকবে;
- (ঙ) ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে ভোটার তালিকায় প্রদত্ত ভোটারের ক্রমিক নম্বর লিখতে হবে এবং ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে ভোটারের স্বাক্ষর অথবা টিপসহি গ্রহণ করতে হবে। তারপর মুড়িপত্রে অফিসিয়াল সীল দ্বারা ছাপ দিতে হবে।

(৩) কোন ভোটার অমোচনীয় কালির কলমের চিহ্ন লাগাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে অথবা তার যে কোন আংগুলে অমোচনীয় কলমের কালির চিহ্ন থাকলে তাকে কোন ব্যালট পেপার দেয়া যাবে না।

(৪) ভোটগ্রহণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত অফিসিয়াল সীলের কোড নম্বর গোপন রাখতে হবে।



## ১১। ভোটার কর্তৃক ভোটদানের প্রকৃতি:

- (ক) ভোটার ব্যালট পেপার পাওয়ার সাথে সাথে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার জন্য নির্ধারিত গোপন কক্ষে যাবেন;
- (খ) যে প্রার্থী বা “উপরের কাহাকেও নহে” এর অনুকূলে ভোট দিতে ইচ্ছুক ব্যালট পেপারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য বরাদ্দকৃত প্রতীক বা ক্রস (x) চিহ্নিত ঘরে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা কর্তৃক সরবরাহকৃত বর্গাকৃতি রাবার স্ট্যাম্প দ্বারা গোপনভাবে ছাপ দেবেন;
- (গ) এভাবে ব্যালট পেপারে ছাপ দেয়ার পর ব্যালট পেপার ভাঁজ করবেন এবং তা ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার সম্মুখে রক্ষিত স্বচ্ছ ব্যালট বাস্ত্রে ফেলবেন। ভোটদানের পর ভোটার বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করবেন। ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করার পূর্বে মার্কিং-সীলটি ভোটারের নিকট হতে ফেরত নিতে হবে।

১২। ভোটকেন্দ্রে অযথা দেয়ী না করা: ভোটাররা অযথা দেয়ী না করে ভোট প্রদান করেন এবং ভোট দেয়ার পর অবিলম্বে ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করেন প্রিজাইডিং অফিসার তার নিশ্চয়তা বিধান করবেন।

১৩। অন্ধ বা অক্ষম ভোটারের ভোটদান: যদি কোন ভোটার দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বা দৈহিক কোন অ সমর্থের জন্য কোন সংগী ছাড়া ভোট দিতে অসমর্থ হন; তাহলে প্রিজাইডিং অফিসার কোন সংগীকে ঠাকে সাহায্যের জন্য অনুমতি দিতে পারেন (এ সংগী কোন ক্রমেই প্রার্থী বা তার নিযুক্ত কোন এজেন্ট হতে পারবেন না) এবং যদি অসমর্থ এমন হয় যে, ভোটার নিজে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করতে পারবেন না, তা হলে ভোটারের নির্দেশ মতে তার সংগীই ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করতে পারবে।

১৪। ভোটগ্রহণের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভোটদান: ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে ইমারত, কক্ষ, ঠাঁবু বা বেটনীর মধ্যে ভোটকেন্দ্র অবস্থিত সেই ইমারত, কক্ষ, ঠাঁবু বা বেটনীর ভিতর উপস্থিত ব্যক্তিগণ, যারা ভোট প্রদান করেননি অথচ ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষা করছেন তারা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার প্রদান করা অথবা ভোট প্রদানের অনুমতি দেয়া যাবে না। এজন্য ভোটকেন্দ্রের যে সীমানা ধরা হবে তা হল ভোটকেন্দ্র যে গৃহে অবস্থিত তার আংগিনা এবং যদি সেখানে নির্দিষ্ট সীমানাসহ আঞ্জিনা না থাকে তবে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রের যে এলাকা নির্দিষ্ট করে দেবেন তা ভোটকেন্দ্রের সীমানা বলে ধরা হবে।

১৫। আপত্তিকৃত ভোট: কোন ব্যক্তি ভোট দানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করার সময় যদি কোন প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ঘোষণা করেন যে, ঐ ব্যক্তি নির্বাচনে একই ভোটকেন্দ্রে বা অপর কোন ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন এবং তা বিশ্বাস করার জন্য যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে অথবা ভোটার তালিকায় লিখিত যার নাম ভোট দিতে চান তিনি ঐ ব্যক্তি নন

এবং তিনি যদি আদালতে এ অভিযোগ প্রমাণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তিকৃত প্রতি ভোটের জন্য নগদ ১০০ (একশত) টাকা জমা দান করেন তা হলে প্রিজাইডিং অফিসার ভূয়া পরিচয় প্রদানের পরিণতি সম্পর্কে সে ভোটারকে সতর্ক করে ব্যালট পেপারে মুড়িপত্রের উপর তার টিপসই নিয়ে এবং তিনি শিক্ষিত হলে তার দস্তখত গ্রহণ করে ঐ ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার দেবেন। এগুলো “আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার” বলে গণ্য হবে।

১৬। **আপত্তিকৃত ভোটের প্যাকেট:** আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার ভোটার কর্তৃক পর্দাঘেরা কক্ষে চিহ্নিত ও ভাঁজ করার পর স্বচ্ছ ব্যালট ব্যাগে না ফেলে ঐ অবস্থায় সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রদান করতে হবে। ঐ ব্যালট পেপার তিনি “আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার” লিখিত একটি প্যাকেটে রাখবেন।

১৭। **টেস্টার্ড ভোট:** যদি কোন ব্যক্তি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করে অবগত হন যে অন্য কোন ব্যক্তি ইতোপূর্বে নিজেই উক্ত ভোটার হিসেবে ঘোষণা করে আবেদনকারীর নামে ভোট প্রদান করেছেন তাহলে তিনি অন্য যে কোন ভোটারের মত একই পদ্ধতিতে ব্যালট পেপার পাবেন। এ ব্যালট পেপার “টেস্টার্ড ব্যালট পেপার” নামে অভিহিত হবে। টেস্টার্ড ব্যালট পেপার স্বচ্ছ ব্যালট ব্যাগে না ফেলে প্রিজাইডিং অফিসারকে দিতে হবে। প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তির নাম ও ভোটারের ক্রমিক নং ফরম-১৪ তে লিপিবদ্ধ করবেন এবং তাতে ভোটারের দস্তখত বা টিপসই গ্রহণ করবেন। অতঃপর চিহ্নিত ব্যালট পেপার ও ফরম-১২ সহ প্যাকেট-৬ এ রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, টেস্টার্ড ব্যালট পেপার গণনা করা যাবে না।

১৮। **আপত্তিকৃত ভোট বাবদ ফি আদায়:** আপত্তিকৃত ভোটগ্রহণের পরেই প্রিজাইডিং অফিসার আপত্তিকৃত ভোটের ফি বাবদ প্রাপ্ত টাকা উপযুক্ত রসিদ গ্রহণ করে রিটার্নিং অফিসারকে প্রদান করবেন। রিটার্নিং অফিসার পর্যায়ক্রমে তা “১/০৬০১/০০০১/২৬৩১” খাতে সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে বা সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় জমা দেবেন।

১৯। **ভোটকক্ষে পর্যবেক্ষকদের অবস্থান:** প্রতিটি ভোটকক্ষে ০২ জন পর্যবেক্ষক সার্বক্ষণিক অবস্থান করতে পারবেন। আর অন্য পর্যবেক্ষক দীর্ঘ সময় ভোটকক্ষে অবস্থান করতে পারবেন না। তবে কোন পর্যবেক্ষকই ভোট চিহ্নিত করার স্থানে (মার্কিং প্রেস) প্রবেশ করতে পারবে না।

২০। **জাল ভোটদান দণ্ডনীয় অপরাধ:** নির্বাচনে জাল ভোটদানের চেষ্টা আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে জীবিত, মৃত অথবা কল্পিত কোন ব্যক্তির নামে ভোটদানকারী অথবা ভোটদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদনকারী জাল ভোটদানের দায়ে দোষী বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি ভোটদানের জন্য ভূয়া পরিচয় দেবে,

কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার তাকে গ্রেফতারী পরোয়ানা ব্যতিরেকে আটক করতে পারবেন। ভুয়া পরিচয়দান একটি দুর্নীতিমূলক অপরাধ।

২১। **বিনষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার:** অসাবধানতা বশতঃ যদি কোন ভোটার তার অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যালট পেপার এমনভাবে নষ্ট করে ফেলেন, যা বৈধ ব্যালট পেপার হিসেবে আর ব্যবহার করা চলবে না সেক্ষেত্রে যদি তিনি সন্তোষজনকভাবে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট তার অসাবধানতার বিষয় প্রমাণ করতে পারেন, তা হলে তিনি আরেকটি ব্যালট পেপার পাবেন। বিনষ্ট ব্যালট পেপারটি প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ফেরত দিতে হবে। বিনষ্ট ব্যালট পেপার প্রিজাইডিং অফিসার স্বাক্ষর করে বাতিল করে দেবেন এবং বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে ঐ মর্মে উল্লেখ করে স্বাক্ষর প্রদান করবেন। বিনষ্ট ব্যালট পেপারগুলি “নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার” লিখিত একটি প্যাকেটে রাখবেন। এতদ্ব্যতীত ভোটারকে প্রদত্ত ব্যালট পেপার যদি কোন ভোটার স্বচ্ছ ব্যালট ব্যাল্ডে না ফেলে থাকেন এবং যদি তা ভোটকেন্দ্রে বা তার আশেপাশে কোথাও দেখতে পাওয়া যায় তা হলে প্রিজাইডিং অফিসার সে ব্যালট পেপারটিও বাতিল করে দেবেন। এ প্রকারের ব্যালট পেপারও “নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার” বলে গণ্য হবে।

২২। **ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা:** যদি কোন সময় প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে ভোটগ্রহণ বিঘ্নিত বা বাধাগ্রস্ত হয় এবং তা ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুনরায় শুরু করা সম্ভব না হয়, তা হলে তিনি অবিলম্বে ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দেবেন এবং রিটার্নিং অফিসারকে তা অবহিত করবেন। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত কোন স্বচ্ছ ব্যালট ব্যাল্ড প্রিজাইডিং অফিসারের হেফাজত হতে বেআইনীভাবে অপসারণ করা হলে বা দুর্ঘটনাক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করা হলে বা হারিয়ে গেলে বা এরূপ হস্তক্ষেপ হলে যে ক্ষেত্রে উক্ত ভোটকেন্দ্রের ফলাফল নির্ধারণ করা যাবে না, সেক্ষেত্রেও প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দেবেন এবং রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন। রিটার্নিং অফিসার অনতিবিলম্বে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন নিয়ে নতুনভাবে ভোটগ্রহণের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করবেন।

২৩। **মুড়িপত্র নিরাপদে সংরক্ষণ:** অতীতে দেখা গেছে যে, ভোটকক্ষে কোন ব্যালট বই এর ব্যালট পেপার শেষ হলে মুড়িসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় না। তাতে স্বার্থস্বৈরী মহল কৌশলে উক্ত মুড়িপত্র সরিয়ে ফেলে এবং একটি সুষ্ঠু ও সফল নির্বাচনে প্রভাবিত করার প্রয়াস চালায়। উল্লিখিত অবস্থা নিরসনকল্পে প্রত্যেকটি ব্যালট বই এর ব্যালট পেপার শেষ হওয়ার সাথে সাথে যাতে মুড়িপত্রসমূহ একটি ব্যাল্ডে বা প্যাকেটে ঢুকিয়ে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা হয় তার জন্য সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগণকে পূর্বেই সতর্ক করে দিতে হবে।

২৪। **ব্যালট পেপার সরবরাহ ও যাচাইকরণ:** ব্যালট পেপার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা অনুযায়ী মুদ্রিত হয়েছে কিনা, তা জেলা নির্বাচন অফিসার বা উপযুক্ত কর্মকর্তার

মাধ্যমে যাচাই করে নিতে হবে। এ লক্ষ্যে ব্যালট পেপারসমূহ গ্রহণের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রতীক মিলিয়ে দেখতে হবে। কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশোধন করিয়ে নিতে হবে।

২৫। ব্যালট পেপারসহ বিভিন্ন ধরনের সীলের সংরক্ষণ ও গোপনীয়তা রক্ষা: ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য মালামাল প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সকল পর্যায়ে যাতে ব্যালট পেপার, মার্কিং সীল এবং অফিসিয়াল সীলের গোপনীয়তা রক্ষিত হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

## দ্বাদশ অধ্যায়

### নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্ট

**নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ:** গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২১ অনুচ্ছেদের

(১) দফা অনুসারে একজন প্রার্থী জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তার নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন। তাকে নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠাতে হবে। নোটিশে নির্বাচনী এজেন্টের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা উল্লেখ থাকতে হবে। নির্বাচনী এজেন্টের নিয়োগপত্র প্রার্থী যে কোন সময়ে লিখিতভাবে বাতিল অথবা প্রত্যাহার করতে পারবেন এবং তার স্থলে অন্য একজনকে নিয়োগ করতে পারবেন। কোন নির্বাচনী এজেন্টের মৃত্যু হলেও তার স্থলে প্রার্থী অন্য একজনকে নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন। তবে উক্ত ব্যক্তিকেও জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। যে ক্ষেত্রে প্রার্থী কোন নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করবেন না, সে ক্ষেত্রে তিনি নিজেই তার নির্বাচনী এজেন্ট বলে আইনগতভাবে গণ্য হবেন।

**২। পোলিং এজেন্ট নিয়োগ:** গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২২ অনুচ্ছেদের

(১) দফার বিধান অনুসারে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনী এজেন্ট ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক ভোটকক্ষের জন্য পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন। উক্ত এজেন্ট নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ তাকে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। প্রিজাইডিং অফিসারকে কোন পোলিং এজেন্টকে গ্রহণ করবেন না যদি না তিনি তাকে নিযুক্তকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত তার নাম ও যে প্রার্থীর জন্য তিনি পোলিং এজেন্ট নিযুক্ত হন তার নাম সম্বলিত একটি পরিচয়পত্র দেখান। একটি ভোটকক্ষের জন্য এক জন প্রার্থী সর্বোচ্চ একজন পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন।

**৩। নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব-কর্তব্য:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ,

১৯৭২ এর ২৮, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৫ ও ৩৬ অনুচ্ছেদে যথাক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের ভোটগ্রহণের শুরু হতে ভোটকক্ষে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের ব্যবহার পদ্ধতি, ভোটকেন্দ্রে অবস্থান, ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ এবং প্রকৃত ভোটারদের সনাক্তকরণ, কোন কোন ভোটারের ভোটারদানে আপত্তি উত্থাপন, ভোটগণনাসহ ফলাফলের বিবরণী ও অন্যান্য প্যাকেট প্রস্তুত, উক্ত বিবরণী ও প্যাকেটে স্বাক্ষর দান, বিধি মোতাবেক কেন্দ্র হতে বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি গ্রহণ সংক্রান্ত তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ৩৭ অনুচ্ছেদের অধীন বর্ণিত রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও নির্বাচনী এজেন্টগণের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা রয়েছে। উল্লিখিত দায়িত্ব পালনে তাদের করণীয় ও অনুসরণীয়

বিধানাবলী অবহিত করা একান্ত আবশ্যিক। বিশেষ করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৩৬ অনুচ্ছেদের (১১) ও (১৩) দফার বিষয়টি প্রিজাইডিং অফিসারদের অবহিত করা প্রয়োজন। যদি কোন নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট ভোট গণনার বিবরণী ও ব্যালট পেপারের হিসাবের সত্যায়িত অনুলিপি জন্য আবেদন করেন তবে প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচনী/পোলিং এজেন্টকে সত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করবেন এবং এ অনুলিপি প্রাপ্তির রশিদ/প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ করবেন। যদি নির্বাচনী/পোলিং এজেন্ট প্রাপ্তি রশিদ প্রদান/প্রাপ্তি স্বীকার করতে অস্বীকার করেন, তবে তা লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। ৩৬ অনুচ্ছেদের (১৩) দফার বিধান মতে নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট যদি ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকেন, তবে প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিটি বিবরণী ও প্যাকেটের উপর তাদের স্বাক্ষর নেবেন এবং নির্বাচনী/পোলিং এজেন্টগণ স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলে প্রিজাইডিং অফিসার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। এ প্রসঙ্গে নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের জন্য প্রস্তুতকৃত নির্দেশাবলীতে উল্লিখিত নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের কর্তব্য ও দায়িত্বাবলী উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে অবহিত করতে হবে।

৪। নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের অনুপস্থিতি: নির্বাচন সংক্রান্ত কোন কোন কাজ রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টের উপস্থিতিতে করার বিধান রয়েছে। বিশেষ করে ভোট গণনা এবং নির্বাচনী ফলাফল একত্রীকরণের সময় প্রার্থী অথবা তাদের এজেন্টদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা নির্বাচনী এজেন্ট কিংবা পোলিং এজেন্ট ভোট গণনার সময় অথবা ফলাফল একত্রীকরণের সময় উপস্থিত না থাকেন অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উক্ত প্রক্রিয়ায় কোন এজেন্ট নিয়োজিত না করেন, তবে উক্তরূপ অনুপস্থিতির কথা লিখিতভাবে রেকর্ড করার ব্যবস্থা করতে হবে। স্মরণ্য যে, আদেশের ২৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে যদি কোন প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক কোন কাজ সম্পাদনের সময় এতদাঙ্গেশ্যে ধার্যকৃত সময় এবং স্থানে উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাদের অনুপস্থিতি উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বৈধভাবে সম্পাদিত ঐ সকল কাজ আইনসিদ্ধ বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে যে, আইন অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারদের জন্য অর্পিত কতিপয় নির্বাচনী কার্যাদি সম্পাদনের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা নির্বাচনী এজেন্ট কিংবা পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হলে রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাদি বৈধভাবে সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা পোলিং এজেন্টকে প্রার্থীর স্বার্থেই বিধিসম্মতভাবে উপস্থিত থেকে উল্লিখিত নির্বাচনী কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।



## ত্রয়োদশ অধ্যায়

# নির্বাচনী দ্রব্যাদির ব্যবহার

মনোনয়নপত্র দাখিল হতে শুরু করে ভোটগ্রহণ এবং ফলাফল একত্রীকরণ ও নির্বাচনী রিটার্ন প্রেরণ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণকালে রিটার্নিং অফিসারকে বিভিন্ন ফরম, প্যাকেট ও দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে হবে। নিম্নে সেগুলোর বিবরণী প্রদান করা হল:

(১) মনোনয়নপত্র দাখিল হতে প্রত্যাহার পর্যন্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্ধারিত ফরম

ফরম নম্বর	বিষয়	ব্যবহারের সময়
ফরম-১	মনোনয়ন ফরম	সময়সূচী জারীর সাথে সাথে ইচ্ছুক প্রার্থীদের আবেদন অনুযায়ী সরবরাহ করতে হবে
ফরম-২	জামানত বহি	মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় জামানতের অর্থের বিবরণী লিপিবদ্ধ করণের জন্য
ফরম-৩	রসিদ	জামানতের অর্থ নগদে গ্রহণ করার জন্য রসিদ
ফরম-৪	বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা	মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর বৈধ প্রার্থীদের তালিকা করার জন্য
ফরম-৫	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা	প্রার্থীতা প্রত্যাহারের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রার্থীদের তালিকা করার জন্য
ফরম-২০	নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী	মনোনয়নপত্রের সাথে এ ফরম পূরন করে প্রার্থীকে দাখিল করতে হবে
ফরম-২১	সম্পদ ও দায় এবং বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী	মনোনয়নপত্রের সাথে এ ফরম পূরন করে প্রার্থীকে দাখিল করতে হবে
ফরম-২২	নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন	নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে তবে মনোনয়নপত্রের সাথেই প্রার্থীকে এ ফরম প্রদান করতে হবে
ফরম-২২ক	প্রার্থী স্বয়ং তার নির্বাচনী এজেন্ট হলে প্রার্থীর হলফনামা	নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করার জন্য প্রার্থীর হলফনামা
ফরম-২২খ	নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করা হলে প্রার্থীর হলফনামা	নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করার জন্য প্রার্থীর হলফনামা
ফরম-২২গ	নির্বাচনী এজেন্টের হলফনামা	নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করার জন্য প্রার্থীর এজেন্টের হলফনামা

## (২) পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট প্রদান সংক্রান্ত ফরম

ফরম নম্বর	বিষয়
ফরম-৭	পোস্টাল ব্যালট পেপার
ফরম-৮	পোস্টাল ব্যালটে ভোটদাতা কর্তৃক ঘোষণা
ফরম-৯	পোস্টাল ব্যালট পেপারের প্রথম খাম
ফরম-১০	পোস্টাল ব্যালট পেপারের দ্বিতীয় খাম
ফরম-১১	পোস্টাল ব্যালট পেপার ব্যবহারের নির্দেশাবলী

## (৩) ফলাফল একত্রীকরণ ও ফলাফল ঘোষণার সময় ব্যবহৃতব্য ফরম

ফরম নম্বর	বিষয়
ফরম-১৮	প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ভোটগণনার ফলাফলের একীভূত বিবরণী
ফরম-১৯	নির্বাচনী রিটার্ন

২। ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি: ভোটগ্রহণের জন্য রিটার্নিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় নির্বাচনী দ্রব্যাদি প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রদান করতে হবে। এর অধিকাংশ নির্বাচন কমিশন থেকে সরবরাহ করা হবে। কিছু দ্রব্যাদি রিটার্নিং অফিসারকে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে। নিম্নে এর বিবরণী দেয়া হল-

## (১) ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (ক্ষেত্র বিশেষে কম বেশী হতে পারে)।

**১ম ভাগ**

- |   |   |
|---|---|
| (১) স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স   | প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি<br>( প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি অতিরিক্ত)      |
| (২) ভোটার তালিকা (ছবিসহ)  | প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার দুই কপি                            |
| (৩) ব্যালট পেপার  | ভোটকেন্দ্রে যত ভোটার ভোট দেবেন তত ব্যালট পেপার                              |
| (৪) অমোচনীয় কালির কলম  | প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য একটি কলম এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি অতিরিক্ত   |
| (৫) রাবারের সীলমোহর (অফিসিয়াল সীল)   | প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য একটি এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি অতিরিক্ত       |
| (৬) ভোটার কর্তৃক ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার জন্য রাবারের সীলমোহর (মার্কিং সীল) | প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য একটি এবং প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি অথবা ২টি উদ্বৃত্ত |
| (৭) স্ট্যাম্প প্যাড   | প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য একটি এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি অতিরিক্ত       |
| (৯) গালা  | প্রতি কেন্দ্রের জন্য আধা পাউন্ডের এক বাক্স                                  |
| (১০) পিতলের সীলমোহর (ব্রাস সীল)   | প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য একটি  |
| (১১) ভোটকেন্দ্রে দ্রব্যাদি বহনের জন্য চটের খলি (গানি ব্যাগ)                   | প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি   |
| (১২) মনিহারী দ্রব্যাদি বহনের জন্য ছোট চটের খলি (গানি ব্যাগ)                   | প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি   |

২য় ভাগ**ফরমঃ**

(১) ফরম-১৩ এ ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত সঙ্ঘ ব্যালট বাস্তবের বিবরণী	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ১টি
(২) ফরম-১৪ টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ২টি
(৩) ফরম-১৫ আংশিকৃত ভোটের তালিকা	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ২টি
(৪) ফরম-১৬ ভোটগণনার বিবরণী	প্রতি ভোট কেন্দ্রের জন্য ১৫টি
(৫) ফরম-১৭ ব্যালট পেপারের হিসাব	প্রতি ভোট কেন্দ্রের জন্য ১২টি

**প্যাকেটঃ**

(১) প্যাকেট-১	প্রতিদলী প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপার রাখার জন্য প্যাকেট	প্রার্থী প্রতি একটি। প্রয়োজনবোধে প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি উদ্বৃত্ত
(২) প্যাকেট-২	গণনা থেকে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(৩) প্যাকেট-৩	প্যাকেট-১ ও প্যাকেট-২ রাখার জন্য প্রধান প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(৪) প্যাকেট-৪	অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার জন্য প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(৫) প্যাকেট-৫	বিনষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(৬) প্যাকেট-৬	টেভার্ড ব্যালট কাগজসমূহ রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১০টি। (প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট থাকবে এবং যে কক্ষে টেন্ডার্ড ভোট প্রদত্ত হবে সেই কক্ষের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রতি প্রার্থীর জন্য একটি হিসাবে সরবরাহ করতে হবে)
(৭) প্যাকেট-৭	সকল প্যাকেট ( প্যাকেট ১- প্যাকেট ৬টি) রাখার প্রধান প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(৮) প্যাকেট-৮	আংশিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ৪টি। (প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট থাকবে, যে কক্ষে প্রয়োজন হবে সেই কক্ষে সরবরাহ করা হবে)
(৯) প্যাকেট-৯	চিহ্নিত ভোটার তালিকার কপি সমূহ রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১০) প্যাকেট-১০	ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১১) প্যাকেট-১১	টেভার্ড ভোটের তালিকা রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১২) প্যাকেট-১২	ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত সঙ্ঘ ব্যালট বাস্তবের বিবরণী	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি

(১৩) প্যাকেট-১৩	অপভিকৃত ভোটার তালিকা রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১৪) প্যাকেট-১৪	ভোট গণনার হিসাব রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১৫) প্যাকেট-১৫	ব্যালট পেপারের হিসাব রাখিবার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১৬) প্যাকেট-১৬	বিবিধ কাগজপত্র রাখার প্যাকেট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি
(১৭) বিশেষ খাম	ভোটকেন্দ্র হতে সরাসরি ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ভোট গণনার বিবরণী প্রেরণ করার জন্য খাম	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি

### ৩য় ভাগ

#### (ক) স্থানীয়ভাবে ক্রয়যোগ্য

(২) বল পয়েন্ট কলম	প্রতি ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার জন্য ১টি এবং প্রয়োজ্যক্ষেত্রে অন্য কোন কর্মকর্তার জন্য ১টি
(২) সাদা কাগজ ও কার্বন কাগজ	প্রতি কেন্দ্রের জন্য আধা দস্তা
(৩) কার্বন কাগজ	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২ সীট
(৪) ছুরি	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি
(৫) সুই (বড় সাইজ)	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি
(৬) সুতা (ছোট বল)	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি
(৬) নোমবাতি (বড় সাইজ)	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ৬টি
(৭) গামপট	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি
(৮) দিয়াশলাই	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি
(৯) ঝু	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি টিউব
(১০) স্ট্যাম্প প্যাডের কালি	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১ শিলি
(১২) মুড়িপতর হতে ব্যালট কাগজ পৃথক করার উদ্দেশ্যে লোহা বা প্লাষ্টিকের তৈরী পাত	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি

#### (খ) স্থানীয়ভাবে মুদ্রণ করতে হবেঃ

দেওয়াল পত্র - (১)

“প্রবেশ”, “ বাহির”

“ভোটকক্ষ নং ..... (পুরুষ)”,

“ভোটকক্ষ নং ..... (মহিলা)”

লিখিত প্লাকার্ড।

(২)

“প্রিজাইডিং অফিসার”, “সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার”,

“পোলিং অফিসার”, “পোলিং এজেন্ট”

লিখিত প্লাকার্ড।

### ৪র্থ ভাগ

ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় যে সকল আসবাবপত্র রাখতে হবে:

(ক) টেবিল, (খ) চেয়ার, (গ) বেঞ্চ।

(২) ভোটার কর্তৃক মার্কিং সীল প্রদানের স্থান(মার্কিং প্লেস)- প্রতি ভোটকক্ষে ভোটারগণ যে কক্ষে বা স্থানে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করবেন, তা চাদর, চট অথবা চাটাই বা বেড়া দ্বারা নির্মাণ করা অথবা অন্য কোনভাবে প্রস্তুত করতে হবে। এটি মার্কিং প্লেস হিসাবে সুপরিচিত। এ বিষয়ে এইটুকু নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যে, ভোটারগণ ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার সময় কেহ যেন তা দেখতে না পারে।

৪। অন্যান্য ফরম ও দ্রব্যাদি ব্যবহার: উল্লিখিত নির্বাচনী দ্রব্যাদির মধ্যে কয়েকটির ব্যবহার প্রক্রিয়া ও ধরন ভিন্নভাবে পরিচিতির প্রয়োজন রয়েছে। নির্বাচন তথা ভোটগ্রহণ কাজে আরও কতিপয় ফরম, মনিহারী দ্রব্যাদি ও মালামাল প্রয়োজন হবে। যা নিম্নে প্রদত্ত হল:

(১) স্বচ্ছ ব্যালট বাস্ক: এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যালট বাস্ক (ট্রান্সপ্যারেন্ট বাস্ক) ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত ব্যালট বাস্কের নম্বরসহ সীল করার জন্য প্লাস্টিকের সীল-লকের নম্বর থাকবে। স্বচ্ছ ব্যালট বাস্ক ব্যবহার বিশেষ করে বাস্কসমূহ সীল করার প্রক্রিয়া জানার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য একটি স্বচ্ছ ব্যালট বাস্কের প্রয়োজন। তাছাড়া প্রত্যেককেন্দ্রে ১টি অতিরিক্ত স্বচ্ছ ব্যালট বাস্ক প্রদান করা হবে। স্বচ্ছ ব্যালট বাস্ক ব্যবহার সম্পর্কিত আলাদাভাবে নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(২) ফরম: সমগ্র নির্বাচন কার্যক্রমে রিটার্নিং অফিসারকে এবং প্রিজাইডিং অফিসারগণকে বিভিন্ন প্রকার ফরম ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং নির্বাচনের জন্য যে সকল ফরম ব্যবহারের লক্ষ্যে সরবরাহ করা হবে তার প্রত্যেকটির ব্যবহার সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে অনুশীলন করতে হবে এবং ভোটগ্রহণকারী সদস্যগণকেও ফরমগুলো অনুসরণ করতে নির্দেশ দেবেন। আরও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নির্বাচন কমিশন হতে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রিত ফরম সরবরাহ করা হবে। তার কোন কোনটির ঘাটতি দেখা দিতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থীর সংখ্যা বেশী হলে প্রার্থী কিংবা তাদের নির্বাচনী এজেন্ট কিংবা পোলিং এজেন্টকে বিধি অনুযায়ী ফরমে অনুলিপি সরবরাহ করতে ফরমের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে মুদ্রিত ফরমের অনুরূপ ফরম বা হাতে লেখা ফরমে সত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করা চলবে। অনুরূপভাবে যে সকল ফরমের সাথে অন্য ফরমের সামঞ্জস্য রয়েছে তাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে কাজ চালানো যেতে পারে।

- (৩) মনিহারী দ্রব্যাদি: কিছু কিছু নির্বাচনী দ্রব্যাদি, যথা- বল পয়েন্ট কলম, সাদা কাগজ, ছুরি, সুই, সুতা, মোমবাতি, গামপট, দিয়াশলাই, দেয়ালপত্র ‘প্রবেশ’ ‘বাহির’ ‘ভোটকক্ষ নং.....’(মহিলা), ‘‘প্রিজাইডিং অফিসার’’, ‘‘সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার’’, ‘‘পোলিং অফিসার’’ ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে। উল্লিখিত নির্বাচনী সামগ্রী স্থানীয়ভাবে ত্রয়/সংগ্রহের জন্য যথাসময়ে নির্বাচন কমিশন হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হবে। ভোটগ্রহণের ন্যূনতম ৭ দিন পূর্বে ভোটগ্রহণের যাবতীয় কার্যাদি শেষ করার ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হবে।
- (৪) ব্যালট পেপার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সংরক্ষণ: কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সূচী অনুসারে রিটার্নিং অফিসার জেলা নির্বাচন অফিসারকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাসহ ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী সংগ্রহের জন্য নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন। এ সমস্ত মালামাল গ্রহণের জন্য রিটার্নিং অফিসার তাকে একটি লিখিত ক্ষমতাপত্র দেবেন।
- (৫) ভোটকেন্দ্রে প্রদর্শনের জন্য পোস্টার: গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২০ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে ভোটকেন্দ্রে প্রদর্শনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সম্বলিত পোস্টার রিটার্নিং অফিসার স্থানীয়ভাবে মুদ্রণকরতঃ প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট সরবরাহ করবেন। প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ২-৩টি উল্লিখিত পোস্টারের প্রয়োজন হবে। অনুরূপভাবে ২৯ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে ভোটকেন্দ্রের প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত পোস্টার প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভোটকেন্দ্রের প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত পোস্টার নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে সরবরাহ করা হবে।
- ৫। ব্যালট পেপারসহ অন্যান্য মালামাল যাচাই করে গ্রহণ: ব্যালট পেপার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা অনুযায়ী মুদ্রিত হয়েছে কিনা তা সরকারী মুদ্রণালয় হতে গ্রহণের সময় জেলা নির্বাচন অফিসারকে যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা সঙ্গে আনতে হবে। সেই সাথে নির্বাচনী এলাকার প্রকৃত ভোটার সংখ্যার বিবরণীও তাকে সাথে আনতে পরামর্শ দিতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা ও ভোটার সংখ্যা অনুযায়ী ব্যালট পেপার মুদ্রিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করে ব্যালট পেপার গ্রহণের নির্দেশনা দিতে হবে। তাছাড়া ভোটগ্রহণের জন্য অন্যান্য মালামাল ও যাচাই করে নিতে হবে। ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য মালামাল প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সকল পর্যায়ে যাতে ব্যালট পেপার, মার্কিং সীল এবং অফিসিয়াল সীলের গোপনীয়তা রক্ষিত হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
- ৬। অন্যান্য ব্যবস্থা: ভোটগ্রহণ কার্যক্রম সৃষ্ঠভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

- (১) প্রিজাইডিং অফিসারের বসার স্থান: প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রের এমন স্থানে বসবেন যে স্থান হতে তিনি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের কার্যাদি সহজেই

পর্যবেক্ষণ এবং তদারকী করতে পারেন। এ বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন।

- (২) রিজার্ভ ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা: ভোটগ্রহণের দিন, ভোটকেন্দ্রে যাতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার স্বল্পতা না হয়, সে জন্য প্রতিটি পদে অর্থাৎ প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার পদে অতিরিক্ত ১০% রিজার্ভ হিসেবে নিয়োগ করা যেতে পারে।
- (৩) ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা: মালামাল গ্রহণ করে নিরাপত্তা সহকারে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণ যাতে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। ভোটগ্রহণ শেষে ভোটকেন্দ্র হতে ফলাফল ও নির্বাচনী মালামাল নিয়ে আসার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজে আইন-শৃংখলা কাজে নিয়োজিত যানবাহন ব্যবহারের জন্য সমন্বয় সাধন করতে হবে।

অতীতে দেখা গেছে যে, কোন স্বার্থাশ্বেষী হয়তো ব্যালট পেপার/ব্যালট পেপারসমূহ ব্যালট বাক্সে না ফেলে কৌশলে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে নানা বিভ্রান্তি ছড়ায় বা নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ করার পায়তারা করে। আবার কেউ কেউ মুড়িপত্র নিয়ে যায়। এ সকল পরিস্থিতি নিরসনে প্রত্যেক ভোটকক্ষের দায়িত্ব প্রাপ্ত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণের একজন প্রত্যেক ভোটার ভোট প্রদানের পর ব্যালট বাক্সে ফেলেছে কিনা তা তদারকি করবেন। আর ব্যালট বইয়ের ব্যালট শেষ হওয়ার সাথে সাথে মুড়িপত্রসমূহ কোন বাক্সে বা প্যাকেটে নিরাপত্তা সহকারে রাখতে হবে, যাতে কক্ষ হতে বা গণনার সময় কেউ নিয়ে যেতে না পারে।



## ষষ্ঠ অধ্যায়

### প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য সংবিধান এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। মনোনয়নপত্রে প্রার্থীকে যেমন স্বাক্ষর করতে হয়, তেমনি প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীকেও স্বাক্ষর করতে হয়। প্রার্থীর ন্যায় প্রত্যেক প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর যোগ্যতা সম্পর্কে আইনে বিধান রয়েছে। এ অধ্যায়ে জাতীয় সংসদের প্রার্থীর যোগ্যতা, অযোগ্যতা এবং প্রস্তাবক ও সমর্থকদের যোগ্যতা ও করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। জাতীয় সংসদের প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা ও প্রার্থী হওয়ার বা থাকার অযোগ্যতা সম্বলিত বিধান রয়েছে। সংবিধানের ৬৬(১)(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদে অযোগ্যতার বিষয়াদি রয়েছে। এ বিষয়ে কোন অসামঞ্জস্য বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিলে The Representation of the People Order, 1972 এর Article 12 দেখে স্পষ্টিকরণ করতে হবে। নিম্নে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা বর্ণনা করা হল :

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের নাগরিক এবং যাঁর বয়স ২৫ বৎসর পূর্ণ হয়েছে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার এবং সংসদ-সদস্য থাকার যোগ্য হবেন।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার এবং সংসদ-সদস্য থাকার যোগ্য হবেন না, যদি কোন উপযুক্ত আদালত তাঁকে অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষণা করে; বা তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর সে দায় হতে অব্যাহতি লাভ না করে থাকেন; তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন; বা তিনি নৈতিক স্বলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যান্য দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁর মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে। তাছাড়া, আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করে নি এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন। অবশ্য সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হওয়ার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলে গণ্য হবেন না। সংবিধানের বর্ণিত বিধান অনুসরণে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ (১) অনুচ্ছেদে অযোগ্যতার অন্যান্য শর্তাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে।

কোন নির্বাচনী এলাকার যে কোন ভোটার উক্ত এলাকার সদস্য নির্বাচনের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬ এর দফা (১) এর অধীন সদস্য হওয়ার যোগ্য যে কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করতে পারবেন; তবে শর্ত এই যে, কোন ব্যক্তি সদস্য নির্বাচিত হওয়ার এবং সদস্য থাকার জন্য উক্ত অনুচ্ছেদের বর্ণিত অন্যান্য শর্তাদিও প্রতিপালিত হতে হবে। এগুলো নিয়ে বর্ণনা করা হল:

- (ক) কোন ভোটার এলাকায় ভোটার হিসাবে তাঁকে তালিকাভুক্ত হতে হবে।
- (খ) তাঁকে কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থী বা একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে হবে। স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে দুটি শর্তের যে কোন একটি পূরণ করতে হবে। যেমন হয় তাঁকে পূর্বে নির্বাচিত হয়ে থাকতে হবে অথবা তাঁর নির্বাচনী এলাকার এক শতাংশ ভোটারের সমর্থনসূচক স্বাক্ষর সম্বলিত তালিকা প্রদান করতে হবে। রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে মনোনয়ন ফরমের দাখিলের পর্যায়ে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত প্রার্থীরূপে প্রত্যয়নের অবকাশ আছে। তবে মনোনয়ন ফরম বাছাইয়ের সময় কোন প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তা জানিয়ে দিতে হবে।
- (গ) প্রজাতন্ত্রের বা বেগন সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও তিনি প্রার্থী হতে পারবেন না। উল্লেখ্য যে “লাভজনক পদ” (Office of profit) অর্থ প্রজাতন্ত্র কিংবা সরকারী সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকারের ৫০% এর অধিক অংশীদারিত্ব সম্পন্ন কোম্পানীতে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত কোন পদ বা অবস্থান।
- (ঘ) অনুচ্ছেদ ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, বা ৮৬ এর অধীন কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যান্য দুই বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে থাকেন এবং তাঁর মুক্তি লাভের তারিখের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে।
- (ঙ) এমন কোন ব্যক্তি হন যার কোন আসনে নির্বাচন আদেশের অনুচ্ছেদ ৬৩ এর দফা (১) এর অধীন উপদফা (সি), (ডি) ও (ই) এ উল্লিখিত যে কোন কারণে অবৈধ বলে ঘোষিত হয় এবং এইরূপ ঘোষণার তারিখের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে।
- (চ) প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগের কোন চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেছেন বা অবসরে গমন করেছেন এবং উক্ত পদত্যাগ বা অবসর গমনের পর তিন বৎসর অতিবাহিত হয় নি।
- (ছ) প্রজাতন্ত্রের বা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগের চাকুরী হতে বরখাস্ত, অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত

হয়েছেন এবং এরূপ বরখাস্ত, অপসারণ বা বাধ্যতামূলক অবসরের পর পাঁচ বৎসরকাল অভিবাহিত হয় নি।

- (জ) প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগের কোন চাকুরীতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত ছিলেন এবং উক্ত মেয়াদ অতিক্রান্ত বা চুক্তি বাতিলের পর তিন বৎসর অভিবাহিত হয় নি।
- (ঝ) কোন বেসরকারী সংস্থার প্রধান কার্যনিবাহী কিংবা পদে অধিষ্ঠিত আছেন বা পদ থেকে পদত্যাগ কিংবা অবসর গ্রহণ করেছেন কিংবা বরখাস্ত হয়েছেন এবং সেদৃশ পদত্যাগ, অবসর কিংবা বরখাস্তের পর তিন বৎসর অভিবাহিত হয় নি। প্রধান নির্বাহী বলতে যে ব্যক্তি বেতন ও অন্যান্য সুবিধার বিনিময়ে সার্বক্ষণিকভাবে প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করছেন তাঁকে বোঝাবে।
- (ঞ) একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী বা তিন বৎসর পূর্ব হইতে কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়ে থাকেন। অবশ্য নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না।
- (ট) কোন সমবায় সমিতি এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ব্যতীত, সরকারকে পণ্য সরবরাহ করার জন্য বা সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন চুক্তির বাস্তবায়ন বা সেবা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য, তিনি তাঁর নিজ নামে বা তার ট্রাষ্টি হিসাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে বা তাহার সুবিধার্থে বা তার উপলক্ষে বা কোন হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে তার কোন অংশ বা স্বার্থ আছে এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে থাকেন। তবে এ দফার অধীন আরোপিত অযোগ্যতা কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যেক্ষেত্রে -
- (১) চুক্তিটিতে অংশ বা স্বার্থ তাহার উপর উত্তরাধিকারসূত্রে বা উইলসূত্রে প্রাপক, নির্বাহক বা ব্যবস্থাপক হিসাবে হস্তান্তরিত হয়, যদি না তা হস্তান্তরিত হওয়ার পর ছয় মাস অথবা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বর্ষিত সময় অভিবাহিত হয়; অথবা
  - (২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোন পাবলিক কোম্পানীর দ্বারা বা পক্ষে চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছে যার তিনি একজন শেয়ার হোল্ডার মাত্র, তার অধীন তিনি কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত পরিচালকও নন বা ম্যানেজিং এজেন্টও নন; অথবা
  - (৩) তিনি কোন যৌথ হিন্দু পরিবারের সদস্য এবং চুক্তিটি তার অংশ বা স্বার্থ নেই এরূপ কোন স্বতন্ত্র ব্যবসা পরিচালনাকালে পরিবারের অন্য কোন সদস্য কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে।

(৪) কৃষিকাজের জন্য গৃহীত ক্ষুদ্র ঋণ ব্যতীত, মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার তারিখের পনের দিন পূর্বে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত কোন ঋণ বা তার কোন কিস্তি পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকেন।

“কৃষি কাজের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ” অর্থ চা, তামাক ব্যতীত ফসল ঋণ, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও কৃষিক্ষেত্র পণ্যের বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত স্বল্প মেয়াদী ঋণ এবং স্বেচ্ছা যন্ত্রপাতি, পশু পালন, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি সন্ত্রপাতি, নার্সারি ও উদ্যানভিত্তিক ফসল, পান বরজ, জলমহাল ব্যবস্থাপনা এবং রেশমগুটি উৎপাদন, তুতগাছ, লাঙ্গা পাছ, ঋয়ের পাছ, ইত্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রদত্ত মেয়াদী ঋণ যার পরিমাণ প্রতিটি ঋণের বিপরীতে সুদে আসলে এক লক্ষ টাকার অধিক নয়।

(৫) এমন কোন কোম্পানীর পরিচালক বা ফার্মের অংশীদার হন যা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত কোন ঋণ বা তার কোন কিস্তি তার মনোনয়ন পত্র জমা দেয়ার তারিখের পনের দিন পূর্বে পরিশোধে খেলাপী হয়েছেন।

(৬) ব্যক্তিগতভাবে মনোনয়ন পত্র দাখিলের পনের দিন পূর্বে প্রদেয় সরকারী টেলিফোন, স্ট্যাম্প, বিদ্যুৎ, পানি বা অন্য কোন সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়ে থাকেন।

(৭) কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালত/ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যুক্তাপরাধী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত হন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে ব্যাংক বলতে (১) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং- আইন) এ সংজ্ঞায়িত যে কোন ব্যাংক কোম্পানী; (২) বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা; (৩) বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক; (৪) বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন; (৫) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক; (৬) ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ; (৭) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক; (৮) বেসিক ব্যাংক লিমিটেডকে বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া, ‘আর্থিক প্রতিষ্ঠান’ বলতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি বা কোন কোম্পানী বা কোন ফার্ম উল্লিখিত কোন ঋণ বা উহার কিস্তি পরিশোধে খেলাপী বলে গণ্য হবেন, যদি তিনি বা উহা ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত “খেলাপী ঋণ প্রহীতা” এর অর্থে খেলাপী হন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে খেলাপী হন। ঋণ খেলাপীদের তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইন্ফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) হতে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করতে হবে।

৩। প্রস্তাবকারী-সমর্থনকারীদের যোগ্যতা: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী হওয়ার লক্ষ্যে অর্থাৎ মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসেবে স্বাক্ষর করার জন্য যে যোগ্যতা প্রয়োজন তা নিম্নরূপ:

(ক) অনুরূপ ব্যক্তিকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদের (১) দফা এবং সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। অর্থাৎ তাঁরও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসেবে অন্য কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করেন নি এমন কোন ব্যক্তি হতে হবে।

৪। প্রস্তাবকারী-সমর্থনকারীদের করণীয়: আদেশের ১২ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে নির্ধারিত ফরম-১ এ প্রত্যেক প্রস্তাব পৃথক পৃথক মনোনয়নপত্রের মাধ্যমে করতে হবে। উক্ত মনোনয়নপত্রের ফরমে প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারীর স্বাক্ষর থাকতে হবে এবং সে সাথে নিম্নোক্ত মর্মে অঙ্গীকারনামা দিতে হবে যে, -

(ক) প্রার্থী মনোনয়নে সম্মত আছেন এবং তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে প্রার্থী হবার বা প্রার্থী পদে নির্বাচিত হবার অযোগ্য নন; এবং

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসেবে অন্য কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করেননি।

৫। কোন প্রার্থী জাতীয় সংসদের তিনটির অধিক আসনে প্রার্থী হতে পারবেন না। তিনটির অধিক আসনে প্রার্থী হলে তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল হবে।

## সপ্তম অধ্যায়

### হলফনামা ও ব্যক্তিগত তথ্যাদির প্রচার

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের বিভিন্ন তথ্যাবলী প্রদান সম্পর্কে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দাখিলকৃত রিট পিটিশন নং-২৫৬১/২০০৫-এর প্রেক্ষিতে মাননীয় আদালত ২৪ মে ২০০৫ তারিখে প্রার্থীদের তথ্য প্রদান ও প্রচারের নির্দেশনা দিয়েছেন। হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে জনৈক ব্যক্তি আপীল বিভাগে আপীল দায়ের করার পর মাননীয় আদালত হাইকোর্ট বিভাগের রায় বহাল রাখেন। মাননীয় আদালতের আদেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়। সংশোধিত আইন মোতাবেক গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২(৩বি) অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামার মাধ্যমে ৮টি তথ্য ও কোন কোন তথ্যের সপক্ষে কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলী ভোটারদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। হলফনামা প্রচারের সুবিধার্থে প্রার্থীগণের নিকট হতে হলফনামার মূল কপি ছাড়াও আরও দুটি ফটোকপি নিতে হবে। প্রার্থীগণকে মনোনয়নপত্রের সাথে প্রদত্ত হলফনামার মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত তথ্যাদি প্রদান করতে হবে:

- (১) প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্যাবলী (প্রমাণ স্বরূপ সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে);
- (২) প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে কোন ফৌজদারী মামলা আছে কিনা;
- (৩) প্রার্থীর বিরুদ্ধে অতীতে কোন ফৌজদারী মামলা ছিল কিনা ও থাকলে মামলার ফলাফল কি এই সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি;
- (৪) প্রার্থীর পেশা/জীবিকা সংক্রান্ত তথ্যাদি;
- (৫) প্রার্থীর আয়ের উৎস সম্পর্কিত বিবরণী;
- (৬) প্রার্থী ইতোপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন কিনা এবং থাকলে জনগণের নিকট প্রতিশ্রুতি পূরণে এককভাবে ও সমষ্টিগতভাবে ভূমিকা সংক্রান্ত তথ্যাদি;
- (৭) প্রার্থী ও প্রার্থীর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের সম্পদ ও দায় দেনা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য;
- (৮) প্রার্থীর ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে এবং নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ, মালিকানাধীন/অধীনস্থ কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী।

উল্লেখ্য যে, হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য ম্যাজিস্ট্রেট বা নোটারি পাবলিকের সামনে শপথপূর্বক প্রদান করতে হবে। তাই দাখিল করার পর তাতে কোন ঘষামাজা করা যাবে না, বা কোন পরিবর্তনও করা যাবে না। এ বিষয়ে প্রার্থীদের পূর্বেই অবহিত করা সমীচীন হবে।

২। হলফনামায় দাখিলকৃত তথ্যাবলী ভোটারগণের মধ্যে প্রচার: প্রার্থীদের কাছ থেকে হলফনামার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি ভোটারদের মধ্যে প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে ভোটাররা এসব তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। নির্ধারিত হলফনামার মাধ্যমে দাখিলকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের বিভিন্ন তথ্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইটেও প্রকাশ করা হবে। এ কারণে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:-

- (ক) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখের পূর্বেই হলফনামার অনুলিপি স্ক্যান করে পিডিএফ ফাইল তৈরী করতে হবে। তা সিডিতে কপি করে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের অন্ততঃ এক দিন পূর্বে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এ কাজের জন্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে স্ক্যানার এবং ল্যাপটপ প্রদানের পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
- (খ) হলফনামার তিনটি অনুলিপি প্রার্থীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। তার একটি মনোনয়নপত্রের সাথে থাকবে। একটি রিটার্নিং অফিসারের অফিসের বাইরে টাংগিয়ে দিতে হবে। তৃতীয় কপিটি ইলেকশন মনিটরিং অফিসারের কাছে থাকবে। তিনি যে কোন ব্যক্তি হলফনামার কপি নিতে আগ্রহী হলে ফেরত প্রদানের শর্তে তাদের তা প্রদান করবেন।
- (গ) ইলেকশন মনিটরিং অফিসার নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নমুনা অনুযায়ী হলফনামার তথ্য সমন্বিত করে প্রতিবেদন/বিবরণী তৈরি করবেন এবং তার ভিত্তিতে লিফলেট আকারে মুদ্রণ করে তা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরিপত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

৩। হলফনামায় ভুল তথ্য প্রদান: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ অনুসারে হলফনামার মাধ্যমে কোন প্রার্থী তথ্য প্রদান না করলে অথবা দাখিলকৃত হলফনামায় কোন অসত্য তথ্য প্রদান করলে বা হলফনামায় উল্লিখিত কোন তথ্যের সমর্থনে যথাযথ সার্টিফিকেট, দলিল, ইত্যাদি দাখিল না করলে বা আদেশের বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন না করলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যাবে। অধিকন্তু আদেশের বিধানাবলী যথাযথভাবে পালন না করলে নির্বাচন কমিশন আদেশের ৯১ই অনুসারে যে কোন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করতে পারবেন। তাছাড়া, হলফনামায় প্রদত্ত কোন তথ্য মিথ্যা বা

ভুল বলে প্রমাণিত হলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে অবগত করতে হবে। সেই সাথে উল্লিখিত বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও প্রচার কার্যক্রম নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করতে হবে।



## অষ্টম অধ্যায়

### প্রতীক বরাদ্দ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুসারে যদি কোন নির্বাচনী এলাকায় একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকেন, তা হলে রিটার্নিং অফিসার কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক আইন ও বিধিমালার অধীন ঐ দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ করবেন। তাছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীকে প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ বিধান রয়েছে।

২। **রাজনৈতিক দলের প্রতীক:** নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ৯ বিধিতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অনুকূলে প্রতীক সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। মনোনয়নপত্রের সাথেই কোন্ দলের কোন্ প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তা উল্লেখ থাকবে। প্রার্থী বাছাইয়ের পূর্বে রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের মনোনয়ন চূড়ান্ত করবেন। তদনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট দলের সংরক্ষিত প্রতীক উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থীকে বরাদ্দ করবেন।

৩। **জোটভুক্ত দলের প্রতীক:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২০(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সময়সূচীর প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর তিন দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট এতদুদ্দেশ্যে পেশকৃত কোন দরখাস্ত মোতাবেক দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক নিবন্ধিত দল কর্তৃক যৌথভাবে মনোনীত প্রার্থীকে কমিশন কর্তৃক উক্ত দলগুলোর জন্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহের মধ্য হতে কোন একটি প্রতীক বরাদ্দ করতে পারবেন।

৪। **স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রতীক:** রাজনৈতিক দলসমূহের অনুকূলে প্রতীক সংরক্ষণের পর নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ৯ বিধিতে উল্লিখিত যে সমস্ত প্রতীক উদ্বৃত্ত থাকবে সে সমস্ত প্রতীক হতে, যতদূর সম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ইচ্ছাকে বিবেচনায় রেখে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দ করতে হবে। এ ধরনের প্রতীক বরাদ্দের সময় রিটার্নিং অফিসার যতদূর সম্ভব, প্রার্থীর পছন্দের প্রতি নজর দেবেন। একই প্রতীক বরাদ্দের জন্য একাধিক প্রার্থী দাবী জানালে তাদেরকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আস্থান জানাতে পারেন। যদি তারা সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হন তা হলে প্রয়োজনবোধে রিটার্নিং অফিসার লটারীর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে, একাধিক স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে কোন প্রার্থী ইতোপূর্বে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকলে তিনি তার পছন্দের প্রতীক প্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ পেতে অধিকারী হবেন, যদি না তা কোন দলের জন্য সংরক্ষিত হয় বা ইতোমধ্যে অন্য কাকেও বরাদ্দ করা হয়।

৫। প্রার্থীকে প্রতীকের নমুনা প্রদান: প্রতীক বরাদ্দের পর পরই প্রতীকের একটি নমুনা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে সরবরাহ করবেন। কারণ তা তার প্রচারণার জন্য প্রয়োজন হবে। বেশ কিছু নমুনা নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটেও পাওয়া যাবে।

৬। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকায় প্রতীক সম্মিলন: নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দের পর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৬-এর দফা (৪) এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭ অনুসারে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পরবর্তী দিন বিধিমালায় বর্ণিত ৫নং ফরমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম বাংলা ভাষার বর্ণানুক্রমে সাজিয়ে তাদের নামের বিপরীতে বরাদ্দকৃত প্রতীক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। সবশেষে “উপরের কাহাকেও নহে” কথাটি লিপিবদ্ধ করে তার বিপরীতে ক্রস (X) চিহ্ন দিতে হবে। রিটার্নিং অফিসার উক্ত তালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন এবং প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম ও প্রতীক লক্ষণীয়ভাবে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ব্যালট পেপার মুদ্রণ করবে।

৭। “উপরের কাহাকেও নহে”: প্রতিটি ব্যালট পেপারের শেষ ভুক্তিটি হবে “উপরের কাহাকেও নহে”। একটি বিশেষ ধরনের ভোট প্রদানের সুবিধা এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে, যাকে “না ভোট”ও বলা হয়। কোন একটি নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থীর কোন প্রার্থীকে পছন্দ না হলে তিনি এই “না ভোট” ভোট দিতে পারবেন।

## নবম অধ্যায়

# নির্বাচনী ব্যয় ও উৎসের বিবরণী

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয়ের উৎসের বিবরণী দাখিল, ব্যয়ের সীমা এবং নির্বাচনোত্তর নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল সম্পর্কে বিধানাবলী ও পদ্ধতি এ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে।

২। নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী দাখিল: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৪৪এএ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক প্রার্থী রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্ধারিত ফরমে মনোনয়নপত্রের সাথে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য তহবিলের উৎসের বিবরণী ফরম-২০ ও তার সম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বশেষ আয়কর রিটার্নের অনুলিপি দাখিল করবেন (অর্থাৎ ২০০৮-২০০৯)। নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণীতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ রয়েছে:

- (ক) নিজ আয় হতে যে অর্থের সংস্থান করা হবে এবং উক্ত আয়ের উৎস;
- (খ) নিজ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে কর্তৃ বা তাদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ এবং তাদের আয়ের উৎস;
- (গ) কোন ব্যক্তির নিকট হতে কর্তৃ বা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;
- (ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল অথবা অন্য কোন সংস্থা হতে স্বেচ্ছা প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ;
- (ঙ) অন্য কোন উৎস হতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ।

ব্যাখ্যাঃ ৪৪ এএ (১) অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট দফায় "আত্মীয়-স্বজন" বলতে স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই এবং বোন বুঝাবে।

৩। সম্পদ ও দায় এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী দাখিল: নির্ধারিত ফরম-২০ এ দাখিলকৃত বিবরণীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে ফরম-২১ এ তার সম্পদ ও দায় এবং বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সম্বলিত বিবরণীও দাখিল করতে হবে। আয়কারদাতা হলে উক্ত বিবরণীর সাথে সর্বশেষ আয়কর রিটার্নের অনুলিপিও সংযুক্ত করতে হবে।

৪। নির্বাচন কমিশনে বিবরণী প্রেরণ: প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিলকৃত নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য তহবিলের উৎসের বিবরণী এবং তার সম্পদ ও দায়ের বিবরণীসহ এ সংক্রান্ত কাগজপত্রের এক কপি নির্বাচন কমিশনে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে।

৫। **সম্পূরক বিবরণী:** কোন প্রার্থী ফরম-২০ এ নির্ধারিত উৎসসমূহের বাইরে অন্য কোন উৎস হতে অর্থপ্রাপ্ত হলে নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণীর (ব্যয়ের রিটার্ন) সাথে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ এবং তার উৎস সম্পর্কে একটি সম্পূরক বিবরণী নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলকালে প্রদান করতে হবে এবং উক্ত বিবরণীর অনুলিপিও রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

৬। **যথাযথভাবে বিবরণী দাখিলের জন্য নির্দেশনা:** নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য তহবিলের উৎসের বিবরণী এবং তার সম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিলের জন্য নির্বাচন কমিশন থেকে নির্দেশনা জারী এবং প্রচার করা হবে। তবু রিটার্নিং অফিসার স্থানীয়ভাবে প্রার্থীদের নির্দেশনা প্রদান ও প্রচার করবেন।

৭। **প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়:** কোন প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমাণ, ব্যক্তিগত খরচ, রাজনৈতিক দল কর্তৃক খরচ, অর্থ ব্যয়ের ধরন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন বিধান রয়েছে। নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে দেয়া হল:

(১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৪৪বি অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অর্থের সীমার অতিরিক্ত কোন অর্থ কোন ব্যক্তি একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে পরিশোধ করতে পারবেন না।

(২) আদেশের ৪৪বি অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট ব্যতীত কোন ব্যক্তি এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না, তবে কোন ব্যক্তি নির্বাচনী এজেন্টের নিকট হতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে উক্ত অর্থ মনোহারী দ্বব্যাদি ও ডাক টিকিট ক্রয়, টেলিফোন এবং অন্যান্য ছোটখাটো খরচ বাবদ ব্যয় করতে পারবেন।

(৩) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪বি (৩) অনুচ্ছেদের বিধান মতে কোন প্রার্থী যে রাজনৈতিক দল হতে মনোনয়ন পাবেন তার জন্য উক্ত রাজনৈতিক দল কর্তৃক কৃত খরচসহ তার নির্বাচনী ব্যয় পনের লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ভোটার প্রতি হারে হবে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন প্রজ্ঞাপন দ্বারা ভোটার প্রতি ব্যয়ের পরিমাণ জানাবেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ভোটার প্রতি নির্বাচনী ব্যয় যাই নির্ধারিত হোক না কেন কোন নির্বাচনী এলাকায় মোট নির্বাচনী ব্যয় পনের লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হবে না। উক্ত অনুচ্ছেদের (৩এ) দফায় উল্লেখ রয়েছে যে, নির্ধারিত উক্ত অর্থ এবং এর অংশ বিশেষ নিম্নলিখিত কোন কাজের জন্য খরচ করা যাবে না:

(ক) একের অধিক রং বা কালি ব্যবহার করে পোস্টার মুদ্রণ; অথবা

(খ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত বা কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট সাইজ হতে বৃহৎ সাইজের পোস্টার মুদ্রণ

- (গ) কোন গেইট বা তোরণ অথবা কোন ঘের (প্রতিবন্ধক) নির্মাণ; অথবা
- (ঘ) ৪০০ বর্গফুট-এর অধিক স্থান নিয়ে কোন প্যাকলেজ স্থাপন; অথবা
- (ঙ) কোন নির্বাচনী এলাকায় একই সময়ে ৩(তিন)-এর অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার ভাড়া; অথবা
- (চ) ভোটগ্রহণের দিনের ৩(তিন) সপ্তাহের পূর্ববর্তী যে কোন সময়ে যে কোন উপায়ে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ; অথবা
- (ছ) কোন নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে একাধিক বা পৌর এলাকা/ সিটির প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন; অথবা নির্বাচনী এলাকায় একাধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন ; অথবা
- (জ) ভোটারদের কোন প্রকারের আপ্যায়ন করা; অথবা
- (ঝ) শোভাযাত্রা বা মিছিল করার জন্য স্থলযান বা জলযান যথাঃ- ট্রাক, বাস, কার, ট্যাক্সি, মোটর সাইকেল, স্পীডবোট ইত্যাদি ব্যবহার; অথবা
- (ঞ) কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হতে ভোটারদের আনা নেয়ার জন্য কোন ধরণের যানবাহন বা জলযান ভাড়া করা বা ব্যবহার করা; অথবা
- (ট) বিদ্যুতের সাহায্যে যে কোন রকম আলোকসজ্জাকরণ; অথবা
- (ঠ) একের অধিক রং বা কালি দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রার্থীর প্রতিকৃতি বা প্রতীকের ব্যবহার; অথবা
- (ড) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকারের নির্বাচনী প্রতীকের প্রদর্শনী; অথবা
- (ঢ) নির্বাচনী প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্যে কোন কালি বা রং বা তুলি বা যে কোন কিছু দ্বারা কোন লিখন বা এ জাতীয় কোন লিখন বা বিজ্ঞাপন ব্যবহার;
- (ণ) ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনী ক্যাম্প পরিচালনা।

৮। নির্বাচনী প্রতীক ও পোস্টারের আকার: প্রদর্শনের জন্য নির্বাচনী প্রতীকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় ৩ মিটারের অধিক হবে না। নির্বাচনী প্রচার কাজে ব্যবহৃত পোস্টারের আকার ২৩"×১৮" এর অধিক হবে না।

৯। নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে ব্যাংক একাউন্ট খোলা: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৪৪বিবি অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক নির্বাচনী এজেন্টকে অথবা এজেন্ট নিয়োগ করা না হলে প্রার্থী কর্তৃক নিজে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য (ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত) তফসিলি ব্যাংকে পৃথক একাউন্ট খুলতে হবে। উক্তরূপ ব্যাংক একাউন্ট হতে ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয়ের সমুদয় অর্থ পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখ্য যে,

মনোনয়নপত্রে প্রার্থীর ব্যাংক একাউন্ট উল্লেখ করতে হবে বিধায় ব্যাংক একাউন্ট ছাড়া কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হবে না।

১০। নির্বাচনী ব্যয়ের বিষয়বস্তুঃ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ থাকতে হবে:

(ক) প্রত্যেক দিন ব্যয়িত অর্থের বিবরণীসহ পরিশোধিত অর্থের সকল বিল, রসিদ ও ভাউচারসমূহ;

(খ) আদেশের ৪৪বিবি অনুচ্ছেদের (এ) দফায় বর্ণিত তফসিলি ব্যাংকে খোলা একাউন্টে জমাকৃত অর্থ এবং উক্ত একাউন্ট হতে উত্তোলিত অর্থের প্রত্যয়িত বিবরণী

(গ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক ব্যক্তিগত খরচ, যদি থাকে;

(ঘ) নির্বাচনী এজেন্ট অবহিত আছেন এরূপ সকল বিভর্কিত দাবীর বিবরণী;

(ঙ) নির্বাচনী এজেন্ট অবহিত আছেন এরূপ সকল অপরিশোধিত দাবীর, একটি বিবরণী;

(চ) নির্বাচনী খরচের জন্য যে কোন উৎস হতে প্রাপ্ত সকল অর্থ প্রাপ্তির প্রমাণসহ ও উক্ত অর্থের প্রত্যেক উৎসের নাম উল্লেখ করে বিবরণী।

১১। নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪সি অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধান অনুসারে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্টকে (যিনি নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করেননি, তিনি নিজেই তার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে গণ্য হবেন) ফরম-২২-এ এফিডেভিটসহ সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে হবে। রিটার্নের সাথে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ৩১ বিধি অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে ফরম-২২ক (যে ক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ং তার নির্বাচনী এজেন্ট সে ক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা), ফরম-২২খ (নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করা হলে প্রার্থীর হলফনামা), ফরম-২২গ (নির্বাচনী এজেন্টের হলফনামা) এর নমুনায় হলফনামা দাখিল করতে হবে। রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলকৃত রিটার্ন ও এফিডেভিটের অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়েও পাঠাতে হবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে অর্থাৎ নির্বাচনে বিজয়ী/পরাজিত সকল প্রার্থীকে নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করতে হবে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন অবশ্যই দাখিল করতে হবে। এমনকি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনে কোন ব্যয় না হলেও তা নির্ধারিত ফরমে উল্লেখপূর্বক রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

১২। নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত বিধানাবলী লংঘনের অপরাধ ও শাস্তি: (ক) ফরম-২০ এ দাখিলকৃত সম্ভাব্য উৎসের বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে ব্যয় নির্বাহ করাঃ আদেশের ৪৪এএ অনুচ্ছেদের অধীন প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণী বা

সম্পূর্ণক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করলে আদেশের ৭৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে।

(খ) নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা অতিক্রম: আদেশের ৪৪বি অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কতিপয় বিধান যেমন নির্বাচনী এজেন্ট ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে অর্থ খরচ, নির্বাচনী ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত সীমা অতিক্রম ইত্যাদি বিধান লংঘন করলে আদেশের ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হবে। অপরপক্ষে আদেশের ৪৪বি অনুচ্ছেদের (৩বি) দফা অনুযায়ী ৪৪বি অনুচ্ছেদ এর (৩এ) দফার কোন বিধান লংঘনপূর্বক ব্যবহৃত কোন অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক কৃত (৩) দফায় উল্লিখিত পরিমাপের অধিক নির্বাচনী খরচ বলে গণ্য হবে এবং তা অনুচ্ছেদ ৪৪বি এর লংঘন বলে গণ্য হবে।

(গ) নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী এবং নির্বাচনী রিটার্ন দাখিল না করার শাস্তি: আদেশের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৪৪এএ বা ৪৪সি এর বিধানাবলী পালন করতে ব্যর্থ হলে অর্থাৎ নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল না করলে অথবা নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন ফলাফল প্রকাশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে না করলে বা এ সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিপালন না করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে।

১৩। সম্ভাব্য ব্যয়ের উৎসসহ বিভিন্ন বিবরণী ও রিটার্ন জমা না দেয়া বা এ সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি: আদেশের ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৪৪এএ অনুচ্ছেদের অধীন দাখিলকৃত বিবরণীতে বর্ণিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করলে বা ৪৪বি অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিধান যেমন-নির্বাচনী এজেন্ট ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে অর্থ খরচ করা, নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা অতিক্রম বা কতিপয় নিষিদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করলে অন্যান্য ২(দুই) কংসর ও অনধিক ৭(সাত) কংসরের কারাদণ্ডে এবং অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারে। অন্যদিকে আদেশের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী ও ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল না করলে অথবা এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রতিপালন না করলে দুর্নীতিমূলক অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এর জন্য অন্যান্য ২(দুই) কংসর ও অনধিক ৭(সাত) কংসরের কারাদণ্ড এবং অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারে।

১৪। নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব ও বিবরণী দাখিলের কররঃ নির্বাচন পরিচালনা, বিধিমালা, ২০০৮ এর ২৯ বিধি অনুসারে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী করর-২০ এ এবং প্রার্থীর সম্পদ, দায়-দেনা ও তার বৎসরিক আয়-ব্যয় বিবরণী করর-২১ এ দাখিল করতে হবে। বিধিমালায় ৩০ বিধি অনুসারে করর-২২ এ নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করবেন। নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করার জন্য নিম্নবর্ণিত হলকমানার প্রয়োজন হবে-

- (ক) যে ক্ষেত্রে প্রার্থী নিজেই তার নির্বাচনী এজেন্ট সেক্ষেত্রে, করর-২২ক-তে;
- (খ) নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থী কর্তৃক করর-২২খ-তে; এবং

(গ) নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক, ফরম-২২গ-তে।

১৫। নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিধান অবহিতকরণ: রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিধান সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দেবেন। তারপরও যদি কেউ উক্ত বিধান লংঘন করেন তা হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে ক্ষেত্রে নির্বাচনের বিরুদ্ধে নির্বাচনী মামলা দায়ের হবে না, সেক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার দিন হতে ৬(ছয়) মাসের মধ্যে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে এবং যে নির্বাচনে অপরাধ সংঘটিত হবে যদি ঐ নির্বাচন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারার্থীন থাকে এবং হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত অপরাধ সম্পর্কে কোন আদেশ দান করেন তবে আদেশ দানের তিন মাসের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারকে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে। মামলা দায়েরের জন্য নির্বাচন কমিশনের পূর্বানুমতির প্রয়োজন নেই।

১৬। নির্বাচনী ব্যয় বিবরণী সংক্রান্ত দলিলপত্র সংরক্ষণ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪ডি অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য তহবিলের উৎসের বিবরণী, নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণী এবং দলিল দস্তাবেজ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক তার অফিসে বা সুবিধাজনক অন্য কোন স্থানে এক বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।

১৭। ব্যয় বিবরণী সংক্রান্ত দলিলপত্র পরিদর্শন ও কপি প্রদান: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪ডি অনুচ্ছেদ ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ২৮ বিধি অনুসারে উল্লিখিত সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ ও বিবরণী ব্যয়ের রিটার্ন অফিস চলাকালীন সময়ে একশত টাকা হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকবে। উল্লিখিত বিবরণী, ব্যয়ের রিটার্ন এবং দলিলের কপি বা তার উদ্ধৃতাংশ, কোন ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত দরখাস্তে তার অনুলিপি বা উদ্ধৃতাংশ প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ একশত টাকা ফিস প্রদান সাপেক্ষে সরবরাহ করা হবে।



## দশম অধ্যায়

# পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ডাকযোগে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের বিধান রয়েছে। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগে যোগ্য ভোটার এবং ভোটদান প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:

২। পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারবেন:

(ক) ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর ৮ ধারার (৩)-(৫) উপ-ধারায় বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ; অর্থাৎ সরকারী চাকুরীরত বা সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ অথবা তাদের স্বামী বা স্ত্রী বা তাদের ছেলে-মেয়ে এবং জেল খানায় বা কোন আইনগত হেফাজতে আটক ব্যক্তিবর্গ এবং

(খ) নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ: যে ভোটকেন্দ্রে ভোটদানে ইচ্ছুক সে ভোটকেন্দ্র হতে অন্যত্র নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত।

৩। পোস্টাল ব্যালটে ভোট দানের জন্য আবেদন: ভোটদানের জন্য (ক) দফায় উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী সময়সূচীর প্রজ্ঞাপন ঘোষণার দিন হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য রিটার্নিং অফিসারের নিকট বিধি অনুসারে আবেদন করতে পারবেন এবং নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকেও নির্বাচনী কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট আবেদন করতে হবে।

৪। আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর করণীয়: রিটার্নিং অফিসার উল্লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর পরই সংশ্লিষ্ট ভোটারের নিকট একটি পোস্টাল ব্যালট পেপার এবং তৎসংগে একটি খাম প্রেরণ করবেন। উক্ত খামের উপর ভোটার কর্তৃক যথারীতি পূরণকৃত খামটি ডাক বিভাগের উপযুক্ত কর্মকর্তার দ্বারা সার্টিফিকেট অব পোস্টিং এর মাধ্যমে ডাকযোগে প্রেরণের প্রত্যয়নসহ তারিখ উল্লেখ থাকবে। সার্টিফিকেট অব পোস্টিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পেপার গ্রহণ এবং চিঠির উপর এ সম্পর্কে রাবার স্ট্যাম্পের সীল ব্যবহার করতে হবে। রিটার্নিং অফিসার সাথে সাথে ডাকযোগে ভোট দানের যোগ্য ব্যক্তিগণের নিকট পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রেরণ করবেন এবং নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পন্ন করবেনঃ

(ক) যার নিকট ব্যালট পেপার প্রেরণ করা হবে তার নাম, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার নাম এবং ভোটার তালিকায় বর্ণিত ক্রমিক নম্বর ইস্যুকৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে লিপিবদ্ধ করবেন।

(খ) উল্লিখিত ভোটার সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রে যাতে ভোট প্রদান করতে পারেন তা নিশ্চিত করবেন।

(গ) ডাকযোগে ব্যালট পেপার প্রেরণ ও প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৫। ভোটারের নিকট প্রেরিতব্য দ্রব্যাদি: রিটার্নিং অফিসার ব্যালট পেপারের সাথে নিম্নে বর্ণিত খাম ও কাগজপত্রাদি ভোটারের নিকট প্রেরণ করবেনঃ-

(ক) ফরম-৮ এ একটি ঘোষণাপত্র;

(খ) ফরম-৯ এ একটি খাম;

(গ) ফরম-১০ এ রিটার্নিং অফিসারকে সম্বোধনকৃত একটি বড় খাম; এবং

(ঘ) ফরম-১১ এ ভোট প্রদানের নির্দেশাবলী।

৬। ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি যথাযথ সংরক্ষণ: পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেয়ার যোগ্য সকল ভোটারের নিকট ব্যালট পেপার প্রেরণ করার পর রিটার্নিং অফিসার প্রেরণকৃত সকল ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র একটি প্যাকেটে সীলগালা করে রাখবেন এবং প্যাকেটের উপর রক্ষিত কাগজপত্রাদির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা; নির্বাচনী এলাকার নম্বর, নাম এবং সীলগালা করার তারিখ লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

৭। পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট প্রদান: পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে ভোটার যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দিতে ইচ্ছুক ব্যালট পেপারে তার নাম বা প্রতীকের জায়গায় কলম দিয়ে টিক (✓) চিহ্ন দেবেন। ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করে ফরম-১১ এ প্রদত্ত নির্দেশনাবলী অনুসরণপূর্বক ব্যালট পেপারটি নির্ধারিত খাম (ফরম-৯) এর ভিতরে রাখবেন। অতঃপর ব্যক্তিগতভাবে ভোটারের পরিচিত এমন অন্য কোন ভোটারের সম্মুখে ভোটার ফরম-৮ এর ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবেন এবং তিনি তার স্বাক্ষর উক্তরূপ ভোটার দ্বারা প্রত্যয়িত করে নিবেন।

৮। নিরক্ষর বা অসমর্থ ভোটারকে সহায়তা প্রদান:- যদি কোন ভোটার নিরক্ষর হন বা শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট চিহ্ন প্রদান করতে ও ফরম-৮ এ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে অসমর্থ হন, তা হলে তিনি অন্য কোন ভোটার দ্বারা ব্যালট পেপারে তার ভোট চিহ্ন প্রদান করাতে এবং তার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করাতে পারবেন। অতঃপর উক্ত ভোটার নিরক্ষর ভোটারের ইচ্ছানুযায়ী তার সম্মুখে এবং তার পক্ষে ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবেন এবং ফরম-৮ এ উল্লিখিত যথাযথ জায়গায় প্রত্যয়ন করবেন।

৯। পোস্টাল ব্যালট পেপার পুনঃসরবরাহকরণ: কোন পোস্টাল ব্যালট পেপার এবং এতদসংশ্লিষ্ট কাগজপত্র কোন কারণে বিলি না হয়ে ফেরৎ আসলে রিটার্নিং অফিসার

পুনরায় তা ডাকযোগে প্রেরণ করতে পারবেন অথবা ভোটারের অনুরোধক্রমে তা তাকে ব্যক্তিগতভাবে সরবরাহ করতে বা করবার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

১০। পোস্টাল ব্যালট পেপার ফেরৎ প্রদান: ভোটার ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে ফরম-১১ এ উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসারে ব্যালট পেপার এবং ঘোষণাপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট ফেরৎ দেবেন।

১১। পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রাপ্তি এবং রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালট পেপার ফলাফল একত্রীকরণে সামিল করবেন। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর রিটার্নিং অফিসার যদি কোন ভোটারের নিকট হতে পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত খাম প্রাপ্ত হন, তাহলে তিনি তা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করে রাখবেন এবং অনুরূপ সকল খাম একত্র করে একটি আলাদা খামের ভিতর রেখে দেবেন। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রেরিত ভোট গণনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত ব্যালট পেপারসমূহ প্রাপ্তির তারিখ ও সময় এবং ভোটারের নামসহ এতদসংক্রান্ত বিবরণী ফরম ১২ অনুযায়ী একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন। রিটার্নিং অফিসার পোস্টাল ব্যালট পেপার গ্রহণের সময়সীমা অতিবাহিত হবার পর প্রাপ্ত মোট পোস্টাল ব্যালট পেপারের সংখ্যা প্রকাশ করবেন।

পাবলিক বিল্ডিং/ভবন সম্পর্কে জানা তাদের পক্ষে সম্ভব। তাই ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রণয়নে প্রয়োজনবোধে তাদের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

- (১১) **রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান:** যে সকল ব্যক্তি রাজনীতির সাথে অথবা নির্বাচনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে তাদের নামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহে যতদূর সম্ভব ভোটকেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাব না করার উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। তবে বিকল্প কোন প্রতিষ্ঠান না থাকলে উক্ত শর্তটি শিথিল করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিবিড় তদারকি এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়োগ পর্যাপ্ত হতে হবে।
- (১২) **প্রতিষ্ঠানের নামানুসারে ভোটকেন্দ্র:** ভোটকেন্দ্র যে স্থানে/প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হবে সে স্থানের/প্রতিষ্ঠানের নামানুসারে ভোটকেন্দ্রের নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- (১৩) **অস্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন:** কোন অস্থায়ী জায়গায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হলে এলাকার অবস্থান সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করতে হবে।
- (১৪) **একাধিক কেন্দ্র স্থাপনে মূল প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহারঃ** একই স্থাপনায় বিভিন্ন শিফটে চালু একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি মূল প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে ভোটকেন্দ্র নং- ১, ২, ৩ ইত্যাদি ক্রমিক নম্বর উল্লেখপূর্বক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে।
- (১৫) **পুরুষ ও মহিলাদের সুশৃংখল ভোটদানে নিশ্চয়তা বিধান:** একই ভোটকেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা ভোটারগণ যাতে পৃথক পৃথক এবং সুশৃঙ্খলভাবে ভোটদান করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলা ও পুরুষ ভোটারগণ যাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভোটকক্ষে প্রবেশ ও বাহির হতে পারেন তারও নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
- (১৬) **শহর এলাকায় পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের জন্য পৃথক পৃথক ভোটকেন্দ্র:** শহর এলাকা ঘনবসতিপূর্ণ বিধায় পাশাপাশি অনেক প্রতিষ্ঠানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হয়। শহর এলাকায় যতদূর সম্ভব, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানে পৃথক পৃথক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে।
- (১৭) **তালিকায় পুরুষ-মহিলার উল্লেখ:** ভোটকেন্দ্রটি পুরুষ ভোটার, না মহিলা ভোটারের জন্য, নাকি উভয়ের জন্য তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- (১৮) **ভোটার এলাকার নাম ও সংখ্যা:** প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের নামের বিপরীতে উল্লিখিত প্রতিটি ভোটার এলাকার নাম উল্লেখ করতে হবে এবং ভোটার এলাকার নামের পাশে কতজন ভোটার উক্ত ভোটকেন্দ্রে ভোট দিবে তার সংখ্যা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এবং পুরুষ ও মহিলা ভোটার সংখ্যা আলাদাভাবে দেখাতে হবে।

- (১৯) বিভিন্ন ভোটার এলাকার ভোটার নম্বর উল্লেখ করা: যদি কোন ভোটার এলাকাকে বিভক্ত করে একাধিক ভোটকেন্দ্রের জন্য নির্ধারণ করা হয় তবে ভোটার তালিকায় বর্ণিত ক্রমিক নম্বরগুলো ভোটকেন্দ্রের বিপরীতে প্রদর্শন করতে হবে, যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভোটার তালিকায় কোন্ কোন্ ভোটারকে কোন্ কোন্ ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ভোট গ্রহণের দিন ভোটারগণের মধ্যে অযথা হয়রানী বা বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়।
- (২০) অধিক সংখ্যক ভোটার এলাকাকে প্রাধান্য দেয়া: ভোটার এলাকাসমূহের মধ্যে যে ভোটার এলাকায় ভোটার সংখ্যা অধিক এবং সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে ভোটার এলাকাকে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিয়ে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।
- (২১) প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও মহিলা ভোটারদের সুবিধা প্রদান: ভোটকেন্দ্র স্থাপনের সময় প্রতিবন্ধী ভোটার, বয়স্ক ভোটার এবং মহিলা ভোটারদের ভোট প্রদানের সর্বোচ্চ সুবিধার বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।
- (২২) প্রাপ্ত আপত্তি/সুপারিশ যাচাই: স্মরণ রাখতে হবে যে, যদি কোন ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ সম্পর্কে কারো কোন লিখিত আবেদন/সুপারিশ বা আপত্তি থাকে তাহলে প্রাপ্ত আবেদন/সুপারিশ বা আপত্তিসমূহ সরেজমিনে যাচাই করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- (২৩) নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা: ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও সাংবিধানিক ভাবমূর্তির প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কমিশনের নিরপেক্ষতার ভাবমূর্তি কোনমতেই যেন বিন্দুমাত্র প্রশ্নের সম্মুখীন না হয় সে বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।
- ৪। ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্তকরণ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের তালিকা সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। উক্ত সংরক্ষিত ভোটকেন্দ্রের তালিকা কমিশন প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভোটগ্রহণের অনূন ২৫ (পঁচিশ) দিন পূর্বে চূড়ান্ত করে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করবেন।
- ৫। ভোটকেন্দ্রের তালিকা গেজেটে প্রকাশ: ভোটগ্রহণের তারিখের ন্যূনতমপক্ষে ২৫ (পঁচিশ) দিন পূর্বে ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করতে হবে। যে নমুনায় ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রেরণ করতে হবে তার নমুনা পরের পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

### ভোটকেন্দ্রের তালিকা

নির্বাচিনী এলাকার নম্বর ও নাম .....

ক্রমিক	ভোটকেন্দ্রের নাম ও অবস্থান	ভোটকেন্দ্রের (পোলিং বুথ) সংখ্যা	যে এলাকার ভোটারগণ এই ভোটকেন্দ্রে ভোট দিবেন(ভোটার এলাকার নাম			প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য মোট ভোটার সংখ্যা		
			পল্লী অঞ্চলের ক্ষেত্রে গ্রামের নাম	শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড নং/ মহল্লা/ রাস্তার নাম	যে সকল কেন্দ্রে ভোটার এলাকা বিভক্ত হয়েছে সে সকল কেন্দ্রে ভোটারের ক্রমিক নম্বর	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫(ক)	৫(খ)	৫(গ)

উপজেলা/থানা :

ইউনিয়ন/পৌর এলাকা :

১।

২।

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

সারসংক্ষেপ							
উপজেলা/থানা সংখ্যা ও নাম	পৌর সভার সংখ্যা ও নাম	ইউনিয়নের সংখ্যা	ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা	ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা	ভোটার সংখ্যা		
					পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬(ক)	৬(খ)	৬(গ)

৬। চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের কোনটি কোন প্রার্থীর নিয়ন্ত্রণে কিনা তা অবহিতকরণ: ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত হলেও এমনকি গেজেটে প্রকাশ করা হলেও আদেশের ৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুসারে চূড়ান্ত তালিকায় উল্লিখিত কোন ভোটকেন্দ্র কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত হলে তা জবুরী ভিত্তিতে কমিশনকে জানাতে হবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার সকল ভোটকেন্দ্র পুংখানুপুংখভাবে যাচাই করে এ বিষয়ে কমিশনে মতামত প্রেরণ করতে হবে।

৭। ভোটকেন্দ্র সংক্রান্ত তথ্যের সার-সংক্ষেপ প্রেরণ: ভোটকেন্দ্রের তালিকার সাথে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা, পুরুষ ও মহিলা ভোটার সংখ্যা কয়টি ভোটকেন্দ্র এবং কয়টি ভোটকক্ষ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত সার করতে হবে। সে সাথে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন/পৌরসভার সংখ্যাও অবহিত করতে হবে। সার-সংক্ষেপে একটি নমুনাও পূর্ব পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

## চতুর্থ অধ্যায়

# ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগের উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক একটি প্যানেল প্রস্তুত করার বিধান রয়েছে। রিটার্নিং অফিসার তাঁর অধীনস্থ জেলায় স্থাপিত সকল সরকারী অথবা বেসরকারী অফিস, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের নিকট হতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা অর্থাৎ প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগের উদ্দেশ্যে যে যে গ্রেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রয়োজন তার প্যানেল প্রস্তুতের জন্য লিখিতভাবে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তালিকা সরবরাহ করতে নির্দেশ দেবেন। এ লক্ষ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত অফিস, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এবং প্রয়োজনবোধে বেসরকারী অফিস হতে উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা (স্কেলসহ) তাঁর কার্যালয়ে প্রেরণ করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সকল অফিস/প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করবেন।

২। **কতিপয় ব্যক্তিকে প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত না করা:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে কোন প্রার্থীর অধীনে কোন সময় চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন বা আছেন এরূপ কোন ব্যক্তিকে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না। তাছাড়া যে সব কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা শিক্ষক/শিক্ষিকা সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে সে সব কর্মকর্তা/কর্মচারী/শিক্ষক/শিক্ষিকাকে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা যাবে না। অর্থাৎ এ সব কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

৩। **তালিকা সংগ্রহ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে প্রতি ভোটকেন্দ্রে একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রতি ভোটকক্ষে একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও দুই জন পোলিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে। সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণের সুবিধার্থে অতিরিক্ত প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। তাছাড়া প্রতি জেলায়/রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে ফলাফল সংগ্রহ এবং নির্বাচন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রয়োজন হতে পারে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার সকল সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত ও সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত অফিস/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের বিস্তারিত তথ্যাদিসহ নামের তালিকা সংগ্রহ করতে হবে।



৪। প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের প্যানেল প্রস্তুত করার সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা, কর্মক্ষমতা, সততা, সাহস এবং নিরপেক্ষতার দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের কর্মদক্ষতা, কর্মক্ষমতা, সততা, সাহস এবং নিরপেক্ষতার উপরই সূত্র, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের প্যানেল প্রস্তুতের সময় যথাসম্ভব তাদের পদমর্যাদা, জ্যেষ্ঠতা, বেতনস্কেল ও মূল বেতন বিবেচনা করতে হবে। প্রয়োজনে প্যানেলে অন্তর্ভুক্তদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি যেমন-তার শারীরিক, মানসিক অবস্থা, বয়স বা অন্য কোন কর্মব্যস্ততা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে চিহ্নিত করতে হবে।

৫। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের নিম্নরূপভাবে প্যানেলভুক্ত করতে হবে-

(১) প্রিজাইডিং অফিসার:

- (ক) সরকারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণীর/প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা, ক্ষেত্র বিশেষে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা;
- (খ) সরকারী/সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত কলেজ/সমমানের মাদ্রাসার শিক্ষক, ক্ষেত্র বিশেষে ডেমনস্ট্রেটর/কর্মকর্তা;
- (গ) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশন অথবা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা, ক্ষেত্র বিশেষে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা;
- (ঘ) সরকারী/সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়/সমমানের মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক, ক্ষেত্র বিশেষে সিনিয়র শিক্ষক;
- (ঙ) প্রয়োজনবোধে বেসরকারী ব্যাংক, বীমা অথবা নির্ভরযোগ্য যে কোন বেসরকারী অফিস প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ কর্মকর্তা/কলেজ শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক/শিক্ষক।

(২) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার:

- (ক) সরকারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় শ্রেণীর/দ্বিতীয় শ্রেণীর সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা;
- (খ) সরকারী/সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত কলেজ/সমমানের মাদ্রাসার ডেমনস্ট্রেটর/কর্মকর্তা;
- (গ) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশন অথবা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় শ্রেণীর/দ্বিতীয় শ্রেণীর সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা;
- (ঘ) সরকারী/সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/সমমানের মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক/সিনিয়র শিক্ষক/শিক্ষক;

(ঙ) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়/রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

(৩) পোলিং অফিসারঃ

(ক) সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী

(খ) সরকারী/সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত কলেজ/সমমানের মাদ্রাসার কর্মচারী

(গ) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশন অথবা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী

(ঘ) সরকারী/সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/সমমানের মাদ্রাসার শিক্ষক/কর্মচারী;

(ঙ) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়/রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক;

(চ) প্রয়োজনবোধে বেসরকারী ব্যাংক, বীমা অথবা নির্ভরযোগ্য যে কোন বেসরকারী অফিস/প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ শিক্ষক/কর্মচারী।

৬। প্যানেল প্রস্তুতের লক্ষ্যে তালিকা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ প্রদান: নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বেই জেলা প্রশাসকগণ সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষের ভিত্তিতে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকগণ তাদের বিবেচনায় জেলা নির্বাচন অফিসারদের সহায়তায় প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের প্যানেল প্রস্তুতের লক্ষ্যে বিস্তারিত তথ্যাবলীসহ (নাম, পদবী, কর্মস্থল, বেতন স্কেল, মূল বেতন, নিজ জেলা ও উপজেলা/থানা এবং টেলিফোন নম্বর) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকাভুক্ত নির্বাচনী এলাকার জন্য আলাদা প্যানেল প্রস্তুত করতে হবে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক ও উপ-নির্বাচন কমিশনার যৌথভাবে জেলা নির্বাচন অফিসারের সহায়তায় প্যানেল প্রস্তুতের কার্যক্রম সম্পন্ন করে বিভাগীয় কমিশনারকে প্রদান করবেন।

৭। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণঃ যেহেতু প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের দক্ষতার উপর সূষ্ঠা নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভরশীল, সেহেতু উক্ত অফিসারদের জন্য নির্বাচন কমিশন নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের নিয়োগ চূড়ান্ত করার পূর্বেই উক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অধীনস্থ নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করবে। এ লক্ষ্যে প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ ও যোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষকদের মধ্য হতে বাছাই করে যাদেরকে চূড়ান্ত নিয়োগ দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারণ করতে হবে। তবে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগের জন্য যত সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষকের প্রয়োজন হবে তার চেয়ে শতকরা ১০ ভাগ বেশী সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষককে প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই করতে হবে।

৮। অন্যান্য কাজে দায়িত্ব পালনকারীদের তালিকা: ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের প্যানেল ছাড়াও প্রয়োজনবোধে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রিটার্নিং অফিসারের/জেলা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ফলাফল, পরিস্থিতি প্রতিবেদন সংগ্রহ ও অন্যান্য কাজে এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার/উপজেলা/থানা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণকক্ষে উক্তরূপ দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একটি আলাদা তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রয়োজনে তাদেরকেও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন			
প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের নিয়োগপত্র			
জেলার নাম .....		নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর .....	
ভোটকেন্দ্রের নাম ও অবস্থান .....		ভোটকেন্দ্রের (বুথ) সংখ্যা .....	
যে ভোটার এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করবেন সে এলাকার নাম:			
১। .....		২। .....	
গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯ এর দফা (১বি) কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাবলে, আমি..... নির্বাচন এলাকার রিটার্নিং অফিসার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে উপরোল্লিখিত ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য এতদ্বারা প্রিজাইডিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা দানের জন্য সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করিলামঃ -			
প্রিজাইডিং অফিসারের নাম ও পদবী	সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নাম ও পদবী	পোলিং অফিসারের নাম ও পদবী	সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নাম যিনি প্রিজাইডিং অফিসারের অনুপস্থিতিতে প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে কাজ করবেন।
১	২	৩	৪
১। .....	১। .....	১। .....	১। .....
	২। .....	২। .....	
	৩। .....	৩। .....	
		২। .....	
স্থান .....			
তারিখ .....			
			রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

**প্রাপ্তি স্বীকার ও অংগীকারনামা**

(এই অংশটুকু রিটার্নিং অফিসারকে ফেরত দিতে হবে)

আমি ..... উপরে বর্ণিত নিয়োগ সানুগ্রহে গ্রহণ করে অংগীকার করছি যে, আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব সর্বপ্রকার দলীয়/গোষ্ঠীয়/ধর্মীয় প্রভাব হতে মুক্ত থেকে সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার সাথে পালন করব। আমি অবগত আছি যে, দায়িত্ব সম্পাদনে কোন ব্যত্যয়ের জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২; নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩নং আইন) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন অনুযায়ী দায়ী থাকব।

.....  
প্রিজাইডিং অফিসার/ সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/পোলিং অফিসার

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম .....

## পঞ্চম অধ্যায়

# ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯ অনুচ্ছেদের ১(বি) দফা অনুসারে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। উল্লিখিত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে প্যানেল প্রশ্নোত্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন অফিস, প্রতিষ্ঠান হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা সংগ্রহ করতে হয়।

২। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ: এ উপলক্ষে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও দুজন পোলিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে। নিয়োগপত্রের নমুনা পরের পৃষ্ঠায় দেয়া হল। নিয়োগপত্রে প্রিজাইডিং অফিসারের অনুপস্থিতিতে প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করার জন্য একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে চিহ্নিত করে দিতে হবে।

৩। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা: ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, একই ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদমর্যাদা/বেতন স্কেল যেন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের পদমর্যাদা হতে নিম্নে না হয়। অনুরূপভাবে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদমর্যাদা/বেতন স্কেল যেন পোলিং অফিসারের হতে নিম্নে না হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তা বাধা হবে না। অর্থাৎ কোন একটি ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার অন্য কোন ভোটকেন্দ্রের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হতে নিম্ন পদমর্যাদার হলেও অসামঞ্জস্য হবে না। তাছাড়া ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের চূড়ান্ত নিয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যে সব প্রতিষ্ঠানে ভোটকেন্দ্র স্থাপিত হবে সে সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের যেন ঐ ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব দেওয়া না হয়। কোন প্রার্থী কর্তৃক কোন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা যাতে প্রভাবিত হতে না পারে সে জন্য প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে যারা যে উপজেলা/থানার বাসিন্দা যতদূর সম্ভব তাদেরকে যেন উক্ত উপজেলা/থানার ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব দেয়া না হয়। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার যে ভোটকেন্দ্রের ভোটার সেই ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে না। এ বিষয়ে পরিপত্রের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে আরও নির্দেশনা দেয়া হবে।

৪। প্রার্থীর অধীন চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ নিষিদ্ধ: ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের সময় গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯ এর শর্ত বিধানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। উক্ত শর্ত অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চাকুরীতে নিয়োজিত থাকেন অথবা অতীতে কোন সময় নিয়োজিত ছিলেন, তবে তাঁকে প্রিজাইডিং অফিসার অথবা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার নিয়োগ করা যাবে না। তাছাড়া যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা শিক্ষক/শিক্ষিকা বিতর্কিত অথবা যাদের সম্পর্কে সংশয় ও মতবিরোধ রয়েছে, সে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা শিক্ষক/শিক্ষিকাকে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না। কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যকে কোন অবস্থাতেই ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না।

৫। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগে বিশেষ যোগ্যতা: প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগের সময় ঐ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, সততা, সাহস এবং নিরপেক্ষতার দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা তাদের কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, সততা, সাহস ও নিরপেক্ষতার উপরই সূষ্ঠা, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্ভরশীল। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগণকে সকল প্রকার প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে।

৬। মহিলা ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ: মহিলা ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য যথাসম্ভব মহিলা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং মহিলা পোলিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে। মহিলা ভোটাররা যাতে স্বচ্ছন্দে ও নির্বিঘ্নে ভোট দিতে সমর্থ হন তার সুবিধার্থে পর্যাপ্ত সংখ্যক ভোটকক্ষের ব্যবস্থা করে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৭। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা: ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার উদ্দেশ্যে “প্রিজাইডিং অফিসার এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের জন্য নির্দেশিকা” সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া “ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ নির্দেশাবলী” শীর্ষক একটি লিফলেট নির্বাচন কমিশন হতে প্রস্তুত করা হয়েছে। রিটার্নিং অফিসারগণ উক্ত নির্দেশাবলী সম্বলিত পুস্তিকা এবং লিফলেট সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণকে সরবরাহ করবেন। উক্ত নির্দেশাবলীসমূহ যথাসময়ে সরবরাহের পর পরই প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে তারা নির্দেশাবলী সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছেন কিনা তা নানাবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করে নিতে হবে।

৮। প্রিজাইডিং অফিসারের অনুপস্থিতি: অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হতে বা উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে, প্রিজাইডিং অফিসার তার অনুপস্থিতি বা অক্ষমতার কারণ যথাশীঘ্র সম্ভব রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন এবং রিটার্নিং অফিসার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারগণের মধ্য হতে যে কোন একজনকে উক্ত প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতা প্রদান করবেন। রিটার্নিং অফিসার, লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করে, ভোটগ্রহণ চলাকালে যে কোন সময়, যে কোন প্রিজাইডিং অফিসার অথবা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসারকে তার দায়িত্ব পালন হতে বিরত থাকার আদেশ দিতে পারবেন এবং উক্তরূপ আদেশ প্রদানের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

৯। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের পরিচয়পত্র: রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের পরিচিতির জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হবে। সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাকে দায়িত্ব পালনকালে এ পরিচয়পত্র বহন করতে হবে। নিম্নে এ পরিচয়পত্রের নমুনা প্রদর্শন করা হল:

<p>(মনোগ্রাম)</p> <p><b>জাতীয় সংসদ নির্বাচন .....</b></p> <p><b>ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার পরিচয়পত্র</b></p>
<p>প্রিজাইডিং অফিসার/ সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/ পোলিং অফিসারের নামঃ.....</p> <p>নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম: ভোটকেন্দ্রের নাম ও নম্বর :</p> <p>ভোটকক্ষের নম্বর (সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/পোলিং অফিসারের ক্ষেত্রে):</p> <p>তারিখঃ .....</p> <p style="text-align: right;">রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর</p> <p>(হস্তান্তরযোগ্য নহে)</p>

১০। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের বিশেষ সতর্কতা: আইন ও বিধিগতভাবে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে প্রতিপালনের উপরই সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই তাদেরকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে।

## চতুর্দশ অধ্যায়

### ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা

নির্বাচন পরিচালনায় ভোটগ্রহণ হল অন্যতম প্রক্রিয়া। এ কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এ অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত প্রধান প্রধান বিষয়গুলো উল্লেখ করা হল।

২। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করেন। রিটার্নিং অফিসারগণ ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করেন। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন প্রিজাইডিং অফিসার, প্রত্যেক ভোটকক্ষের জন্য একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং দু'জন পোলিং অফিসার নিয়োজিত হবে। তাছাড়া নির্বাচনে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন কমিশন তথা রিটার্নিং অফিসার বিভিন্ন কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকেন। উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ নির্বাচন কমিশনের অধীনে থেকে আইন ও বিধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেন।

৩। প্রিজাইডিং অফিসারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য: প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ লাভের পর পরই তাকে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তিনি যে ভোটকেন্দ্রের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োজিত হবেন সে ভোটকেন্দ্রের অবস্থান, ভোটার সংখ্যা, ভোটকক্ষের সংখ্যা, ভোটার এলাকার নামসমূহ সংগ্রহ করবেন। তাছাড়া যে ভোটকেন্দ্রে তাকে নিয়োগ করা হবে, সে ভোটকেন্দ্রের অবস্থান জেনে নিতে হবে এবং উক্ত ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের সাথেও পরিচিত হতে হবে।

৪। ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা: নিয়োগপত্র পাওয়ার পর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রিজাইডিং অফিসার তার সকল সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের সাথে মিলিত হয়ে একসঙ্গে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। প্রতিটি ভোটকেন্দ্র, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের নিয়োগপত্রে উল্লিখিত সংখ্যক ভোটকক্ষ থাকবে। ভোটকক্ষ বলতে বুঝায়, একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও দু'জন পোলিং অফিসারের অধীনে পৃথক কক্ষ বা জায়গা যেখানে ভোটারের ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি ভোটকক্ষে একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও দুইজন পোলিং অফিসার এবং প্রত্যেক প্রার্থীর একজন করে পোলিং এজেন্টের বসার ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়া ভোটাররা যাতে গোপনে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করতে পারেন



সেজন্য এক বা একাধিক পর্দাঘেরা বা অন্য কোনভাবে 'মার্কিং প্লেস' স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হবে, সেখানে পৃথক পৃথক কামরায় ভোটকক্ষ স্থাপন করতে হবে। ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসারের সর্বময় নিয়ন্ত্রণ ও তদারক সাপেক্ষে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকক্ষে ভোটগ্রহণের সকল দায়িত্ব পালন করবেন। ভোটকেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশ ও প্রস্থানের পথও থাকবে। পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের জন্য পৃথক পৃথক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে এবং একই কেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের জন্য পৃথক পৃথক ভোটকক্ষ থাকবে। প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের চতুর্পার্শ্বে বেটনী থাকবে। স্থাপনার চারদিকের দেয়াল বেটনী হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। যেখানে অনুরূপ দেয়াল নেই সেখানে বাঁশের খুঁটি পুঁতে মোটা রশি দ্বারা বেটনী প্রস্তুত করা যেতে পারে। ভোটদানের জন্য ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার সময় যেন কেহ দেখতে না পায়। গোপন ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার সময় মার্কিং প্লেসের আশেপাশে কোন জানালা উন্মুক্ত থাকলে কিংবা দেয়াল বা বেড়া ভাঙা থাকলে তা বন্ধ করে দিতে হবে।

৫। **ভোটগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ:** ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনকালে প্রিজাইডিং অফিসার তাঁর সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের সাথে আলোচনাক্রমে ভোটগ্রহণের সকল ব্যবস্থা চূড়ান্ত করবেন। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের ব্যয় নির্বাহের জন্য রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করবেন।

৬। **ভোটার তালিকা:** নির্বাচনী সময়সূচী জারীর পরপরই সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন অফিসারগণ ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রস্তুত রাখবেন। রিটার্নিং অফিসারগণ প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছবিসহ ভোটার তালিকার কপি প্রিজাইডিং অফিসারদেরকে সরবরাহ করবেন। প্রিজাইডিং অফিসারগণ ভোটার তালিকার কপিসমূহ ভালভাবে বুঝে নিবেন। যদি তালিকায় কোন প্রকার ভুলত্রুটি নজরে আসে তাহলে তিনি সাথে সাথে তা রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার অথবা জেলা নির্বাচন অফিসার/ উপজেলা নির্বাচন অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে সংশোধন করে নিবেন।

৭। **স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স:** ভোটগ্রহণের জন্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হবে। এ সকল ব্যালট বাক্স ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বাক্স ব্যবহার করা যাবে না। কোন ভোটকক্ষে একই সময়ে একাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাবে না। যখন একটি বাক্স ভর্তি হয়ে যাবে তখন উক্ত বাক্সটি উপস্থিত সকলের সামনে সীল করে (লক্ করে) নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে এবং ভোটকক্ষে ঐ বাক্সের স্থলে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে অন্য একটি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ভোটগ্রহণের জন্য রাখতে হবে। স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সটি এমন স্থানে রাখতে হবে যা উপস্থিত প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট ও ভোটকেন্দ্রে কর্মরত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকে এবং সেখানে ভোটারগণ সহজে পৌঁছতে পারেন।

৮। নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিঃ প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন হবে তার বিবরণী ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে; এ তালিকা অনুসারে (অথবা পরবর্তীতে প্রদত্ত তালিকা প্রত্যেকটি দ্রব্য নির্দিষ্ট পরিমাণ দেয়া হয়েছে কিনা প্রিজাইডিং অফিসারগণ তা যাচাই করে নেবেন। সকল দ্রব্যাদি একটি চটের খলিতে করে রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসারগণকে সরবরাহ করবেন। এ খলি ও স্বচ্ছ ব্যালট বাঁকগুলো ভোটকেন্দ্র পর্যন্ত বহন করে নেয়া এবং ভোটগ্রহণের পর সেগুলো রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের অফিসে ফেরত আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হবে। ভোটকেন্দ্রে কি কি আসবাবপত্র থাকবে তা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত তালিকার পঞ্চম ভাগে বর্ণিত রয়েছে। এ তালিকার বর্ণনা অনুসারে রিটার্নিং অফিসারগণ প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। প্রিজাইডিং অফিসারগণ এ সব প্রতিষ্ঠানের নিকট হতেও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। এ বিষয়ে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ভোটগ্রহণের জন্য ধার্যকৃত তারিখের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে অনুরোধ জানাতে হবে।

৯। ভোটগ্রহণকারী দলের সদস্যদের ভোটকেন্দ্রে অবস্থান ও খাবারের ব্যবস্থা: রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের দুরত্ব ও অবস্থান বিবেচনা করে প্রিজাইডিং অফিসারগণকে ব্যালট পেপার ও অন্যান্য নির্বাচনী দ্রব্যাদি এমনভাবে বিতরণ করবেন যাতে উল্লিখিত দ্রব্যাদি নিয়ে প্রিজাইডিং অফিসার ও তার দলের সদস্যগণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ ভোটগ্রহণের ধার্যকৃত দিনের পূর্ব দিন অনায়াসেই ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে পারেন। সাধারণতঃ ভোটগ্রহণকারী দলের সদস্যগণকে ভোটগ্রহণের পূর্ব রাতে ভোটকেন্দ্রেই থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তারা যাতে ভোটকেন্দ্রে খাবার ও পানির বন্দোবস্ত করতে পারে তার জন্য পূর্ব হতেই ব্যবস্থা করতে হবে। দূরবর্তী কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচনী মালামাল, অন্যান্য দ্রব্যাদি এবং ব্যালট পেপারসহ যাতে যথাসময়ে পৌঁছানো যায় তা নিশ্চিত করণার্থে ভোটকেন্দ্রের দুরত্ব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। দূরবর্তী এলাকার ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণের পূর্বের রাতেই ভোটকেন্দ্রে পুলিশসহ অবস্থান করবেন। রাতে অবস্থানকালে তারা প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, অথবা সমর্থকদের নিকট হতে আহালাদী বা অন্য কোন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ এ ধরনের সুবিধা গ্রহণ আইনতঃ দণ্ডনীয়। ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের যাবতীয় প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পন্ন করে রাখতে হবে এবং ভোটগ্রহণের দিন ভোরে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার অন্ততঃপক্ষে দুই ঘণ্টা পূর্বে প্রিজাইডিং অফিসারকে সকল নির্বাচনী মালামাল এবং সহকর্মীদের নিয়ে পুলিশ প্রহরায় ভোটকেন্দ্রে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং ভোটগ্রহণের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হবে।

১০। ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা: ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণকে কর্মস্থলেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে পর্যায়ক্রমে খাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খাওয়ার কারণে কোন অবস্থাতেই ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখা যাবে না।

## পঞ্চদশ অধ্যায়

### ভোটগণনা

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসারকে ভোটগ্রহণ শেষে ভোটকেন্দ্রে ভোট গণনা সম্পন্ন করতে হবে। আদেশের ৩৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পরপরই প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টগণ উপস্থিত থাকলে তাদের সম্মুখে ভোট গণনা করবেন। এ অধ্যায়ে যথাযথভাবে ভোট গণনার প্রক্রিয়া বিধৃত করা হয়েছে।

২। **ব্যালট পেপারপূর্ণ স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স খোলা:** ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নরূপভাবে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স খুলে ব্যালট পেপার বের করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেনঃ

- (ক) সীলকৃত প্রত্যেক ব্যালট বাক্স খুলবেন;
- (খ) স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে রক্ষিত সমস্ত ব্যালট পেপার গণনা করবেন; এবং
- (গ) “আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার” নামাংকিত প্যাকেট খুলে ব্যালট পেপারগুলো গণনায় অন্তর্ভুক্ত করবেন।

৩। **ব্যালট পেপার পৃথক পৃথক সজ্জিতকরণ:** ব্যালট পেপারগুলো গণনার উদ্দেশ্যে প্রিজাইডিং অফিসার—

- (ক) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ব্যালট পেপারসমূহ পৃথক পৃথকভাবে সাজাবেন;
- (খ) “উপরের কাহাকেও নহে” এর পক্ষে প্রদত্ত ব্যালট পেপার আলাদা করবেন; এবং
- (গ) যে সমস্ত ব্যালট পেপার কোন প্রার্থীর অনুকূলে ভোট প্রদান করা হয়েছে তা সঠিক বুঝা না যায় সেগুলো আলাদা রাখবেন।

৪। **ব্যালট পেপার গণনার পদ্ধতি:** ব্যালট পেপার বিধি মোতাবেক পৃথক করে পর প্রিজাইডিং অফিসার—

- (ক) প্রত্যেক প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট গণনা করবেন এবং প্রত্যেক প্রার্থীদের জন্য পৃথক পৃথক প্যাকেটে ব্যালট পেপারগুলো রাখবেন ;
- (খ) “উপরের কাহাকেও নহে” এর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট গণনা করবেন এবং আলাদা প্যাকেটে ব্যালট পেপারগুলো রাখবেন;

- (গ) “আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার” সমূহও প্রার্থীদের অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট হিসেবে গণনা করবেন এবং ত্রুটিপূর্ণ ব্যালট পেপারগুলো গণনা হতে বাদ দেবেন; বৈধ ও অবৈধ আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ আলাদা মোড়কে রাখবেন;
- (ঘ) আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারগুলো গণনার পর বৈধ ও অবৈধ আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারের প্যাকেটসমূহ ভোটকেন্দ্রের আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার নামাজ্জিত একটি প্রধান প্যাকেটে রেখে সীল করবেন;
- (ঙ) প্রত্যেক প্যাকেটের মধ্যে রক্ষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা সম্পর্কে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন এবং প্রত্যেক প্যাকেটের উপর দস্তখত দেবেন ; এবং
- (চ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাদের নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট যদি প্যাকেটের উপর দস্তখত ও সীল প্রদান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে হবে।

৫। বাতিলকৃত ভোট অর্থাৎ যে সকল ভোট গণনা করা যাবে না: বাতিলকৃত ভোট বলতে সে সমস্ত ব্যালট পেপারকে বুঝায় যাতে—

- (ক) কোন অফিসিয়াল চিহ্ন নেই; অথবা
- (খ) অফিসিয়াল চিহ্ন বা সরবরাহকৃত সীলের নির্ধারিত চিহ্ন ছাড়া অন্য লেখা বা চিহ্ন রয়েছে অথবা কাগজের কোন টুকরা বা অন্য কোন রকম জিনিস লাগিয়ে দেয়া হয়েছে;
- (গ) ভোটার যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন তা নির্দেশ করে নির্ধারিত চিহ্ন দেননি;
- (ঘ) এমন কোন চিহ্ন যার দ্বারা কাকে ভোট প্রদান করা হয়েছে তা সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় না। তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন চিহ্ন কোন প্রার্থীর জন্য বরাদ্দকৃত প্রতীকের ঘরে সম্পূর্ণ বা অর্ধেকের বেশী অংশে পড়ে তা হলে তা উক্ত প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। আর যদি দু’টি প্রতীকের ঘরে সমান সমান রাবার স্ট্যাম্পের চিহ্ন পড়ে, তবে সে ভোট কারো অনুকূলে প্রদত্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে না;
- (ঙ) প্রতিটি পদে একটির বেশী চিহ্ন যদি পড়ে তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬। ভোট পুনঃ গণনা: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৩৬(৫) অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসার মনে করলে স্ব উদ্যোগে অথবা গণনার সময় উপস্থিত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা কোন নির্বাচনী এজেন্ট অনুরোধ করলে এবং প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত প্রস্তাব যুক্তিসংগত মনে করলে ভোট পুনঃগণনা করতে পারবেন।

৭। ভোট গণনার ফলাফল সম্বলিত বিবরণী প্রস্তুতকরণঃ প্রিজাইডিং অফিসার ফরম-১৬ এ ভোট গণনার বিবরণী প্রস্তুত করবেন। এ বিবরণীতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে এবং “উপরের কাহাকেও নহে” এর অনুকূলে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা এবং গণনা হতে বাদ দেয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৮। ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণঃ প্রিজাইডিং অফিসার নির্ধারিত ফরম-১৭ এ ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করবেন।

৯। ভোটগণনার বিবরণী ও ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণীতে এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণঃ প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সকল বিবরণী ও প্যাকেটের উপর উপস্থিত প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণের বিধান থাকলেও ভোটগণনার বিবরণী ও ব্যালট পেপার হিসাব বিবরণীতে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর গ্রহণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিশ্চিত করতে হবে। কোন এজেন্ট উল্লিখিত স্বাক্ষর প্রদানে অস্বীকার করলে তা রেকর্ড করে রাখতে হবে।

১০। ভোটগণনার বিবরণী প্রদানঃ প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টকে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ভোট গণনার বিবরণী অর্থাৎ প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী প্রদান করতে হবে। উপস্থিত কেউ তা গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে তিনি তা রেকর্ড করে রাখবেন। সে সাথে ভোটগণনার বিবরণীর এক কপি ভোটকেন্দ্রের কোন স্থানে টাঙ্কিয়ে দিতে হবে।

১১। নির্বাচনী কাগজপত্রাদি বিভিন্ন প্যাকেটে রাখার পদ্ধতি: (১) প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি পৃথক পৃথক প্যাকেট রাখবেন—

- (ক) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ;
- (খ) “উপরের কাহাকেও নহে” এর অনুকূলে প্রদত্ত ব্যালট পেপারসমূহ;
- (গ) ব্যবহৃতব্য আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার;
- (ঘ) অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ;
- (ঙ) বিনষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ;
- (চ) বৈধ ভোট হিসেবে গণ্য আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ;
- (ছ) অবৈধ ভোট হিসেবে গণ্য আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ;
- (জ) মুড়িপত্রসহ অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ;
- (ঝ) নষ্ট এবং বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ;
- (ঞ) চিহ্ন প্রদত্ত ভোটের তালিকা;
- (ট) ইস্যুকৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রসমূহ;
- (ঠ) আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা;
- (ড) টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা;
- (ঢ) ভোট গণনার বিবরণী;

- (গ) ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী;  
 (ঙ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কাগজপত্র।

১২। ভোট গণনার ফলাফল বিবরণী ও ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণীর অতিরিক্ত কপি করা: প্রিজাইডিং অফিসারকে ভোট গণনার ও ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণীর অতিরিক্ত সংখ্যক কপি করতে হবে তা হতে প্রত্যেকটির একটি করে কপি প্রিজাইডিং অফিসারকে সীলমোহরকৃত গানি ব্যাগে, একটি করে কপি অফিস কপি হিসেবে নিজের কাছে, একটি করে কপি প্রাথমিক ফলাফলের জন্য সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসারের নিকট হাতে হাতে হস্তান্তর করতে হবে। তাছাড়া ভোট গণনার বিবরণীর এক কপি ভোটকেন্দ্র হতে বিশেষ খামে ডাকযোগে সরাসরি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১৩। নির্বাচনী কাগজপত্রাদি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ: ভোট গণনার কাজ শেষ হওয়ার পর প্রিজাইডিং অফিসার প্রাপ্ত চটের গানি ব্যাগে সমস্ত প্যাকেট ও দলিল-পত্রাদি ভর্তি করে তা সীল গালা করবেন। অতঃপর পর্যাপ্ত পুলিশ প্রহারাধীনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসারের নিকট হস্তান্তর করবেন, সীলমোহরকৃত চটের গানি ব্যাগ ভোটকেন্দ্র হতে প্রেরণের পূর্বে ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম লিখিত কাগজ স্টেটে দিতে হবে।

## ষষ্ঠদশ অধ্যায়

# প্রাথমিক বেসরকারী ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন

ভোটগ্রহণ শেষে ভোটকেন্দ্রে ভোট গণনা শেষ করে প্রিজাইডিং অফিসার সহকারী রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের নিকট ভোট গণনার বিবরণীসহ মালামাল প্রেরণ করবেন। ভোট গণনার বিবরণী প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রাথমিক বেসরকারী ফলাফল ও চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত ও ঘোষণার জন্য পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করতে হবে।

২। **প্রাথমিক বেসরকারী ফলাফল:** ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রাথমিক বেসরকারী ফলাফল সংগ্রহ করা হবে। রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে ফলাফল সংগ্রহের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে একটি “ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র” স্থাপন করা হবে। অনুরূপভাবে রিটার্নিং অফিসারও তার অফিসে একটি “ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র” স্থাপন করবেন। ভোটগ্রহণের দিন সকাল হতে সর্বশেষ ফলাফল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত “ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র” খোলা থাকবে। সে সাথে ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সারাদিন ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রের মাধ্যমে নির্বাচনী এলাকার ও ভোটকেন্দ্রের পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতিবেদন সংগ্রহ করে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

৩। **ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রে উপস্থিতি:** বেসরকারী ফলাফল প্রচারকালে রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বা “ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রে” প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাদের নির্বাচনী এজেন্ট অথবা দলের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সংগঠন যেমন-স্থানীয় প্রেস ক্লাব এবং বারের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক অথবা তাঁদের প্রতিনিধিকে লিখিতভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

৪। **ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রের মাধ্যমে ফলাফল গ্রহণ:** ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর রিটার্নিং অফিসার তার আওতাধীন সকল নির্বাচনী এলাকার প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট হতে দ্রুততার সাথে বেসরকারী ফলাফল সংগ্রহ করবেন। প্রতি ঘণ্টায় প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট হতে প্রাপ্ত ফলাফল নির্ধারিত টেলিফোনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে স্থাপিত “ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রে” জানাতে হবে।

৫। **বেসরকারী ফলাফল প্রেরণ:** রিটার্নিং অফিসারকে নির্ধারিত “বার্তা প্রেরণ সীট” এর মাধ্যমে প্রাথমিক বেসরকারী ফলাফল প্রেরণ করতে হবে। প্রাথমিক বেসরকারী ফলাফল টেলিফোনে জানানোর সাথে সাথে উক্ত সীটের মাধ্যমে ফ্যাক্সযোগেও নির্ধারিত ফ্যাক্সে প্রেরণ করতে হবে। রিটার্নিং অফিসার নিজে উক্ত ফলাফল সীটে স্বাক্ষর করবেন এবং স্বাক্ষরের নীচে তাঁর ফোন নম্বর প্রদান করবেন।



## সপ্তদশ অধ্যায়

### ফলাফল একত্রীকরণ

প্রাথমিক বেসরকারী ফলাফল ঘোষণার পর যথাশীঘ্র সম্ভব নির্ধারিত পদ্ধতিতে রিটার্নিং অফিসার ফলাফল একত্রীকরণ ও চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার ব্যবস্থা করবেন। এ লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারকে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:

২। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণ: ভোটগণনার কাজ শেষ হওয়ার পর পরই প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসার ব্যবহৃত ব্যালট পেপার ভর্তি সীলমোহরকৃত বিভিন্ন ধরনের প্যাকেট, ভোটগণনার বিবরণী, ব্যালট পেপারের হিসাব সরাসরি অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন। উক্ত দলিল-দস্তাবেজের ভিত্তিতে অনুচ্ছেদ ৩৭ এর বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসারকে প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার ফলাফল একত্রীকরণ করতে হবে। উক্ত কাজ সম্পাদনের পূর্বে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/ভাঁড় নির্বাচনী এজেন্টকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে ফলাফল একত্রীকরণের স্থান ও সময় জানিয়ে দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময় ও দিনে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্টদের সম্মুখে আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত নিয়মে রিটার্নিং অফিসার ফলাফল একত্রীকরণ করবেন। ফলাফল একত্রীকরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে সমস্ত পোস্টাল ব্যালট পেপার রিটার্নিং অফিসারের নিকট পৌঁছাবে সেগুলো প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট হতে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে যোগ করে প্রত্যেক প্রার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করবেন।

৩। সম সংখ্যক ভোট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ: যদি কোন নির্বাচনী এলাকার ফলাফল একত্রীকরণের পর দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সম সংখ্যক ভোট পেয়েছেন এবং তাদের কোন একজনের জন্য একটি ভোট দেয়া হলে তিনি নির্বাচিত ঘোষিত হওয়ার অধিকারী হবেন সেক্ষেত্রে, রিটার্নিং অফিসার তৎক্ষণাৎ অনুরূপ প্রার্থীগণ সম্পর্কে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করবেন। লটারী প্রার্থীর অনুকূলে পড়বে তিনি সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন বলে গণ্য হবেন, যা তাকে নির্বাচিত বলে ঘোষিত হওয়ার অধিকারী করবে। উপস্থিত সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং ভাঁড়ের নির্বাচনী এজেন্টের সামনে লটারী হবে। রিটার্নিং অফিসার এর কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। লিপিবদ্ধ কার্যবিবরণীতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাদের নির্বাচনী এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

৪। ভোট পুনঃগণনা: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৩৬ (৫) অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসার নিজ উদ্যোগে অথবা উপস্থিত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচন এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট এর যৌক্তিক অনুরোধে ভোট পুনঃগণনা করতে পারবেন। অপরদিকে

রিটার্নিং অফিসার আদেশের ৩৭(৫) অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে নিম্নলিখিত কারণে বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ পুনঃগণনা করতে পারেনঃ

- (ক) যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট লিখিতভাবে প্রিজাইডিং অফিসারের ভোট গণনা সম্পর্কে আপত্তি করেন এবং রিটার্নিং অফিসার উক্ত আপত্তির যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন;
- (খ) রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আদেশ প্রাপ্ত হন।

৫। সংখ্যা গরিষ্ঠ না ভোট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পুনঃ ভোটগ্রহণ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪০এ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে কোন নির্বাচনী এলাকায় যদি মোট প্রদত্ত ভোট সংখ্যার মধ্যে “উপরের কাছাকাছেও নহে” ভোটের সংখ্যা শতকরা ৫০ এর অধিক হয় সেক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার তাত্ক্ষণিকভাবে নোটিশ প্রদান করতঃ নির্বাচন বাতিল করে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করবেন। নির্বাচন কমিশন উক্ত নির্বাচনী এলাকায় পুনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, যা নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুরূপ হবে।

৬। ফলাফল একত্রীকরণের পর পুনঃ সীলগালাকরণ: ফলাফলের একত্রীকরণ বিবরণী ও নির্বাচনী রিটার্ন বিধি অনুসারে প্রস্তুত করার পর যে সমস্ত প্যাকেট ফলাফল একত্রীকরণ করার জন্য খোলা হবে সেগুলোতে ব্যালট পেপার ইত্যাদি পুণরায় ভর্তি করে সীল গালা করতে হবে। সীলগালাকৃত প্যাকেটে যদি উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁদের নির্বাচনী এজেন্ট দস্তখত এবং সীলমোহর সংযুক্ত করতে ইচ্ছুক হয় তবে তা অবশ্যই করতে দিতে হবে। তাছাড়া যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাঁদের নির্বাচনী এজেন্ট ফলাফল একত্রীকরণের বিবরণীর কপি দাবী করেন তাহলে তাও প্রদান করতে হবে।

৭। ফলাফল একত্রীকরণের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা: রিটার্নিং অফিসারকে নির্বাচনী ফলাফল একত্রীকরণের সময় এবং পরবর্তীতে নিম্নোক্ত কতিপয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

- (ক) ফলাফল একত্রীকরণের সময়ে প্রার্থী অথবা তাদের নির্বাচনী এজেন্টদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- (খ) বাতিল ভোটসমূহ সঠিকভাবে এবং যত্নের সাথে পরীক্ষাকরণ;
- (গ) বিধি ও প্রচলিত পদ্ধতিতে অনুসারে পোস্টাল ব্যালট পেপার গণনা ও বিন্যাস্তকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ।

## অষ্টাদশ অধ্যায়

# নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা এবং প্রকাশ

ফলাফল একত্রীকরণের পর রিটার্নিং অফিসার সরকারীভাবে ফলাফল ঘোষণা করে ভোটগণনার একীভূত বিবরণীসহ নির্বাচনের রিটার্ন নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন। উক্ত রিটার্নের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের নাম ঠিকানা সম্বলিত প্রজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশ করবেন।

২। নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা: নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণের পর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৩৯ অনুসারে রিটার্নিং অফিসারগণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম এবং প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা (অঙ্ক ও কথায়) উল্লেখ থাকবে।

৩। একত্রীকরণের বিবরণী ও নির্বাচনী রিটার্ন প্রেরণ: ফলাফল একত্রীকরণের পর নির্ধারিত ফরমে একীভূত বিবরণী এবং নির্বাচনের রিটার্ন নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

৪। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত অনুলিপি সরবরাহ: প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে ফলাফল একীভূত বিবরণী পাবেন। ফলাফল একত্রীকরণের জন্য এবং নির্বাচনের রিটার্ন প্রস্তুত করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ফরম রিটার্নিং অফিসারকে প্রদান করা হবে।

৫। নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ: রিটার্নিং অফিসার নির্ধারিত ফরমে নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম, ঠিকানা ও রাজনৈতিক দলের নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতঃ রিটার্ন প্রস্তুত করে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন। নির্বাচন কমিশন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য সম্বলিত প্রজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশ করবেন।

## উনবিংশ অধ্যায়

### নির্বাচন সংক্রান্ত সরকারী অর্থ ব্যয়ের সমন্বয় সাধন

নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন পরিচালনা তথা আইন-শৃংখলা রক্ষা কাজে নিয়োজিত সংস্থা, রিটার্নিং অফিসারসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় করার লক্ষ্যে এ অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

২। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক নির্বাচনী অর্থ বরাদ্দ: নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন নিবাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা যেমন—রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপ-নির্বাচন কমিশনার, জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীদেরকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। উক্ত বরাদ্দপত্রের অগ্রিম নিয়মিত খাতের উল্লেখ থাকে।

৩। বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয় সাধন: অতীতের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, নির্বাচন সংক্রান্ত এ সকল কাজের জন্য বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থের ব্যয়ের স্বপক্ষে কোন ভাউচার বা উক্ত অর্থের কোন সমন্বয় সাধন করা হয় না। ফলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে ব্যয়িত অর্থের বিষয়ে বছরের পর বছর অডিট আপত্তি হয়ে বিষয়সমূহ অনিষ্পন্ন থাকে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। সুতরাং বর্তমানে অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ যথাসময়ে স্ব স্ব হিসাব রক্ষণ অফিসে সমন্বয় পূর্বক প্রত্যয়ন পত্র সহ বিল ভাউচার ও নিয়মিত বিলের বিল ভাউচার সংরক্ষণ এবং ব্যয় বিবরণী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। বরাদ্দকৃত অর্থের সমন্বয়ের প্রত্যয়ন পত্র এবং নিয়মিত বরাদ্দের ক্ষেত্রে ব্যয় বিবরণী দাখিলের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪। নির্বাচনী অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে প্রিজাইডিং অফিসারদের দায়িত্ব: প্রিজাইডিং অফিসারগণ ভোটকেন্দ্রের বেটনী নির্মাণ, নির্বাচনী দ্রব্যাদি পরিবহন ও অন্যান্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ভ্রমণ/দৈনিক ভাতাসহ অন্যান্য খাতে প্রাপ্ত/গৃহীত অর্থ ব্যয়ের স্বপক্ষে “দুই প্রস্থ যথাযথ ভাউচার” অবশ্যই ভোটগ্রহণ শেষে নির্বাচনী দ্রব্যাদিসহ চটের থলে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেবেন। কাজের সুবিধার্থে এতদসংক্রান্ত ভাউচারের একটি নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ভাউচার নং.....

জাতীয় সংসদ নির্বাচন/উপ-নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন উপলক্ষে অর্থ পরিশোধের জন্য  
ভাউচারঃ—

- ১। নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নামঃ  
২। ভোটকেন্দ্রের নাম :  
৩। নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ :  
৪। অর্থের পরিমাণ : .....  
(অংকে) (কথায়)  
৫। যে কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার বিবরণ: .....

[রেভিনিউ স্ট্যাম্প]

.....  
অর্থ প্রদানকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ  
(নাম ও পদবী সম্বলিত স্বাক্ষর)

অর্থ গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ  
নাম:  
পিতার নাম:  
পদবী:  
পূর্ণ ঠিকানা:

৫। নির্বাচনী অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে রিটার্নিং অফিসারদের দায়িত্ব: রিটার্নিং অফিসারগণ নির্বাচনী কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে প্রাপ্ত/গৃহীত অর্থের হিসাব ও ভাউচার প্রদান ও সমন্বয়ের জন্য দায়ী থাকবেন। এ সংক্রান্ত কোন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হলে তা নিষ্পত্তির জন্যও তিনি দায়ী থাকবেন। রিটার্নিং অফিসারগণ প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট অর্থ প্রদানের সময় উক্ত অর্থ খরচের স্বপক্ষে দুই প্রস্থ করে ভাউচার প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করবেন। প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট প্রদত্ত অর্থ রিটার্নিং অফিসারদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অন্যান্য খরচের অর্থ ব্যয়ের স্বপক্ষেও দুই প্রস্থ করে ভাউচার যথাযথভাবে প্রস্তুতকরতঃ খরচের সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং সমুদয় অর্থের হিসাব বিবরণী নির্বাচন সমাপ্তির দুই সপ্তাহের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে।

৬। নির্বাচনী অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে সমন্বয়ের প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ: নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে রিটার্নিং অফিসারদের অনুকূলে যে সমস্ত অগ্রিম অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে তিনি সে সমস্ত অর্থ ব্যয়ের স্বপক্ষে যথাযথ ভাউচারসহ চূড়ান্ত হিসাব সংরক্ষণ করবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত হিসাব নির্বাচন সমাপ্তির পর পরই নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তিনি অগ্রিম উত্তোলিত অর্থের ভাউচার সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ অফিসে দাখিল করে অগ্রিম উত্তোলিত অর্থের সমন্বয় সনদ প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করবেন।

৭। নির্বাচনী অর্থ ব্যয়ের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব: নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থের ব্যয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উক্ত অর্থের হিসাব, ভাউচার প্রদান ও সমন্বয়ের জন্য দায়ী থাকবেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্বাচন সমাপ্তির পর প্রাই এ সকল অর্থের সমন্বয় সাধন করতঃ চূড়ান্ত হিসাব বিবরণী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৮। সরকারী অর্থের যথাযথ হিসাব দাখিলকরণ: সরকারী অর্থ খরচের সপক্ষে যথাযথ হিসাব দাখিল না করা অর্থ আত্মসাৎ করার সামিল হিসাবে গণ্য হতে পারে। তাছাড়া সরকারী অর্থ ব্যয়ের স্বপক্ষে যথাসময়ে যথাযথ ভাউচার দাখিল না করা, হিসাব প্রদান না করা আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অতএব, সরকারী অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

## বিংশ অধ্যায়

### নির্বাচনী কাগজপত্রাদি সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ

নির্বাচনে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাগজপত্র সংরক্ষণের জন্য আইনে বিধান রয়েছে। নির্বাচনী কাগজপত্র ও দ্রব্যাদি সংরক্ষণ এবং বিনষ্টকরণের বিধান সম্পর্কে এ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

২। **নির্বাচনী কাগজপত্রাদি সংরক্ষণ:** নির্বাচনী ফলাফল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করার পর নির্বাচনী কাগজপত্রাদি নিরাপত্তার সাথে রিটার্নিং অফিসার তার কার্যালয়ে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করবেন। উক্ত কাগজপত্রসমূহ পরবর্তীতে নির্বাচনী মামলায় হাইকোর্টে প্রয়োজন হতে পারে বিধায় উল্লিখিত কাগজাদি সাজিয়ে নিরাপত্তার সাথে রাখতে হবে।

৩। **নির্বাচনী কাগজপত্রের ব্যবস্থাপনা:** নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার তারিখ হতে ০১ বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর অথবা যদি নির্বাচনের বিরুদ্ধে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচনী দরখাস্ত/মামলা মোকদ্দমা দাখিল হয়, তবে নির্বাচনী মামলা নিষ্পত্তির পর নির্বাচন কমিশন যেরূপ নির্দেশ দেবেন সেরূপ পদ্ধতিতে ৪৪ডি অনুচ্ছেদের অধীন সংরক্ষিত দলিলপত্র ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

৪। **নির্বাচনী দলিলপত্র সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও অনুলিপি প্রদান:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪ডি অনুচ্ছেদ ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ২৮ বিধি অনুসারে রিটার্নিং অফিসারের নিকট রক্ষিত ব্যালট পেপার ব্যতীত দলিলাদী অফিস চলাকালীন সময়ে প্রত্যেক দলিল বাবদ ১০০/- (একশত) টাকা ফিস প্রদান সাপেক্ষে প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং উল্লিখিত দলিল, দস্তাবেজের অনুলিপি বা তার উদ্ধৃতাংশ গ্রহণের পূর্বে প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ ১০০/- (একশত) টাকা ফিস গ্রহণ সাপেক্ষে সরবরাহ করা যাবে।

৫। **কোর্ট ফি স্ট্যাম্প সংযোজন:** আবেদনকারীকে দলিলপত্রাদি পরিদর্শন অথবা অনুলিপি সরবরাহ করার জন্য প্রত্যেক আবেদনের সংগে প্রয়োজনীয় মূল্যের কোর্ট ফি সংযোজন করতে হবে। উল্লিখিত কোর্ট ফি পূর্বোল্লিখিত প্রত্যেক দলিল পরিদর্শন বাবদ জমাকৃত ১০০/- (একশত) টাকা বা দলিল-দস্তাবেজের অনুলিপি বা তার উদ্ধৃতাংশ গ্রহণের জন্য ধার্যকৃত ১০০/- (একশত) টাকার অতিরিক্ত হবে।

৬। **প্রাপ্ত অর্থ জমাদান:** রিটার্নিং অফিসার প্রাপ্ত অর্থ জামানতের জন্য নির্ধারিত কোডে (১৬ ডিজিট) জমা দেবেন। জমাদানের পর জমাকৃত অর্থের পরিমাণ জমাদানের প্রমাণসহ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করতে হবে।

## একবিংশ অধ্যায়

### নির্বাচনী অপরাধ, দণ্ড ও প্রয়োগ পদ্ধতি

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৭৩-৯০ এ বিভিন্ন নির্বাচনী অপরাধ, দণ্ড ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। উল্লিখিত অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যে সমস্ত শাস্তির বিধান ও করণীয় রয়েছে তা সংশ্লিষ্টদের জানা আবশ্যিক। এ অধ্যায়ে উল্লিখিত বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে অপরাধ, দণ্ড ও প্রয়োগ পদ্ধতির বিধান দেয়া হয়েছে।

২। **নির্বাচনী অপরাধ রোধ ও দণ্ড প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণঃ** উল্লিখিত নির্বাচনী অপরাধের জন্য যে কোন সংস্কৃত ব্যক্তি বা কর্মকর্তা অথবা রিটার্নিং অফিসার উপযুক্ত আদালতে বা সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সংস্কৃত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিও মামলা দায়ের করতে পারবেন।

৩। **নির্বাচনী অপরাধ ও দণ্ড:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের বিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন নির্বাচনী অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের শাস্তিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

ক। **দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৭৩):** কোন ব্যক্তি অন্যান্য দুই বছর এবং অনধিক সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ডে, এবং অর্থ দন্ডেও দণ্ডনীয় দুর্নীতিমূলক কাজের অপরাধে দোষী হবে না, যদি তিনি-

(২) অনুচ্ছেদ ৪৪এএ এর অধীন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণী বা সম্পূরক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ভিন্ন অন্য কোন উৎস হতে কোন নির্বাচনী ব্যয় বহন করেন;

(২ক) অনুচ্ছেদ ৪৪এ এর বিধানাবলী লংঘন করেন;

(২খ) ঘুষ, অপরের নাম ধারণ বা অন্যায় প্রভাবের অপরাধে দোষী হন;

(৩) যদি এই মর্মে মিথ্যা বিবৃতি দেন বা প্রকাশ করেন যে,

(ক) কোন প্রার্থীর নির্বাচন প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করার মতলবে বা অন্য কোন প্রার্থীর নির্বাচন সংগঠিত করার বা হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থী বা তার কোন আত্মীয়ের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে, যদি না তিনি প্রমাণ করেন যে, বিবৃতি সত্য বলে বিশ্বাস করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল এবং তিনি তা বিশ্বাস করেছিলেন;

(খ) কোন প্রার্থীর প্রতীক সম্পর্কে, অনুরূপ প্রতীক প্রার্থীকে দেয়া হয়েছে কি হয় নাই এই মর্মে; অথবা



- (গ) কোন প্রার্থীর প্রত্যাহার সম্পর্কে;
- (৪) কোন প্রার্থী কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়, গোষ্ঠি, বর্ণ, উপদল বা উপ-জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে তাকে ভোট দেয়ার জন্য বা তাকে ভোট দেয়া হতে বিরত থাকার জন্য কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করেন বা প্ররোচিত করেন;
- (৫) জ্ঞাতসারে, কোন প্রার্থীকে সমর্থন বা তার বিরোধিতা করার লক্ষ্যে, নিজেই এবং নিজের নিকটতম পরিবারের সদস্য ব্যতীত কোন ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে নেয়া বা আনার উদ্দেশ্যে কোন যানবাহন বা জলযান ভাড়া দেন, ভাড়া করেন, খার নেন, নিয়োজিত করেন বা ব্যবহার করেন; বা
- (৬) ভোটকেন্দ্রে হাজির এবং ভোটদানের অপেক্ষায় আছেন এমন কোন ব্যক্তির ভোট প্রদান না করে প্রস্থানের চেষ্টা করেন।

খ। বেআইনী আচরণের শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৭৪): কোন ব্যক্তি অন্যান্য দুই বছর এবং অনধিক সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ডে, এবং অর্থ দন্ডেও, দন্ডনীয় বেআইনী কাজের অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি-

- (২) অনুচ্ছেদ ৪৪এএ বা ৪৪সি এর বিধানাবলী পালন করতে ব্যর্থ হন;
- (২ক) কোন প্রার্থীর নির্বাচন এগিয়ে নেওয়ার বা বাধাগ্রস্ত করার জন্য প্রজ্ঞাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ বা হাসিল করেন বা গ্রহণ বা হাসিল করার চেষ্টা করেন;
- (৩) ভোট দেয়ার যোগ্য নহেন বা অযোগ্য জানা সত্ত্বেও কোন নির্বাচনে ভোট দেন বা ভোট দেয়ার জন্য ব্যালট পেপার চাহেন;
- (৪) একই ভোট কেন্দ্রে একাধিকবার ভোট দেন বা ভোট দেয়ার জন্য ব্যালট পেপার চাহেন;
- (৫) একই নির্বাচনে একাধিক ভোটকেন্দ্রে ভোট দেন বা ভোট দেওয়ার জন্য ব্যালট পেপার চাহেন;
- (৬) ভোট চলাকালে কোন ভোটকেন্দ্র হতে ব্যালট পেপার সরিয়ে ফেলেন; বা
- (৭) জ্ঞাতসারে পূর্বোক্ত কোন কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করেন বা জোগাড় করেন।

গ। ঘুষ গ্রহণ বা প্রদানের শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৭৫): কোন ব্যক্তি ঘুষের অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, স্বয়ং বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা-

- (১) কোন নির্বাচনে ভোট দেয়ার জন্য বা ভোটদানে বিরত থাকার জন্য বা প্রার্থী হওয়ার জন্য বা প্রার্থী হওয়া হতে বিরত থাকার জন্য বা কোন নির্বাচন হতে

নিজেকে প্রত্যাহার করার জন্য ঘুষ গ্রহণ করেন বা গ্রহণ করতে রাজি হন বা চুক্তি করেন;

- (২) (ক) কোন ব্যক্তিকে ঘুষ দেন, দেয়ার প্রস্তাব করেন বা অশীকার করেন-  
 (১) কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার বা প্রার্থী হতে বিরত থাকার জন্য;  
 (২) কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট দেয়ার বা ভোট দেয়া হতে বিরত থাকার জন্য; বা  
 (৩) কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচন হতে নিজেকে প্রত্যাহার করার জন্য  
 (খ)(১) কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বা প্রার্থী হওয়া হতে বিরত থাকার জন্য;  
 (২) কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট দেয়ার জন্য বা ভোট দান হতে বিরত থাকার জন্য; বা  
 (৩) কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচন হতে নিজেকে প্রত্যাহার করার জন্য

ব্যাখ্যাঃ এ অনুচ্ছেদে, “ঘুষ” বলতে টাকার দ্বারা বা টাকার দ্বারা হিসাব করা যায় ঘুষ এবং সবরকমের বিনোদন ও নিয়োগ অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঘ। অন্যের নাম ধারণের শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৭৬): কোন ব্যক্তি অন্যের নাম ধারণের অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি অন্য কোন ব্যক্তি হিসাবে ভোট দেন বা ভোট দেয়ার জন্য ব্যালট পেপার চান, সে অন্য ব্যক্তি জীবিত হন বা মৃত হন বা অলীক হন।

ঙ। অবৈধ প্রভাব বিস্তারের শাস্তি (৭৭) কোন ব্যক্তি অন্যায় প্রভাবের অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি-

- (১) কোন নির্বাচনে কোন ব্যক্তিকে ভোট দেয়ার জন্য বা ভোট দেয়া হতে বিরত থাকার জন্য, বা নিজেকে প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাব দেয়ার জন্য, বা তার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত বা বাধ্য করার জন্য, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, স্বয়ং বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা-  
 (ক) বল, হিংস্রতা বা প্রতিবন্ধকতা প্রয়োগ করেন বা করার ভয় দেখান,  
 (খ) কোন আঘাত, ক্ষতি, হানি বা লোকসান চাপিয়ে দেন বা দেয়ার জন্য ভয় দেখান, করেন বা করার ভয় দেখান;  
 (গ) কোন দৈব অসন্তোষ বা কোন সাধু বা পীরের অসন্তোষ আহ্বান করেন বা করার ভয় দেখান;  
 (ঘ) কোন ধর্মীয় দড় প্রদান করেন বা করার ভয় দেখান; বা  
 (ঙ) কোন অফিসিয়াল প্রভাব বা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োগ করেন;

(২) কোন ব্যক্তির ভোট দেয়ার বা দেয়া হতে বিরত থাকার বা নিজেকে প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাব করার বা তার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কারণে উল্লিখিত যে কোন কাজ করেন;

(৩) অপহরণ, জবরদস্তি বা প্রতারণামূলক ফন্দি বা কৌশল দ্বারা-

(ক) কোন ভোটার কর্তৃক স্বাধীন ভোটাধিকার প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত বা বারণ করেন;

(খ) কোন ভোটারকে ভোট দিতে বা ভোট দেয়া হতে বিরত থাকতে বাধ্য, প্ররোচিত বা উদ্বুদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যাঃ এখানে “হানি” বলতে সমাজ বিচ্ছিন্নকরণ বা জাতি বা সমাজ হতে বহিষ্কার অন্তর্ভুক্ত হবে।

চ। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে সভা, মিছিল ইত্যাদি অনুষ্ঠানের শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৭৮): (১) কোন নির্বাচনী এলাকার ভোট গ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী ৩২ ঘন্টা, ভোট গ্রহণের দিন সকাল ৮টা হতে রাত ১২টা এবং ভোট গ্রহণের রাত ১২.০০টা হতে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা সময়ের মধ্যে উক্ত নির্বাচনী এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান বা তাতে যোগদান করতে এবং কোন ব্যক্তি কোন মিছিল বা শোভাযাত্রা সংগঠিত করতে বা তাতে যোগদান করতে পারবেন না।

(১) উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি-

(ক) কোন হিংস্রতামূলক কাজ বা বিশৃংখলামূলক আচরণ করতে পারবেন না;

(খ) ভোটারগণ বা নির্বাচনী কাজকর্ম বা দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে পারবেন না;

(গ) কোন অস্ত্র বা জোর প্রদর্শন বা ব্যবহার করতে পারবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উক্ত বিধানাবলী লংঘন করলে তিনি অন্যান্য দুই বছর এবং অনধিক সাত বছর সশ্রম কারাদন্ডে, এবং অর্থদন্ডেও দণ্ডনীয় হবেন।

ছ। ভোটকেন্দ্রের চৌহদ্দির মধ্যে ক্যানভাস, ভোট প্রার্থনা ইত্যাদির শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৭৯): কোন ব্যক্তি অন্যান্য ছয়মাস অনধিক তিন বছরের কারাদন্ডে, এবং অর্থ দন্ডেও, দণ্ডনীয় কোন অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি ভোটের তারিখে ভোটকেন্দ্রের চারশত গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে-

(ক) ভোটের জন্য ক্যানভাস করেন;

(খ) কোন ভোটারের ভোট প্রার্থনা করেন;

(গ) কোন ভোটারকে নির্বাচনে ভোট না দেয়ার জন্য বা কোন বিশেষ প্রার্থীকে ভোট না দেয়ার জন্য প্ররোচিত করেন; বা

(ঘ) রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি এবং প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্টের জন্য ভোটকেন্দ্রের একশত গজ ব্যাসার্ধের বাহিরে সংরক্ষিত স্থান ব্যতীত, ভোটারগণকে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জন্য ভোট দিতে উৎসাহিত বা তাকে ভোট দান করতে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত কোন নোটিশ, সাইন, বান্ডা বা পতাকা প্রদর্শন করেন।

জ। ভোটগ্রহণের দিনে মাইক্রোফোন, লাউড স্পীকার ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহারের শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৮০): কোন ব্যক্তি অন্যান্য ছয় মাস এবং অনধিক তিন বছরের কারাদণ্ডে, এবং অর্ধদণ্ডেও, দণ্ডনীয় কোন অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি ভোটগ্রহণের দিন-

- (১) ভোটকেন্দ্র হইতে শোনা যায় এমনভাবে কোন মাইক্রোফোন, শ্লোগান, লাউড স্পীকার বা শব্দ পুনঃসৃষ্টিকারী বা বর্ধনকারী অন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করেন;
- (২) অনবরতভাবে ভোটকেন্দ্রে শোনা যায় এমনভাবে চিৎকার করেন;
- (৩) এমন কোন কাজ করেন যা-
- (ক) ভোটকেন্দ্রে ভোট দেয়ার জন্য আগত কোন ভোটারকে বিরক্ত করে বা তার অসন্তোষ ঘটায়; বা
- (খ) প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার বা ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপালনরত অন্য কোন ব্যক্তির দায়িত্ব পালন ব্যাহত করে; বা
- (৪) পূর্বোক্ত যে কোন কাজ করতে সহায়তা করেন।

ঝ। ব্যালট পেপারসহ নির্বাচনী কাগজপত্র নষ্ট বা বিকৃত করার শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৮১): কোন ব্যক্তি অন্যান্য তিন বছর এবং অনধিক দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে, এবং অর্ধদণ্ডে ও দণ্ডনীয় কোন অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি -

- (ক) কোন মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার বা ব্যালট পেপারের উপর অফিসিয়াল চিহ্ন ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত বা নষ্ট করেন;
- (খ) ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটকেন্দ্র হতে কোন ব্যালট পেপার বাহির করে নিয়ে যান বা কোন ব্যালট বাস্তবে আইন অনুমোদিতভাবে তিনি ঢুকতে পারবেন এইরূপ ব্যালট পেপার ছাড়া অন্য কোন ব্যালট পেপার প্রবেশ করান;
- (গ) যথাযথ কর্তৃত্ব ব্যতীত-
- (১) কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করেন;
- (২) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে এমন কোন ব্যালট বাস্তব বা ব্যালট পেপারের প্যাকেট নষ্ট করেন, নেন, খোলেন বা অন্য কোনভাবে ঐগুলোতে হস্তক্ষেপ করেন; বা
- (৩) এ আদেশের বিধানানুযায়ী সংযুক্তকৃত কোন সীলমোহর ভাঙেন;
- (ঘ) কোন ব্যালট পেপার বা অফিসিয়াল সীল জাল করেন;

- (ঙ) ভোট শেষ হবার পর অবিলম্বে অনুসরণ করা প্রয়োজনীয় পদ্ধতি শুরু করতে, পরিচালনা করতে বা সমাপ্ত করতে বিলম্ব ঘটান বা বাধা সৃষ্ট করেন।
- (চ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনের সম্ভাবনা প্রদানের জন্য, বা নির্বাচন বানচালের জন্য কোন ভোটকেন্দ্র বা ভোটকক্ষ বলপূর্বক দখল করেন, বা দখল করার ব্যাপারে সহায়তা করেন বা পরোক্ষ সমর্থন প্রদান করেন, এবং
  - (১) নির্বাচনী কর্তৃপক্ষগণকে ব্যালট পেপার, ব্যালট বাস্ক বা ভোট সংক্রান্ত অন্য বস্তু বা দলিলপত্র সমর্পণ করতে বাধ্য করেন এবং অন্যান্য বস্তু বা দলিলপত্র সমর্পণ করতে বাধ্য করেন এবং অন্যান্য এমন সব কাজ করে যাহা সুশৃংখলভাবে পরিচালনা বা ভোট গণনা বা নির্বাচন সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রস্তুতকরণ প্রভাবিত করে; বা
  - (২) ভোটকেন্দ্র হতে কোন প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে তাড়িয়ে দেন এবং নির্বাচনী কর্তৃপক্ষগণকে তাদের অনুপস্থিতিতে নির্বাচন কার্য চালিয়ে যেতে বাধ্য করেন; বা
  - (৩) নির্বাচনী কর্তৃপক্ষগণকে তাড়িয়ে দেন, ব্যালট পেপার, ব্যালট বাস্ক, ভোট সংক্রান্ত জিনিসপত্র এবং দলিলপত্র বলপূর্বক দখল করেন এবং তারা ইচ্ছামত ঐগুলোকে অসংভাবে ব্যবহার করেন; বা
  - (৪) কেবলমাত্র তার সমর্থক বা তার রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর সমর্থক ও ভোট দিতে অনুমতি দেন এবং অন্য সকলকে ভোট দিতে বাধ্য দেন।
- (২) উপরোল্লিখিত দোষী কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কেরানি অন্যান্য তিন বছর এবং অনধিক দশ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে, এবং অর্ধদন্ডেও, দন্ডনীয় হবেন।

ঞ। ভোট প্রদানে প্রতিবন্ধকতার শাস্তি (অনুচ্ছেদ ৮২): কোন ব্যক্তি অন্যান্য এক বছর এবং অনধিক পাঁচ বছরের কারাদন্ডে, এবং অর্ধদন্ডেও, দন্ডনীয় কোন অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি-

- (১) কোন ভোটার যখন ভোট দেন তখন তাকে বাধা দেন বা বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন;
- (২) কোন ভোটকেন্দ্রে কোন ভোটার কোন প্রার্থীর জন্য ভোট দিতে যাচ্ছেন বা ভোট দিয়েছেন তৎসম্পর্কে যে কোন ভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন বা করার চেষ্টা করেন;
- (৩) কোন ভোটার কোন প্রার্থীকে ভোট দিতে যাচ্ছেন বা ভোট দিয়েছেন তৎসম্পর্কে কোন ভোটকেন্দ্রে প্রাপ্ত তথ্য যে কোন সময় অন্যকে প্রদান করেন।

ট। ভোটের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতার শাস্তি: কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, বা পোলিং অফিসার বা ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত কোন প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট বা ভোট গণনায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি অনূন্য এক বছর এবং অনধিক পাঁচ বছরের কারাদন্ডে, এবং অর্থদন্ডেও, দণ্ডনীয় কোন অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি-

- (১) ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করতে বা রক্ষা করতে সাহায্য করতে ব্যর্থ হন;
- (২) কোন আইনানুমোদিত উদ্দেশ্য ব্যতীত, ভোট শেষ হবার পূর্বে অফিসিয়াল চিহ্ন সম্পর্কে কোন তথ্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করেন; বা
- (৩) কোন বিশেষ ব্যালট পেপার দ্বারা কোন প্রার্থীকে ভোট দেয়া হয়েছে তৎসম্পর্কে ভোট গণনাতে প্রাপ্ত কোন তথ্য প্রদান করেন।

ঠ। ভোট প্রদানে বা বিরত রাখতে কর্মকর্তাদের শাস্তি: কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা পুলিশ বাহিনীর কোন সদস্য অনূন্য এক বছর এবং অনধিক পাঁচ বছরের কারাদন্ডে, এবং অর্থ দন্ডেও, দণ্ডনীয় কোন অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি কোন নির্বাচন পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা বা ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃংখলা রক্ষাকালে-

- (১) কোন ব্যক্তিকে তার ভোট দিতে প্ররোচিত করেন;
- (২) কোন ব্যক্তিকে তার ভোট দেয়া হতে নিবৃত্ত করেন;
- (৩) কোনভাবে কোন ব্যক্তির ভোটদান প্রভাবিত করেন; বা
- (৪) নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার মতলবে অন্য কোন কাজ করেন।

ড। সরকারী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার শাস্তি: কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, বা অনুরূপ কোন কর্মকর্তা কর্তৃক এ আদেশ দ্বারা বা এর অধীন আরোপিত তার অফিসিয়াল দায়িত্ব সম্পর্কে নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি অনধিক এক বছরের কারাদন্ডে, বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে, বা উভয় বিধি দন্ডে, দণ্ডনীয় কোন অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া, কোন কাজ করে বা না করে অনুরূপ কোন অফিসিয়াল দায়িত্ব ভঙ্গ করেন।

ঢ। সরকারী পদমর্যাদার অপব্যবহারের শাস্তি: প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি অনূন্য এক বছর এবং অনধিক পাঁচ বছরের কারাদন্ডে, এবং অর্থদন্ডেও দণ্ডনীয় কোন অপরাধে দোষী হবেন, যদি তিনি কোনভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার মতলবে তার সরকারী পদ মর্যাদার অপব্যবহার করেন।

৭। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক গ্রেফতারের ক্ষমতা: ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন এ, বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে, যা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার কোন সদস্য -

- (ক) এমনকি তিনি পুলিশ কর্মকর্তা না হলেও, অনুচ্ছেদ ৭৩(২বি), (৫) ও অনুচ্ছেদ ৭৪(২এ), (৩), (৪), (৫) ও (৬), অনুচ্ছেদ ৭৮, অনুচ্ছেদ ৭৯, অনুচ্ছেদ ৮০, অনুচ্ছেদ ৮১(১) এবং অনুচ্ছেদ ৮২ এর অধীন অপরাধকারী নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে ভোট গ্রহণের দিন ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কেন্দ্রের চারশত গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তি ব্যতীত, কোন ব্যক্তিকে অনুচ্ছেদ ৭৩(২বি), ও (৬), অনুচ্ছেদ ৭৪(২এ), (৩), (৪) ও (৫) ও (৬), অনুচ্ছেদ ৭৮, অনুচ্ছেদ ৭৯, অনুচ্ছেদ ৮০, অনুচ্ছেদ এবং অনুচ্ছেদ ৮২ এর অধীনকৃত কোন অপরাধের জন্য বা শাস্তি শৃংখলা বজায় রাখার জন্য, বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করার উক্ত কার্যবিধির অধীন সেই ক্ষমতা থাকবে যা একজন পুলিশ কর্মকর্তার আছে, যেন তিনি একজন পুলিশ কর্মকর্তা;
- (খ) রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার নির্দেশ দিলে কোন ব্যক্তিকে দফা (ক) এ উল্লিখিত যে কোন অনুচ্ছেদের অধীনকৃত কোন অপরাধের জন্য বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করবেন;
- (গ) অনুচ্ছেদ ৩০ এর অধীন প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক অপসারিত হয়ে ভোট কেন্দ্রে কোন অপরাধ করলে কোন ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করতে পারবেন;
- (ঘ) অনুচ্ছেদ ৭৯ এর লংঘনপূর্বক ব্যবহৃত কোন নোটিশ, সাইন বান্ডা বা পতাকা অপসারণ করতে পারবেন;
- (ঙ) অনুচ্ছেদ ৮০ এর লংঘনপূর্বক ব্যবহৃত কোন যন্ত্রপাতি বা বাদ্যযন্ত্র জব্দ করতে পারবেন;
- (চ) এই অনুচ্ছেদের অধীন তার ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয়, বলপ্রয়োগ, যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন।

ত। পোস্টার, তোরণ ইত্যাদি অপসারণ: (১) যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা, অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার যে কোন সদস্য, যখনই বা যেখানেই তিনি এতদসম্পর্কে জানতে পারেন বা তা তার নজরে আসে তখন এবং সেখানেই;

- (ক) কোন প্রার্থীর বহরংয়ের পোষ্টার বা প্রতিকৃতি বা বিধিদ্বারা নির্ধারিত বা কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট সাইজ হতে বড় সাইজের কোন প্রার্থীর পোষ্টার বা প্রতীক;
- (গ) চারশত বর্গফুট হতে অতিরিক্ত এলাকা জুড়ে কোন প্রার্থীর প্যাভেল;
- (ঙ) কোন প্রার্থী কর্তৃক কোন নির্বাচনী এলাকায় যে কোন সময়ে ব্যবহৃত তিনটির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার;
- (চ) কোন প্রার্থীর ইউনিয়নে বা কোন পৌর এলাকা বা সিটির কোন ওয়ার্ডে, একটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস বা কোন নির্বাচনী এলাকায় একটির অধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনী ক্যাম্প অফিস;
- (ছ) যেকোন প্রচারে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে কোন প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে আলোকসজ্জা;
- (জ) কোন প্রার্থীর জন্য বিজ্ঞাপনের পঞ্চা হিসাবে কালি বা অন্য যে কোনভাবে কোন দেওয়াল, দালান, থাম, সেতু, যানবাহন বা জলখানে, অথবা প্রার্থীর মালিকানায় নয় বা এরূপ বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দিষ্ট নয় অপসারণ করবেন বা করাবেন বা অপসারণ করতে নির্দেশ দেবেন;

(২) যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য যে কোন সদস্য, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, দফা (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন বা অবহেলা করেন, তা হলে তিনি অদক্ষতা বা অসদাচরণ এর অপরাধে দোষী বলে বিবেচিত হবেন এবং তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক তা করতে অনুরোধ করা হলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং কমিশন বা ক্ষেত্রে মত, রিটার্নিং অফিসারকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবেন, এবং গৃহীত ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট চাকুরী রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করবেন।

(৩) কোন রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার যে কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্বপালনকারী আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার অন্য যে কোন সদস্যকে, তৎকৃত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, দফা (১) এর অধীন অপসারণযোগ্য যে কোন দ্রব্য, বস্তু বা সামগ্রী অপসারণ করতে নির্দেশ দিতে পারবেন, এবং অনুরূপ পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্য এরূপ নির্দেশনযোগ্য দ্রিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ পালন সম্পর্কে রিপোর্ট করবেন; এবং যদি অনুরূপ কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, নির্দেশ মান্য করতে ব্যর্থ হন, অস্বীকার করেন বা অবহেলা করেন, তা হলে তিনি অদক্ষতা বা অসদাচরণ এর অপরাধে দোষী বলে বিবেচিত হবেন এবং তৎসম্পর্কে দফা (২) এর বিধান প্রযোজ্য হবে,



(৪) কোন রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী অফিসার কোন প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্টকে দফা (১) এর অধীন অপসারণযোগ্য কোন পদার্থ, জিনিস বা সামগ্রী অবিলম্বে অপসারণ করতে নির্দেশ দিতে পারবেন, এবং প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট এইরূপ নির্দেশনানুযায়ী কাজ করবেন, এবং নির্দেশ পালন সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী অফিসারের নিকট রিপোর্ট করবেন; এবং যদি তিনি, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, অস্বীকার করলে বা অবহেলা করেন, তা হলে তিনি অনুচ্ছেদ ৭৩ এর অধীন দুর্নীতিমূলক কাজ করার অপরাধে/দোষী বলে বিবেচিত হবেন।

(৫) কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্য কর্তৃক অপসারিত কোন দ্রব্য, বস্তু বা সামগ্রী প্রার্থীর দখল হতে জব্দ করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে, এবং এরূপ অপসারণের সময় ক্ষংস না হয়ে থাকলে, ঐগুলো নিকটতম থানার হেফাজতকৃত রাখা হবে, এবং কোন নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারাধীন না থাকলে, অনুরূপ হেফাজতের তারিখ হতে ছয় মাস অতিবাহিত হবার পর ক্ষংস করা হবে বা রাষ্ট্রে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(৬) কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোন সদস্য এই অনুচ্ছেদের অধীন তার দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা প্রয়োগ এর জন্য প্রয়োজনীয়, বলপ্রয়োগসহ, যে কোন পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বা করাতে পারবেন।

(৭) এই অনুচ্ছেদের অধীন গৃহীত যে কোন ব্যবস্থা অবিলম্বে কমিশনকে এবং রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারকেও জানিয়ে দিতে হবে।

(৮) এই অনুচ্ছেদের অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আদেশের অন্য কোন বিধানের অধীন গৃহীতব্য অন্য কোন ব্যবস্থা বা আরোপিত অন্য কোন শাস্তির অতিরিক্ত হবে, তার হানিকর হবে না।

(৯) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন ব্যবস্থা অনুচ্ছেদ ১১ এর ধারা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপনের তারিখ হতে সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ নির্বাচনী এলাকার ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) সময়ের মধ্যে যে কোন সময়ে গ্রহণ করা যাবে।

খ। অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ (অনুচ্ছেদ ৮৯): (১) কোন আদালত, কমিশনের নির্দেশক্রমে, বা কমিশন হতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে দায়েরকৃত কোন লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, অনুচ্ছেদ ৮১ এর দফা (২), অনুচ্ছেদ ৮৩, অনুচ্ছেদ ৮৪, অনুচ্ছেদ ৮৫ বা অনুচ্ছেদ ৮৬ এর অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ আমলে নিবেন না।

(২) যদি কমিশনের ইহা বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, দফা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তা হলে তা তৎবিবেচনায় উপযুক্ত কোন তদন্ত করাতে বা ফৌজদারী মামলা দায়ের করাতে পারবেন।

দ। কতিপয় ব্যক্তির ম্যাজিস্ট্রেটেরিয়াল ক্ষমতা প্রয়োগ (অনুচ্ছেদ ৮৯এ): ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এ যা কিছুই থাকুন না কেন, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার কোন সদস্য ব্যতীত, আপাততঃ নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন কোন ব্যক্তি কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, ক্ষমতা প্রদত্ত হলে, -

(ক) অনুচ্ছেদ ৭৩ (ভূয়া নামধারণ), অনুচ্ছেদ ৭৮, অনুচ্ছেদ ৭৯, অনুচ্ছেদ ৮০, অনুচ্ছেদ ৮১(১), অনুচ্ছেদ ৮২ এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে উক্ত কার্যবিধির অধীন কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন; এবং

(খ) উক্ত কমিটির ধারা ১৯০ এর উপ-ধারা (১) এর যে কোন দফার অধীন অনুরূপ কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করতে পারবেন;

এবং সংক্ষিপ্ত বিচার সংক্রান্ত উক্ত কার্যবিধির বিধানাবলী অনুযায়ী অনুরূপ কোন অপরাধ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার করবেন।

## দ্বাবিংশ অধ্যায়

### নির্বাচনী বিরোধ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে তিনি নির্বাচনী মামলা দায়ের করতে পারেন। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে হাইকোর্ট বিভাগে নির্ধারিত বেঞ্চে উক্ত মামলা দায়ের করতে হবে। হাইকোর্ট বিভাগে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করতে হলে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল দায়ের করতে হবে।

১। নির্বাচনী দরখাস্ত হাইকোর্ট বিভাগে দাখিল: প্রার্থী কর্তৃক পেশকৃত কোন নির্বাচনী দরখাস্ত ব্যতীত কোন নির্বাচন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। কোন নির্বাচনী দরখাস্ত বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে পেশ করতে হবে। কোন নির্বাচনী দরখাস্তের সাথে উল্লিখিত পক্ষগণের সমান সংখ্যক কপি সংযুক্ত থাকতে হবে এবং এরূপ প্রত্যেক কপির দরখাস্তের আসল কপি মর্মে দরখাস্তকারী কর্তৃক তার নিজ দস্তখতে প্রত্যয়িত হতে হবে। কোন নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করার সময় দরখাস্তের খরচের জামানত হিসাবে দুই হাজার টাকা হাইকোর্ট বিভাগে জমা দিতে হবে।

২। নির্বাচনী দরখাস্তের আবশ্যিকীয় পক্ষ: দরখাস্তকারী তার নির্বাচনী দরখাস্তের পক্ষ হিসেবে সকল প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীকে এবং যাহার বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী কাজের অভিযোগ করা হয়েছে এরূপ অন্য কোন প্রার্থীকে যুক্ত করবেন। এই “দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী কাজ” অর্থ অধ্যায় ৬ এর অর্থে কোন “দুর্নীতিমূলক কাজ” বা “বেআইনী কাজ”।

৩। নির্বাচনী দরখাস্তের আবশ্যিকীয় উপাদান: প্রত্যেক নির্বাচনী দরখাস্তে দরখাস্তকারী যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাতির উপর নির্ভর করেছেন তার সুস্পষ্ট বিবরণ এবং যে দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী কাজ বা অন্য কোন বেআইনী কর্ম করা হয়েছে বলে অভিযোগ আনয়ন করতে চান তার পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ, অনুরূপ দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী কাজ বা বেআইনী কর্ম করেছেন বলে তিনি যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন তাদের নাম এবং অনুরূপ কাজ সংঘটিত হবার তারিখ ও স্থানের যতদূর সম্ভব একটি পূর্ণ বর্ণনাসহ তিনি কি প্রতিকার দাবী করেছেন তার উল্লেখ থাকতে হবে। দরখাস্তকারী প্রতিকার হিসেবে যে প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারেন তা হচ্ছে: নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল; নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল এবং দরখাস্তকারী বা অন্য কোন ব্যক্তি যথাযথভাবে নির্বাচিত হয়েছেন এমন ঘোষণা; অথবা গোটা নির্বাচনই বাতিল বলে ঘোষণা। প্রত্যেক নির্বাচনী দরখাস্ত এবং উক্ত দরখাস্তের প্রত্যেক তফসিল বা সংযুক্তিতে দরখাস্তকারীর দস্তখত

থাকতে হবে এবং দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ এ আরজি বা জবাব প্রতিপাদনের জন্য যে ব্যবস্থা বর্ণিত আছে যে পন্থায়ই প্রতিপাদন করতে হবে।

৪। নির্বাচনী দরখাস্ত নিষ্পত্তি: (১) এ আদেশ ও বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রত্যেক নির্বাচনী দরখাস্ত, যতদূর সম্ভব, দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ এর অধীন দেওয়ানী মামলা বিচারের পদ্ধতি মারফিক বিচার করা হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, হাইকোর্ট বিভাগ -

- (ক) প্রত্যেক সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালে তার সাক্ষ্যের সারাংশের একটি স্মারক প্রস্তুত করতে পারবেন, যদি না তা বিবেচনা করেন যে, কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য পুরোপুরি লিপিবদ্ধ করে রাখার বিশেষ কারণ আছে; এবং
- (খ) কোন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে অস্বীকার করতে পারবেন, যদি তা বিবেচনা করেন যে, তার সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ নয় বা কার্যধারা বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে তুচ্ছ কারণে তাকে ডাকা হয়েছে।
- (২) এই আদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারের জন্য সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২, প্রয়োজন হবে না।
- (৩) হাইকোর্ট বিভাগ যে কোন সময়, তৎকর্তৃক নির্দেশিত শর্তে এবং ফি প্রদানে, কোন দরখাস্তকে এমনভাবে সংশোধন করার অনুমতি দিতে পারবেন যা, তার মতে, একটি নিরপেক্ষ এবং কার্যকর বিচার নিশ্চিত করার জন্য এবং প্রকৃত বিচার্য বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজন হতে পারে, তবে নির্বাচনের বিরুদ্ধে কোন নুতন কারণ উত্থাপন করার কোন অনুমতি দেয়া হবে না।
- (৪) কোন নির্বাচনী দরখাস্তের বিচারকালে যে কোন সময়, হাইকোর্ট বিভাগ দরখাস্তকারীকে, অনুচ্ছেদ ৪৯ এর অধীন জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত, তৎবিবেচনায় উচিত পরিমাণ আরো অধিক অর্থ জামানত হিসাবে জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন।
- (৫) হাইকোর্ট বিভাগ কোন নির্বাচনী দরখাস্তের বিচার কোন উদ্দেশ্যই মূলতবী রাখবেন না যদি না, তার মতে, বিচারের স্বার্থে অনুরূপ মূলতবী প্রয়োজনীয় মনে হয়।
- (৬) হাইকোর্ট বিভাগ যত দূর সম্ভব কোন নির্বাচনী দরখাস্তের বিচার করবেন এবং তার নিকট নির্বাচনী দরখাস্তটি বিচারের জন্য দায়ের হওয়ার তারিখ হতে ছয় মাসের মধ্যে বিচার শেষ করার চেষ্টা করবে।

তবে শর্ত থাকে যে, গণপ্রতিনিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৮১ (১৯৮১ সনের ১৬নং আইন) প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোন ট্রাইবুনালের নিকট বিচারের

অপেক্ষায় থাকা কোন নির্বাচনী দরখাস্তের ক্ষেত্রে, এ উপ-ধারার উদ্দেশ্য সাধনকল্পে অনুরূপ প্রবর্তন হতে ছয় মাস গণনা করা হবে।

৫। নির্বাচনী দরখাস্ত খারিজের কারণ: হাইকোর্ট বিভাগ অনুচ্ছেদ ৪৯ বা অনুচ্ছেদ ৫০ বা অনুচ্ছেদ ৫১ এর বিধানাবলী পালন করা না হলে নির্ধারিত অতিরিক্ত জমা দিতে দরখাস্তকারী ব্যর্থ হলে নির্বাচনী দরখাস্ত খারিজ করবেন।

৬। নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারকালে সাক্ষ্য প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা: (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বিপরীতে যা কিছুই থাকুক না কেন, যথাযথভাবে স্ট্যাম্পস্কৃত বা রেজিস্ট্রিকৃত হয়নি কেবল এ কারণে কোন দলিল কোন নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারকালে প্রমাণ হিসাবে অগ্রাহ্য হবে না।

(২) কোন নির্বাচনী দরখাস্তের বিচারে কোন সাক্ষীকে কোন বিচার্য বিষয়ে বা বিষয়ের সহিত প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ে কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হতে মাফ করা হবে না এ কারণে যে, অনুরূপ প্রশ্নের উত্তর তাকে দোষী করতে পারে বা তাকে দোষী করার সম্ভাবনা আছে বা তাকে শাস্তি বা বাজেয়াপ্তির সম্মুখীন করতে পারে বা সম্মুখীন করার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কোন সাক্ষীকে তিনি নির্বাচনে কার জন্য ভোট দিচ্ছেন তা বলার জন্য বলা যাবে না বা বলতে দেয়া হবে না।

(৩) যে সাক্ষী, তিনি জবাব দিতে বাধ্য, এরূপ সকল প্রশ্নের যথার্থভাবে উত্তর দেবেন সে সাক্ষী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট হতে একটি নিরাপত্তা সার্টিফিকেট পেতে অধিকারী হবেন এবং হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক বা তা সম্মুখে উন্মোচিত কোন প্রশ্নের তিনি যে জবাব দেবেন তা, তার সাক্ষ্য সংক্রান্ত মিথ্যার জন্য ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে ব্যতীত, কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৪) ধারা (৩) এর অধীন কোন সাক্ষীকে মঞ্জুরকৃত নিরাপত্তা সার্টিফিকেট তিনি যে কোন আদালতে তার ওজর হিসেবে পেশ করতে পারবেন এবং যে বিষয়ের সহিত অনুরূপ সার্টিফিকেট সম্পর্কিত সে বিষয় হতে উদ্ভূত ফৌজদারী দৃষ্টিবিধির ৯ক অধ্যায় বা এ আদেশের অধীন কোন অভিযোগের বিরুদ্ধে একটি পুরোপুরি ও পূর্ণাঙ্গ কৈফিয়ত হবে, তবে আপাততঃ বলবৎ কোন আইন কর্তৃক আরোপিত নির্বাচন সংক্রান্ত কোন অযোগ্যতা হতে তাকে মুক্তি দিয়েছে বলে বিবেচিত হবে না।

(৫) হাইকোর্ট বিভাগ কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিতে হাজির হবার জন্য কৃত যুক্তিসঙ্গত খরচ মঞ্জুর করতে পারবেন এবং তা, হাইকোর্ট বিভাগ ভিন্নরূপ নির্দেশনা না দিলে, খরচের অংশ বলে গণ্য হবে।

৭। নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচনের বিরুদ্ধে অন্য প্রার্থীর দাবী: যেক্ষেত্রে কোন নির্বাচনী দরখাস্তে এ মর্মে একটি ঘোষণা দাবী করা হয় যে, নির্বাচিত প্রার্থী ভিন্ন অন্য একজন প্রার্থী

যথাযথভাবে নির্বাচিত হয়েছেন সেক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রার্থী বা অন্য কোন পক্ষ তা প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য সাবুদ পেশ করতে পারবেন যে, অনুরূপ অন্য প্রার্থী নির্বাচিত প্রার্থী হলে তার নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষিত হত, যদি তার নির্বাচনকে প্রশ্ন করে কোন দরখাস্ত পেশ করা হত। তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচিত প্রার্থী বা পূর্বোক্ত অনুরূপ অন্য পক্ষ এরূপ সাক্ষ্য-সাবুদ পেশ করতে অধিকারী হবেন না, যদি না তিনি, বিচার শুরু হবার পরবর্তী চৌদ্দ দিনের মধ্যে, ঐরূপ করার ইচ্ছা সম্পর্কে হাইকোর্ট বিভাগকে নোটিশ দেন এবং অনুচ্ছেদ ৪৯ এ উল্লিখিত জামানতও জমা দেন। প্রত্যেক নোটিশের সাথে মামলার একটি বিবরণ থাকবে এবং কোন নির্বাচনী দরখাস্তের বিষয়বস্তু, প্রতিপাদন, বিচার ও পদ্ধতি সম্পর্কিত অথবা কোন নির্বাচনী দরখাস্ত বিষয়ে জামানত জমা সম্পর্কিত সকল বিধান অনুরূপ বিবরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেন তা একটি নির্বাচনী দরখাস্ত।

৮। নির্বাচনী দরখাস্তের নিষ্পত্তি আদেশ ও আপীল: হাইকোর্ট বিভাগ কোন নির্বাচনী দরখাস্তের বিচার শেষ হওয়ার পর দরখাস্তটি খারিজ বা নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল কিংবা নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল বলে এবং দরখাস্তকারী বা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যথাযথভাবে নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করা; বা সম্পূর্ণ নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করে আদেশ দিতে পারবেন। হাইকোর্ট বিভাগের কোন রায়ে সংস্কৃত কোন ব্যক্তি রায় ঘোষণার ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীল বিভাগে আপীল করতে পারবেন এবং এরূপ ক্ষেত্রে আপীল বিভাগের রায় চূড়ান্ত হবে।

৯। নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিলের কারণসমূহ: হাইকোর্ট বিভাগ নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করবেন, যদি তা এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে নির্বাচিত প্রার্থীর মনোনয়ন অবৈধ ছিল; বা নির্বাচিত প্রার্থী, মনোনয়নের তারিখ, সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য ছিলেন, না অযোগ্য ছিলেন; বা কোন দুর্নীতিমূলক কাজ বা অবৈধ কাজের দ্বারা নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন হাসিল করা হয়েছে বা ঘটানো হয়েছে; বা নির্বাচিত প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক, বা প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্টের পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক, কোন দুর্নীতিমূলক কাজ বা অবৈধ কাজ করা হয়েছে; বা নির্বাচিত প্রার্থী অনুচ্ছেদ ৪৪খ(৩) এর অধীন অনুমোদিত অর্থের অধিক অর্থ খরচ করেছেন। তবে কোন নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন এ কারণে বাতিল বলে ঘোষণা করা যাবে না কোন দুর্নীতিমূলক কাজ বা বেআইনী কাজ করা হয়েছে, যদি হাইকোর্ট বিভাগ এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তা উক্ত প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্টের দ্বারা বা তার সম্মতি বা পরোক্ষ সম্মতিতে হয়নি এবং প্রার্থী ও তার নির্বাচনী এজেন্ট তা ঘটতে না দেয়ার জন্য সকল যুক্তিসঙ্গত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন; বা অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মধ্যে যে কোন একজন, মনোনয়নের তারিখে, সদস্য নির্বাচিত হবার জন্য যোগ্য ছিলেন না বা অযোগ্য ছিলেন।

১০। দরখাস্তকারী বা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা: হাইকোর্ট বিভাগ নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল বলে এবং দরখাস্তকারী বা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে

যথাযথভাবে নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করবেন, যদি দরখাস্তকারী বা পক্ষগণের মধ্যে যে কোন একজন তা ঐভাবে দাবী করেন এবং হাইকোর্ট এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, দরখাস্তকারী বা অনুরূপ অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষিত হবার অধিকারী ছিলেন।

১১। ফলাফল প্রভাবিত হবার কারণে সম্পূর্ণ নির্বাচন বাতিল ঘোষণা: হাইকোর্ট বিভাগ গোটা নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করবেন, যদি তা এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে কোন ব্যক্তির এ আদেশ বা বিধিমালার বিধানাবলী পালন করতে ব্যর্থতা; বা নির্বাচনে ব্যাপক দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী কাজের বিস্তারের কারণে নির্বাচনের ফলাফল গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

১২। নির্বাচনী দরখাস্ত শেষে নতুন ভোটগ্রহণ : যেক্ষেত্রে বিচার শেষ হবার পর যদি দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে ভোট সমানভাবে ভাগ হয়েছে এবং উক্তরূপ যে কোন একজন প্রার্থীর জন্য একটি ভোট যোগ করলে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষিত হবার যোগ্য হবেন সেক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কমিশনকে ঐভাবে জানাবেন। হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপীল দায়ের করা না হলে, কমিশন, আপীল দায়েরের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হবার পর উক্ত প্রার্থীদের সম্পর্কে একটি নতুন ভোট গ্রহণের নির্দেশ দেবেন, এবং অনুরূপ ভোটের জন্য তারিখ ধার্য করবেন, নয়ত কমিশন আপীলের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করবেন এবং উপরোক্তভাবে কাজ করবেন, কেবল যদি হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত সব বিষয়ে আপীলে বহাল করা হয়। ভোট গ্রহণ, ভোট গণনা, ব্যালট পেপার হিসাব প্রস্তুতকরণ, ফলাফল ঘোষণা এবং দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ ও পরিদর্শন সম্পর্কিত এ আদেশের সকল বিধান নতুন ভোটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেমন প্রযোজ্য হয় এ আদেশের বিধানাবলীর অধীন কোন নির্বাচনের ক্ষেত্রে।

১৩। হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্তসার কমিশনকে অবহিতকরণ: হাইকোর্ট বিভাগ, কোন নির্বাচনী দরখাস্তের বিচার নিষ্পত্তির পর যত শীঘ্র সম্ভব তার রায়ের সারাংশ কমিশনে প্রেরণ করবেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব, তার আদেশের একটি প্রমাণীকৃত কপি কমিশনের নিকট প্রেরণ করবেন। হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ প্রাপ্তির পর যত শীঘ্র সম্ভব, কমিশন তা সরকারী গেজেট প্রকাশ করবেন। হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ আদেশ প্রদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

১৪। মামলা প্রত্যাহার: কোন নির্বাচনী দরখাস্ত হাইকোর্ট বিভাগের অনুমতিক্রমে প্রত্যাহার করা যাবে। হাইকোর্ট বিভাগ অনুমতি প্রদান করলে নির্বাচনী দরখাস্তের পক্ষগণ কর্তৃক কৃত খরচ অথবা হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত তার কোন অংশ দরখাস্তকারীকে প্রদান করতে হবে।

১৫। নির্বাচনী দরখাস্ত বাতিল: একমাত্র দরখাস্তকারী বা কয়েকজন দরখাস্তকারীর মধ্যে জীবিত থাকা একমাত্র দরখাস্তকারীর মৃত্যুতে কোন নির্বাচনী দরখাস্ত বাতিল হয়ে যাবে।

কোন নির্বাচনী দরখাস্ত রদ হয়ে গেলে হাইকোর্ট কমিশনকে রদের নোটিশ প্রদান করবেন।

১৬। একতরফা নিষ্পত্তি: যদি কোন নির্বাচনী দরখাস্তের বিচার শেষ হবার পূর্বে কোন পক্ষ মারা যান বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে নোটিশ দেন যে, তিনি দরখাস্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক নন, এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আর কোন পক্ষ নেই, তা হলে হাইকোর্ট আর কোন শুনানী ব্যতীত, অথবা তৎবিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ দিয়ে মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তি করবেন।

১৭। হাজিরা দিতে ব্যর্থতার কারণে নির্বাচনী দরখাস্ত বাতিল: যেক্ষেত্রে কোন নির্বাচনী দরখাস্তের বিচারের যে কোন পর্যায়ে, কোন প্রার্থী হাজির থাকেন না, সেক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ দরখাস্তটি হাজিরা দিতে ব্যর্থতার কারণে খারিজ করে দিতে পারবেন এবং খরচ সম্বন্ধে উপযুক্ত আদেশ দিতে পারবেন।

১৮। কতিপয় ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের খরচের আদেশ দানের ক্ষমতা: হাইকোর্ট বিভাগ, অনুচ্ছেদ ৬২ এর অধীন কোন আদেশ প্রদানকালে, স্বীয় বিবেচনামত খরচ সাব্যস্ত করে কার দ্বারা এবং কাকে অনুরূপ খরচ প্রদান করতে হবে তা নির্দেশ করে একটি আদেশও প্রদান করবেন। যদি খরচ সংক্রান্ত কোন আদেশে কোন পক্ষ কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে খরচ প্রদানের জন্য নির্দেশ থাকে তাহলে, অনুরূপ খরচ ইতোপূর্বে প্রদান করা না হয়ে থাকলে, সম্পূর্ণটাই প্রদানযোগ্য হবে এবং যার অনুকূলে ব্যয় হয়েছে তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে আদেশের ছয়মাসের মধ্যে হাইকোর্টের নিকট পেশকৃত লিখিত দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পক্ষ কর্তৃক জমাকৃত খরচের জামানত হতে, যতদূর সম্ভব, তা প্রদান করা হবে। যেক্ষেত্রে খরচের জামানত জমা দিয়েছেন এরূপ কোন পক্ষের বিরুদ্ধে কোন ব্যয় হয়নি অথবা পূর্বোক্ত ছয় মাসের মধ্যে খরচ প্রদানের জন্য কোন দরখাস্ত পেশ করা হয়নি, অথবা জামানত হতে খরচ প্রদানের পর অবশিষ্টাংশ থাকে সেক্ষেত্রে অনুরূপ জামানত বা ক্ষেত্রমত, তার অবশিষ্টাংশ, যিনি জমা দিয়েছিলেন তার বা তার আইনগত প্রতিনিধির লিখিত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট কর্তৃক দরখাস্তকারীকে ফেরৎ দেয়া হবে। যার কাছ থেকে খরচ আদায় করা হবে তিনি যে জেলায় বাস করেন বা যে জেলায় তার সম্পত্তি আছে বা যে নির্বাচনী এলাকার সাথে বিতর্কিত নির্বাচন সম্পর্কিত সে এলাকা বা তার কোন অংশ যে জেলায় অবস্থিত সে জেলার আদি এখতিয়ার সম্পন্ন প্রদান দেওয়ানী আদালতে লিখিত দরখাস্ত করে খরচের কোন আদেশ কার্যকরী করা যাবে। তবে কোন দরখাস্ত দ্বারা যে খরচ আদায় করা হয়নি সে খরচ সম্পর্কিত ব্যতীত এ ধারার অধীন কোন মামলা আনা যাবে না।



## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

### নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব: সংবিধানে ১১৯ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং নির্বাচন কমিশন সংবিধান ও আইন অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সীমানা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে।

২। নির্বাচন কমিশনের কর্মচারী: সংবিধানে ১২০ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য যেরূপ কর্মচারী প্রয়োজন হবে, নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করলে রাষ্ট্রপতি সেরূপ কর্মচারী ব্যবস্থা করবেন।

৩। নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা অর্পণ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে কমিশন তার চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য বা তার কোন কর্মকর্তাকে যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালনের জন্য দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে। তাছাড়া ৫ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে কমিশন যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে তার নির্দেশ অনুযায়ী কোন দায়িত্ব পালন বা সহায়তা প্রদান করতে নির্দেশ দিতে পারবে।

৪। নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা: সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য।

৫। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ: নির্বাচনের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্যগণ নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করবেন। যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্য পক্ষপাতমূলক কোন আচরণ করেন বা নির্বাচনের ফলাফল প্রভাববিত্ত করার চেষ্টা করে তাহলে নির্বাচন কমিশন তাকে নির্বাচনের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দিতে পারবে এবং তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য 'নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১' শীর্ষক আইন রয়েছে। পরিশিষ্ট-৬ তে উক্ত আইন উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৬। নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ব্যতীত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বদলি না করা: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪ই অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে নির্বাচনী তফসীল ঘোষণার পর হতে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন

কমিশনের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাবৃন্দকে স্ব স্ব কর্মস্থল হতে বদলী না করার বিধান রয়েছেঃ

- (ক) জেলা জজের নিম্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা;
- (খ) জেলা প্রশাসক;
- (গ) পুলিশ সুপার; অথবা
- (ঘ) জেলায় কর্মরত তাঁদের অধীনস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ।

৭। **কতিপয় ক্ষেত্রে কমিশনের নির্বাচনী কার্যক্রম বন্ধ করার ক্ষমতা:** গণপ্রতিনিধিআদেশ, ১৯৭২ এর ৯১ এর বিধান অনুসারে কমিশনের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচনে বল প্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন এবং চাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন বিরাজমান অপকর্মের কারণে ন্যায়ানুগ ও নিরপেক্ষভাবে এবং আইন অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা নিশ্চিত করতে সক্ষম হওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে যে কোন ভোট কেন্দ্র বা ক্ষেত্রমত সম্পূর্ণ নির্বাচনী এলাকায় যে কোন পর্যায়ে ভোটগ্রহণ বন্ধ করতে পারবেন। তাছাড়া, কোন ব্যালট পেপার নাকচ বা গ্রহণসহ, এই অধ্যাদেশ বা বিধিমালার অধীন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারবেন; এবং নির্বাচন নিরপেক্ষ, ন্যায়ানুগ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান ও ক্ষমতা প্রয়োগসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আদেশ প্রদান করতে পারবেন।

৮। **প্রার্থীতা বাতিলের কমিশনের ক্ষমতা:** গণপ্রতিনিধি আদেশ, ১৯৭২ এর ৯১ এর বিধান অনুসারে যদি কোন উৎস হতে প্রাপ্ত রেকর্ড বা মৌখিক কিংবা লিখিত রিপোর্ট হতে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট বা তার নির্দেশে বা তার পক্ষে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি গুরুতর বেআইনী কার্যে লিপ্ত হয়েছেন বা লিপ্ত হবার চেষ্টা করছেন বা এ আদেশ বা এর অধীন প্রণীত বিধিমালা বা আচরণ বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করেছেন বা লংঘনের চেষ্টা করছেন এবং অনুরূপ বেআইনী কার্যে লিপ্ত হওয়া বা লিপ্ত হবার চেষ্টা বা লংঘন বা লংঘনের চেষ্টার জন্য তিনি সদস্য নির্বাচিত হবার বা থাকার অযোগ্য হতে পারেন, সেক্ষেত্রে কমিশন, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করে, বিষয়টি তদন্তের আদেশ দেবেন। তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট বা তার নির্দেশে বা তার পক্ষে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি গুরুতর বেআইনী কার্যে লিপ্ত হয়েছেন বা লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন বা আদেশ বা বিধিমালা বা আচরণ বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করেছেন বা লংঘনের চেষ্টা করছেন এবং অনুরূপ বেআইনী কার্য করার বা চেষ্টা বা ক্ষেত্রমতে লংঘন বা লংঘনের চেষ্টার জন্য তিনি সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বা থাকার অযোগ্য হতে পারেন, তা হলে কমিশন, তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, অনুরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থীপদ বাতিল করতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট পদের নির্বাচন, তাকে বাদ দিয়ে, অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যেক্ষেত্রে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী

প্রার্থীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হতে বিরত রাখার ফলে শুধুমাত্র একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অবশিষ্ট থাকেন সেক্ষেত্রে উক্ত নির্বাচনী আসনে ২০ অনুচ্ছেদের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত আদেশ সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্টকে হাতে-হাতে বা ফ্যাক্স, ই-মেইল বা কুরিয়ার সার্ভিস এর মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় দ্রুত জানিয়ে দেয়া হবে। আরও উল্লেখ্য যে, প্রদত্ত আদেশ অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার এবং অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং অনুরূপ প্রার্থীকে মনোনয়নদানকারী রাজনৈতিক দলকে অবহিত করা হবে এবং উল্লিখিত আদেশ সরকারী গেজেটে ও কমিশন কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত অন্য কোন প্রকারেও প্রজ্ঞাপন আকারে জারী করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা এককভাবে নির্বাচন কমিশনের রয়েছে।

৯। সকল প্রকার প্রভাবের উর্ধে থেকে ও নিরপেক্ষভাবে কর্মসম্পাদন: বিশেষ কোন হলের কোন প্রকার প্রভাব বা হস্তক্ষেপ নির্বাচনের নিরপেক্ষতা যাতে ক্ষুণ্ণ না করতে পারে তা আইন, বিধিমালা ও আচরণ বিধিমালার আলোকে নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনের ন্যায় একটি সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এমন কোন কাজ করবেন না যার দ্বারা তাদেরকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় জনগণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হতে হয় এবং তারা যে পক্ষপাতদুষ্ট এমন ধারণা সৃষ্টি না হয় তার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে প্রতিটি কাজে আইন ও বিধির যথার্থ প্রয়োগ ও অনুসরণ করতে হবে।

১০। সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং কতিপয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা বা কার্যক্রম গ্রহণে বাধা-নিষেধ: আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের জন্য সরকার, নির্বাচন কমিশন বা তার কোন কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বৃজু বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না।

১১। নির্বাচন কমিশন এবং কতিপয় কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে প্রশ্ন উত্থাপনে বাধা-নিষেধ: নির্বাচন কমিশন বা কোন রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার কর্তৃক, বা তদকর্তৃভাষীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কর্ম, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, অথবা প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্তের বৈধতার বিষয়ে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

## চতুর্বিংশ অধ্যায়

### বিবিধ

এ অধ্যায়ে নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম রোধকল্পে ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন ও তাদের কার্যাবলীসহ আনুষংগিক বিষয়াদি বর্ণনা করা হয়েছে।

১। **নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম রোধ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯১এ অনুসারে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পূর্বক অনিয়ম রোধকল্পে ও অনিয়ম নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করণের জন্য ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন করতে পারবে।

২। **ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন:** ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠনের জন্য যে সংখ্যক কর্মকর্তা প্রয়োজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মধ্য হতে নির্বাচন কমিশন সে সংখ্যক কর্মকর্তা নির্ধারণ করবেন।

৩। **ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য:** ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি আইনের অধীন তার কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে নির্বাচন অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পূর্বেই তার বিবেচনা অনুযায়ী তদন্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। তদন্ত অনুষ্ঠান পরিচালনায় কমিটি লিখিতভাবে যে কোন ব্যক্তিকে কমিটির সামনে উপস্থিত হতে এবং শপথ বাক্য বা হলফনামার মাধ্যমে স্বাক্ষরদানে আদেশ দিতে পারবেন।

৪। **ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ:** তদন্ত অনুষ্ঠান শেষে কমিটি তিন দিনের মধ্যে তদন্তের বিষয়াবলী নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করবে এবং এমন সুপারিশ করতে পারবে যাতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যে কোন অনিয়ম কার্যকলাপের দায়ে দায়ী ব্যক্তির উপর আদেশ, কোন কার্যকলাপ বন্ধ অথবা নির্দেশিত কাজের যে কোন প্রকার বরখেলাপ, প্রয়োজনমতে ভুল তথ্য সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আদেশ জারীর সুপারিশ থাকবে।

৫। **নির্বাচন পর্যবেক্ষণ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯১সি অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশন দেশী বা বিদেশী কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনী পর্যবেক্ষক হিসেবে অনুমতি দিতে পারবেন। নির্বাচনী পর্যবেক্ষকগণ কোন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ অথবা কোন রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ম্যানিফেস্টো বা কর্মসূচীর প্রতি তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন থাকতে পারবে না। নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন থেকে পর্যবেক্ষক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদেশী পর্যবেক্ষকদের সুবিধার্থে Policy and Guidelines for Foreign Observers প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা ও Guidelines যথাক্রমে এ ম্যানুয়েলে সংযোজন করা হয়েছে।

৬। **পর্যবেক্ষকের পরিচয়পত্র:** নির্বাচন কমিশনের নির্দেশক্রমে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে প্রণীত পরিচয়পত্র অনুসারে নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের পরিচয়পত্র প্রদান করবেন। রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের তালিকা সংরক্ষণ করবেন। বিশেষ বিবেচনায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতেও নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তক্রমে দেশী বিদেশী পর্যবেক্ষকদেরকে নির্বাচন পর্যবেক্ষকের অনুমতি প্রদান করা হবে। সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে পর্যবেক্ষকদের পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে যা রিটার্নিং অফিসারসহ সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেয়া হবে। রিটার্নিং অফিসার পূর্ব হতেই নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং তা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করবেন। উক্ত তালিকার বাইরে কাউকে নির্বাচন পর্যবেক্ষকের অনুমতি প্রদান করা যাবে না।

৭। **নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পর্যবেক্ষক:** নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নিজস্ব কর্মকর্তাদের বা অন্য কর্মকর্তাদেরকেও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ/তদারকীর জন্য প্রেরণ করবেন। সে ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৮। **গাড়ী অধিযাচন:** নির্বাচন কমিশন লিখিত অনুরোধ করলে সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কোন ভোটকেন্দ্রে বা কেন্দ্র হতে ব্যালট বাস্ক বা অন্যান্য নির্বাচনী দ্রব্যাদি কোন কর্তব্য পালনে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে আনা-নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রয়োজন হতে পারে এরূপ কোন যানবাহন বা জলযান অধিযাচন করতে পারবে। তবে কোন প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নির্বাচন সংক্রান্ত কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন যানবাহন বা জলযান এরূপে অধিযাচন করা যাবে না। অধিযাচনকৃত যানবাহন বা জলযানের মালিককে, সরকার বা যানবাহন বা জলযানটির অধিযাচনকারী কর্মকর্তা, স্থানীয়ভাবে প্রচলিত ভাড়ার ভিত্তিতে তার ভাড়া নির্ধারণপূর্বক ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন। তবে এরূপে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দ্বারা সংস্কৃত যানবাহন বা জলযানের মালিক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করলে সরকার, এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত সালিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।

৯। **কতিপয় ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা:** নির্বাচন কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আদেশ প্রদান করতে পারবেঃ

(ক) নির্বাচনের যে কোন পর্যায়ে যে কোন ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ করতে পারবে, যদি তার নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তা নির্বাচনে বলপ্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন এবং চাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন বিরাজমান অপকর্মের কারণে তা ন্যায়সংগত ও নিরপেক্ষভাবে এবং আইন অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে না;

- (খ) কোন ব্যালট পেপার বাতিল বা গ্রহণসহ, এই বিধিমালার অধীন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারবে; এবং
- (গ) অধ্যাদেশ ও এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন নিরপেক্ষ, ন্যায়সংগত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিতকরণের জন্য, তার মতে, প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী জারী করতে, ক্ষমতা প্রয়োগ করতে এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আদেশ প্রদান করতে পারবে।

১০। **ভিজিলাস ও অবজারভেশন টীম গঠন:** নির্বাচন অনুষ্ঠান যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় এবং উক্ত নিরপেক্ষতা যাতে জনগনের নিকট দৃশ্যমান হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভিজিলাস ও অবজারভেশন টীম গঠন করতে হবে। উক্ত টীমে বেসরকারী পর্যায়ের দল নিরপেক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। জরুরী ভিত্তিতে উক্ত টীম গঠন করতঃ টীমের সদস্যদের তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১১। **ভিজিলাস ও অবজারভেশন টীম কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রতিবেদন দাখিল:** উল্লিখিত টীমকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনী আচরণ বিধি ভংগ হয়েছে কিনা অথবা ভংগ হবার আশংকা রয়েছে কিনা বা নির্বাচনী প্রচারণা ও নির্বাচনী ব্যয় বাবদ নির্বাচন বিধিমালার বিধিতে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ব্যয় করেছে কিনা বা অন্যান্য বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করেছে কিনা তা সরেজমিনে পরিদর্শন করতে নির্দেশ দেবেন। আচরণ বিধিমালা ভংগের কোন বিষয় নজরে আসা মাত্রই ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটিকে জানাতে হবে। অন্যান্য নির্বাচনী বিধি-নিষেধ ভঙ্গের ক্ষেত্রে মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ফৌজদারী আদালতেও অভিযোগ (Complaint) দায়ের করা যাবে। প্রয়োজনে উদ্ভূত সমস্যাবলী তাৎক্ষণিকভাবে নিরসনের পরামর্শ দেবেন। এ ছাড়াও স্থানীয় পরিস্থিতির উপর তিন দিন অন্তর অন্তর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দিতে হবে। প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট বা তাদের পক্ষে অন্য কেউ আচরণ বিধিমালার কোন বিধি ভংগ করলে বা ভংগ করার চেষ্টা করলে বা বিধিমালার কোন বিধি বিশেষ করে নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করলে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

১২। **আচরণ বিধিমালা অবহিতকরণ:** ভিজিলাস টীম ও অবজারভেশন টীমের সদস্যসহ সকল প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলকে এবং তাদের নির্বাচনী এজেন্টকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিধান এবং উক্ত বিধান ভঙ্গের দায়ে প্রদেয় শাস্তি বিশেষ করে আচরণ বিধি ভঙ্গের দায়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিলকরণের বিষয় অবগত করানো নিশ্চিত করতে হবে।

১৩। **নির্বাচন মনিটরিং টীম গঠন:** অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নির্বাচন মনিটরিং টীম গঠন করতে হবে। উক্ত টীম গঠনের সাথে সাথে টীমের সদস্যদের নামের তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এই টীম নির্বাচন সংক্রান্ত আইন, বিধি, নির্বাচনী আচরণ বিধি এবং নির্বাচনের সার্বিক বিষয়াদি যথাযথ ও সঠিকভাবে পালন হচ্ছে কিনা তা তদারক করবে ও প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই টীম বিশেষ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে আর বিশেষ প্রয়োজন না হলে প্রতি ষাঁচ দিন পর পর উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করবে।

১৪। **আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সেল গঠন:** জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতকরণে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন ও সুসংহতকরণের লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সেল গঠন করতে হবে। এ সেলে অন্যান্য সদস্যগণ হবেন পুলিশ সুপার বা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের একজন প্রতিনিধি, সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও সহযোগী আইন শৃংখলা সংস্থা কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাবৃন্দ। অবিলম্বে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সেল গঠন করতঃ উক্ত সেলের সদস্যদের তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এ সেল নির্বাচনী এলাকায় আইন-শৃংখলা সংরক্ষণকল্পে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই সেলও আইন শৃংখলাসহ সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাাদি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করবে।

১৫। **সকল প্রকার ভোটারদের বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের ভোট প্রদান নিশ্চিতকরণ:** সকল স্তরের ভোটারদের এবং বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে ভোটদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যকলাপ সম্পর্কে যেন সকল শ্রেণীর ভোটার পূর্ব থেকে নিশ্চিত হতে পারেন তা উপযুক্ত প্রচারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে। ভোটদানের জন্য ভোটারগণ যাতে নির্বিঘ্নে ও স্বচ্ছন্দে ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেন সে উদ্দেশ্যে নিশ্চয়তামূলক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী ভ্রাম্যমান ইউনিটসমূহ কর্তৃক নিবিড় টহলদানের ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যাপ্ত সংখ্যায় আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের ভোটকেন্দ্রে মোতায়েনসহ চিহ্নিত গোলযোগপূর্ণ ভোটকেন্দ্রসমূহে বেশী সংখ্যায় আইন শৃংখলা বাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থা করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এবং ভোটকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং যে কোন প্রকার অশুভ কার্যকলাপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সদা সতর্ক থাকার জন্য আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্যগণকে কঠোর নির্দেশ প্রদান করতে হবে।

১৬। **গৃহীত ব্যবস্থাাদি নির্বাচন কমিশনকে অবহিতকরণ:** ভিজিল্যান্স টীম ও অবজারভেশন টীম, মনিটরিং টীম ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সেল গঠন করে তা এবং উক্ত টীমসমূহের কার্যক্রম রিটার্নিং অফিসার নির্ধারিত তিন দিন পর পর বা ক্ষেত্রমত

তাৎক্ষণিক নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করবেন এবং টীমসমূহ কর্তৃক নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবগত করানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১৭। **কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন:** জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সামগ্রিক কার্যক্রম শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসার আইন-শৃংখলা রক্ষাকল্পে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার বা পুলিশ কমিশনারের সাথে আলোচনাক্রমে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। উক্ত কর্মপরিকল্পনা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করতে হবে।





## পরিশিষ্টসমূহ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (অক্টোবর ২০০৮ পর্যন্ত সংশোধিত) .....	১১১
নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ .....	১৭৫
আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ .....	২৩৭
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ .....	২৪৫
গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন), ২০০৮ .....	২৫৭
গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (দ্বিতীয় সংশোধন), ২০০৮ .....	২৭৭
নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ .....	২৮১
পর্যবেক্ষক নীতিমালা .....	২৮৫
ভোটারদের জন্য নির্দেশিকা .....	৩১৫
পোলিং এজেন্টদের জন্য নির্দেশাবলী .....	৩২০
ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ নির্দেশাবলী .....	৩২৫



# THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ORDER, 1972

(President's Order No. 155 of 1972)

[26TH DECEMBER, 1972]

**(as amended upto October, 2008)**

WHEREAS it is necessary to provide for the conduct of elections to Parliament and for matters connected therewith and incidental thereto;

Now, THEREFORE in pursuance to the provisions of paragraph 3 of the Fourth SCHEDULE to the Constitution of the People's Republic of Bangladesh and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make and promulgate the following Order :-

## CHAPTER I-PRELIMINARY

1. (i) This Order may be called the Representation of the People Order, 1972.

(ii) It extends to the whole of Bangladesh.

(iii) It shall come into force at once.

2. In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(i) "ballot paper account" means a ballot paper account prepared under clause (10) of Article 36;

<sup>1</sup>[(*ia*) "ballot paper book" means a book containing ballot papers from which ballot papers are used to electors;]

(ii) "candidate" means a person proposed as a candidate from election as a member;

<sup>2</sup>[(*ia*) "Code of Conduct" means the Code of Conduct formulated under Article 91B;]

<sup>3</sup>[(*ia*) "Commission" means the Election Commission within the meaning of the Constitution;]

(iv) "Constituency" means a constituency delimited for the purpose of election of a member;

(v) "Constitution" means the Constitution of the People's Republic of Bangladesh;

---

<sup>1</sup> Inserted by 2001 সনের ৫৭নং আইন, স. ২(ক) :

<sup>2</sup> Inserted. *ibid.*, s. ২(খ) :

<sup>3</sup> Substituted by Ordinance No. L of 1978, for clause (iii).

- (vi) "contesting candidate" means a candidate who has been validly nominated for election as a member and has not withdrawn his candidature;
- (vii) "election" means election to a seat of a member held under this Order;
- (viii) "election agent" means an election agent appointed by a candidate under Article 21 and, where no such appointment is made, the candidate acting as his own election agent;
- <sup>1</sup>[(viiiia) "election expenses" means the election expenses as defined, in Article 44A;
- (viiiib) "election observer" means a person permitted in writing by the Commission or by any person authorised by it in this behalf to observe any election under this Order, and includes a group of such observers;]
- (ix) "election petition" means an election petition made under Article 49;
- (x) "elector" in relation to a constituency, means a person who is enrolled on the electoral roll in that constituency;
- <sup>2</sup>[(xi) "electoral roll" means the final electoral roll prepared under the Electoral Rolls Ordinance, 2007 (Ord. No. XVII of 2007); ]
- <sup>4</sup><sup>5</sup> [\*\*\* \*\*]
- <sup>6</sup>[(xiao) "law enforcing agency" means any Police Force, Armed Police Battalion, Rapid Action Battalion, Ansar Force, Battalion Ansar, Bangladesh Rifles, Coast Guard Force and the Defence Services of Bangladesh;]
- (xii) "member" means a member of Parliament
- (xiii) "nomination day" means the day appointed under Article 11 for the nomination of candidates;
- (xiv) "Parliament" means Parliament for Bangladesh as defined in Article 152 of the Constitution;
- <sup>7</sup>[(xiva) "political party" means a political party as defined in article 152 (1) of the Constitution;]
- (xv) "polling agent" means a polling agent appointed under Article 22;

<sup>1</sup> Inserted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, স. ২(গ)

<sup>2</sup> Substituted by Ordinance No. XX of 1984, for clause (xi)

<sup>3</sup> substituted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>4</sup> Inserted by Act XXIII of 1994, s. 2.

<sup>5</sup> deleted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>6</sup> substituted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>7</sup> Inserted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, স. ২(ঙ)

- (xvi) "polling day" means the day on which poll is taken for an election;
- (xvii) "polling officer" means a polling officer appointed under Article 9 for a polling station;
- (xviii) "prescribed" means prescribed by rules made under this Order;
- (xix) "Presiding Officer" means a Presiding Officer appointed under Article 9 for a polling station and includes an Assistant Presiding Officer exercising the powers and performing the functions of Presiding Officer;
- <sup>1</sup>[(xixa) "registered political party" means a political party registered under Article 90A;]
- (xx) "returned candidate" means a candidate who has been declared elected as a member under this Order;
- (xxi) "Returning Officer" means a Returning Officer appointed under Article 7 and includes an Assistant Returning Officer exercising the powers and performing the functions of Returning Officer.
- <sup>2</sup>[(xxia) "rule" means any rule made under this Order;]
- (xxii) "scrutiny day" means the day appointed under Article 11 for the scrutiny of nomination papers;
- (xxiii) "spoilt ballot paper" means a ballot paper which has been spoiled and is returned to the Presiding Officer under Article 34;
- <sup>3</sup>[(xxiiiia) "statutory public authority" means a statutory public authority as defined in article 152 (1) of the Constitution;]
- <sup>4</sup>[(xxiv) "ward" means a ward of a union.]
- (xxv) "withdrawal day" means the day appointed under Article 11 on or before which candidature may be withdrawn.

## CHAPTER II - ELECTION COMMISSION

<sup>5</sup>[3. The Election Commission, constituted in accordance with Article 118 of the Constitution, may be strengthened by appointing such number of Commissioners as may be deemed necessary.

3A. Subject to the provisions of this Order, the Commission shall regulate its own procedure.]

<sup>1</sup> Substituted, *ibid.*, s. ২(৫), for clause (xixa).

<sup>2</sup> Inserted, *ibid.*, s. ২(৫) :

<sup>3</sup> Inserted, *ibid.*, s. ২(৫) :

<sup>4</sup> Substituted, *ibid.*, s. ২(৫), for clause (xxiv).

<sup>5</sup> Substituted by Act. XXIII of 1994, s. 3, for the former Article 3.

4. The Commission may authorise its chairman or any of its members or any of its officers to exercise and perform all or any of its powers and functions under this order.

5. (1) The Commission may require any person or authority to perform such function or render such assistance for the purposes of this Order as it may direct.

(2) All executive authorities of the Government shall assist the Commission in the performance of its functions, and for this purpose the President may, after consultation with the Commission, issue such directions as he may consider necessary.

6. (1) The Government or an Officer authorised by it in this behalf, may upon a request made in this behalf by the Commission, by an order in writing, requisition any such vehicle or vessel as is needed or is likely, to be needed for the purpose of transporting to and from any polling station ballot boxes or other election materials or any Officer or other person engaged for the performance of any duties in connection with the election:

Provided that no vehicle or vessel which is being used by a candidate or his election agent for any purpose connected with the election of such candidate shall be so requisitioned.

(2) Any person authorised in this behalf by the Government may take possession of any vehicle or vessel requisitioned under clause (f) and may for that purpose use such force including police force, as may be reasonable necessary.

(3) Where any vehicle or vessel is requisitioned under clause (2), there shall be paid to the owner thereof compensation the amount of which shall be determined by the Government or the officer requisitioning the vehicle or vessel on the basis of the fares and rates prevailing in the locality for its hire:

Provided that where the owner of the vehicle or vessel being aggrieved by the amount of compensation so determined, makes an application to the Government within the period of thirty days from the date the amount has been determined for the matter being referred to an arbitrator the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the Government may determine.

### CHAPTER III -ELECTION

[7. <sup>1</sup>\* \* \*(1) The Commission shall appoint a Returning Officer for each constituency for the purpose of election of a member for that

<sup>1</sup> Substituted by Act XXIII of 1994, s. 4, for the former Article 7.

Constituency; and a person may be appointed as Returning Officer for two or more constituencies.

(2) The Commission may appoint as many Assistant Returning Officers as may be necessary:

Provided that no Assistant Returning Officer shall be appointed for more than one constituency.

(3) An Assistant Returning Officer shall assist the Returning Officer in the performance of his functions under this order and may, subject to any condition imposed by the Commission, exercise and perform under the control of the Returning Officer, the power and functions of the Returning Officer.

(4) It shall be the duty of a Returning Officer to do all such acts and things as may be necessary for effectively conducting an election in accordance with the provisions of this order and the rules.

(5) Subject to the superintendence, direction, and control of the Commission, the Returning Officer shall supervise all work in the district in connection with the conduct of elections and shall also perform such other duties and functions as may be entrusted to him by the Commission,

(6) The Commission may, at any time, for reasons to be recorded in writing, withdraw any officer performing any duty in connection with an election, or any other public functionary, or any other law enforcing personnel who obstructs or prevents or attempts to obstruct or prevent the conduct of fair and impartial poll or interferes or attempts to interfere with an elector when he records his vote, or influences in any manner the polling staffer an elector or does any other act calculated to influence the result of election, and make such arrangements as it may consider necessary for the performance of the functions of the officer or person so withdrawn.

<sup>2</sup>[(7) Where the Commission withdraws any officer or person under clause (6), it-

- (a) may, if such officer or person is working in any polling station or constituency, direct him to leave the polling station or the constituency at once;
- (b) shall, in case of a direction under sub-clause (a), direct such officer or person to remain out of the constituency for the period specified in the direction and accordingly he shall comply with the direction,

<sup>1</sup> The words and comma "Appointment of District Returning Officer and Returning Officer, etc." were omitted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, স. ৩(ক)।

<sup>2</sup> Substituted by *ibid.*, s. ৩(খ), for clause (7).



and if he is required to perform any official duty only in that constituency, his appointing authority shall make arrangement for his leave or otherwise;

(c) shall refer the matter to the appropriate authority for taking disciplinary and other actions in relation to such officer or person.]

8. <sup>1</sup>[(1) The Commission shall maintain a list of polling stations for the purpose of election of a member for every constituency.]

(2) <sup>2</sup>[The Commission may make such alterations in the list of polling stations as it may consider necessary and shall, at least twenty five days] before the polling day, publish in the Official Gazette the final list of polling stations specifying the area the electors whereof will be entitled to vote at each polling station.

(3) The Returning Officer shall provide each constituency with polling stations according to the final list published under clause (2).

(4) No polling station shall be located in any such premises as belong to, or are under the control of, any candidate.

<sup>3</sup>[(5) At any time after the finalization of candidature, if it is found that any polling station published in the Official Gazette under clause (2), belongs to, or is under the control of any candidate, the Commission may alter such polling station.]

9. <sup>4</sup>[(1) The Returning Officer shall, by a notice in writing, require all heads of offices, institutions and establishment, whether Government or non-Government, in the district to provide him with a list of their Officers and employees of such grades as he may specify for preparation of a panel of Presiding Officers, Assistant Presiding Officers and Polling Officers from among them.

(1A) After the preparation of the panel, the Returning Officer shall send a copy, thereof to the heads of all the Offices, institutions and establishments whose Officers and employees have been included in the panel with a request to place the service of these officers and employees at the disposal of the Commission for use for election purpose and also forward a copy of the panel to the Commission.

(1B) The Returning Officer shall appoint from the panel for each polling station a Presiding Officer and such number of Assistant Presiding Officers

<sup>1</sup> Substituted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>2</sup> Substituted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>3</sup> Inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>4</sup> Substituted by Act XXIII of 1994, s.5, for the former clause (1).

and Polling Officers to assist the Presiding Officers as the Returning Officer may consider necessary:

Provided that a person who is, or has at any time been, in the employment of any candidate shall not be appointed as a Presiding Officer, Assistant Presiding Officer or Polling Officer.]

(2) A Presiding Officer shall conduct the poll in accordance with the provisions of this Order, and the rules, shall be responsible for maintaining order at the polling station and shall report to the Returning Officer any factor incident which may, in his opinion, affect the fairness of the poll:

Provided that during the course of the poll the Presiding Officer may entrust such of his functions as may be specified by him to any Assistant Presiding Officer and it shall be the duty of the Assistant Presiding Officer to perform the functions so entrusted.

(3) The Returning Officer shall authorise one of the Assistant Presiding Officers to act in place of the Presiding Officer if the Presiding Officer is, at any time during the poll, by reason of illness or other cause, not present at the polling station, or is unable to perform his functions; and any absence of the Presiding Officer, and the reasons therefor, shall as soon as possible after the close of the poll, be reported to the Returning Officer.

(4) The Returning Officer may, at any time during the poll for reasons to be recorded in writing, suspend any Presiding Officer, Assistant Presiding Officer, Polling Officer and make such arrangements as he may consider necessary for the performance of the functions of the Officer so suspended.

10. (1) The Commission shall provide the Returning Officer for each constituency with copies of electoral rolls for that constituency <sup>1</sup>[immediately after the publication of notification under clause (1) of Article 11].

(2) The Returning Officer shall provide the Presiding Officer of each Polling station with copies of electoral rolls containing the names of the electors entitled to vote at that polling station.

11. (1) For the purpose of holding elections for constituting Parliament, the Commission shall, by notification in the Official Gazette, call upon the electors to elect a member from each constituency and shall, in relation to each constituency, specify in the notification.

<sup>2</sup>[(a) a day on or before which the nomination of candidates may be filed;

<sup>1</sup> Inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>2</sup> Substituted by Ordinance No. XIX of 1986, for sub-clause (a).

- (b) a day <sup>1</sup>[or days] for the scrutiny of nomination papers;
- (c) a day on or before which candidature may be withdrawn; and
- (d) a day <sup>2</sup>[or days], at least fifteen days after the withdrawal day, for the taking of the poll.

(2) A Returning Officer shall, as soon as may be after the publication of a notification under clause (1), give public notice of the dates specified by the Commission in respect of the constituency or constituencies of which he is the Returning Officer; and the public notice shall be published at some prominent place or places within the constituency to which it relates.

(3) A public notice issued under clause (2) shall also invite nominations and specify the time before which and the place at which nomination papers shall be received by the Returning Officer <sup>3</sup>[or the Assistant Returning Officer].

12. <sup>4</sup>[(1) Any elector of a constituency may propose or second for election to that constituency, the name of any person qualified to be a member under clause (1) of Article 66 of the Constitution:

Provided that a person shall be disqualified for election as or for being, a member, if he-

- (a) is not listed in the electoral roll of any constituency;
- (b) is not nominated by any registered political party or is not an independent candidate;
- (c) is a person holding any office of profit in the service of the Republic or of a statutory public authority;
- (d) is a person who is convicted of an offence punishable under Article 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, or 86 and sentenced to imprisonment for a term of not less than two years, unless a period of five years has elapsed since the date of his release;
- (e) is a person whose election to a seat is declared void on any of the grounds mentioned in sub-clauses (c), (d) and (e) of clause (1) of Article 63, unless a period of five years has elapsed since the date of such declaration;
- (f) has resigned or retired from the service of the Republic or of any statutory public authority or of the defence service, unless a period of three years has elapsed since the date of his resignation or

<sup>1</sup> The words "or days" were inserted, *ibid*.

<sup>2</sup> The words "or days" were inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>3</sup> Inserted by Ordinance NO. XVII of 1986.

<sup>4</sup> Clause 12(1) was substituted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

retirement;

- (g) has been dismissed, removed or compulsorily retired from the service of the Republic or of any statutory public authority or of the defence service, unless a period of five years has elapsed since the date of his dismissal, removal or compulsory retirement;
- (h) has been appointed on contract to the service of the Republic or of any statutory public authority or of the defence service unless a period of three years has elapsed since the expiry or termination of such contract;
- (i) is holding or has resigned or retired or has been discharged from the chief executive post of any non-government organization unless a period of three years has elapsed since such resignation retirement, or discharge;
- (j) not being an independent candidate, has not been a member of a registered political party for three years:

Provided that this provision shall not apply to a nominated candidate of any political party during the period of three years from the date of its first registration with the Commission;

- (k) whether by himself or by any person or body of persons in trust for him or for his benefit or on his account or as a member of a Hindu undivided family, has any share or interest in a contract, not been a contract between a co-operative society and Government, for the supply of goods to, or for the execution of any contract or the performance of any services undertaken by Government;
- (l) being a loanee, other than a loanee who has taken small loan for agricultural purposes, has defaulted in repaying before <sup>1</sup>[fifteen days] from the day of submission of nomination paper any loan or an instalment thereof taken by him from a bank or financial institution;
- (m) is a director of a company or a partner of a firm who has defaulted in repaying before <sup>2</sup>[fifteen days] from the day of submission of nomination paper any loan or an instalment thereof taken by him from a bank or financial institution;
- <sup>3</sup>[(n) personally has failed to pay the telephone, gas, electricity, water or any other bill of any service providing organization of the Government before fifteen days from the day of submission of

<sup>1</sup> The words "fifteen days" were substituted for the words "six months" by Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>2</sup> The words "fifteen days" were substituted for the words "six months" by Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>3</sup> The sub-clause (n) was substituted by Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 2008.

nomination paper;] or

- (o) has been convicted as a war criminal by any national or international Court or Tribunal.

**Explanation I.-** “office of profit” means holding any office, post or position in the full-time service of the Republic or any statutory public authority or company in which government has more than 50% (fifty percent) share.

**Explanation II.-** <sup>1</sup>[The disqualification under sub-clause (k) shall not apply to a person]-

- (i) where the share or interest in the contract devolves on him by inheritance or succession or as a legatee, executor or administrator, until the expiration of six months after it has so devolved on him or such longer period as the president may, in any particular case allow; or
- (ii) where the contract has been entered into by or on behalf of a public company as defined in the Companies Act, 1994 (Act No. XVIII of 1994), of which he is a share-holder but is neither a director holding an office of profit under the company nor a managing agent; or
- (iii) where he is a member of Hindu undivided family and the contract has been entered into by any other member of that family in the course of carrying on a separate business in which he has no share or interest.

**Explanation III.-** “bank” means-

- (i) any “bank company” as defined in Bank Company Act, 1991 (Act No.14 of 1991);
- (ii) “Bangladesh Shilpa Rin Sangstha” established under Bangladesh Shilpa Rin Sangstha Order, 1972 (P.O.No. 128 of 1972);
- (iii) “Bangladesh Shilpa Bank” established under Bangladesh Shilpa Bank Order, 1972 (P.O.No. 129 of 1972);
- (iv) “Bangladesh House Building Finance Corporation” established under Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O.No.17 of 1973);
- (v) “Bangladesh Krishi Bank” established under Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O.No. 27 of 1973);
- (vi) “Investment Corporation of Bangladesh” established under

<sup>1</sup> The amendment was made by the Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 2008.

Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ord. No. XI of 1976);

- (vii) "Rajshahi Krishi Unnayan Bank" established under Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 (Ord. No.LVIII of 1986);
- (viii) "Basic Bank Limited" (Bangladesh Small Industries and Commerce Bank Limited) established under Companies Act, 1994 (Act No.XVIII of 1994).

**Explanation IV.-** "small loan for agricultural purposes" means all crops loan excepting tea, tobacco and includes short term loan for development of fishery and marketing of agricultural produce and long term loan for irrigation equipment, animal husbandry, development of fishery, agricultural equipment, nursery and horticulture, betel-leaf plantation, management of Jalmahal and for the purpose of producing silk worm, tuth tree, lakhkha tree, catechu tree, etc. the amount of which shall not exceed taka one lakh aggregating with interest and capital against every loan.

**Explanation V.-** A person or a company or a firm shall be deemed to have defaulted in repaying a loan or an instalment thereof referred to in sub-clauses (l) and (m) of Article 12(1) if he or it is a defaulter within the meaning of the expression 'defaulter loanee' as defined in Bank-Company Act,1991(Act 14 of 1991) and for financial institution, as defined by Bangladesh Bank under Financial Institution Act, 1993 (Act No. 27of 1993). The list of defaulter may be obtained from CIB of Bangladesh Bank or from the concerned bank or financial institution.

**Explanation VI.-** "financial institution" means a non-banking financial institution as defined in Financial Institution Act, 1993 (Act No. 27of 1993).

**[ Explanation VII.- 'chief executive' referred to in sub-clause (i) of Article 12(1) means a person holding full time post of a chief executive of any non-government organization who receives salary and other emoluments in that capacity.]**

(2) Every proposal shall be made by a separate nomination paper in the prescribed form which shall be signed by the proposer and the seconder and shall contain-

- (a) a declaration signed by the candidate that he has consented to the nomination and that he is not subject to any disqualification for

---

<sup>1</sup> The explanation VII was added by Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 2008.

being, or being elected as, a member; <sup>1</sup>\*\*\*

- (b) a declaration signed by the proposer and the seconder that neither of them has subscribed to any other nomination paper either as proposer or seconder <sup>2</sup>[; and]

<sup>3</sup>[(c) a declaration signed by the candidate that he is not a candidate for more than three constituencies.]

(3) Every nomination paper shall be delivered by the candidate, or his proposer, or seconder to the Returning Officer [or the Assistant Returning Officer] who shall acknowledge the receipt of the nomination paper specifying the date and time of receipt.

<sup>4</sup> [(3a) Every nomination paper under clause (2) shall be delivered along with the following documents, namely-

- (a) in the case of an independent candidate, a list of signatures of one percent electors of the concerned constituency:

Provided that such list need not to be delivered if the independent candidate has previously been elected in any parliamentary election;

- (b) a certificate signed by the chairman or secretary or a person holding the equivalent rank on behalf of the registered political party stating that the candidate has been nominated by that party:

Provided that any registered political party may primarily nominate more than one candidate and if more than one candidate are nominated, the name of one nominated candidate shall be sent to the Returning Officer in writing before the scrutiny of the nomination papers.

(3b) Every nomination paper under clause (2) shall be delivered along with an affidavit signed by the candidate which shall include the following information and particulars, namely-

- (a) an attested copy of the certificate of his highest educational qualification;
- (b) whether at present he is accused of any criminal offence or not;
- (c) whether he has any past criminal record, and if any, the judgement of the case;
- (d) description of his profession or business;
- (e) probable sources of his income;
- (f) a statement of property or debt of his own or his dependents;

<sup>1</sup> The word "and" deleted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>2</sup> The word "and" inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>3</sup> Inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>4</sup> Inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

- (g) what promises he made before an election in which he was elected as a member in the past, and how many of those promises were fulfilled; and
- (h) the amount of loan received by him alone, or jointly or by his dependents from any bank or financial institution, and the amount of loan received by him from any bank or financial institution as a Chairman, Managing Director or Director thereof.

**Explanation.-** "dependent" means the wife or husband of a candidate and includes son, daughter, father, mother, brother or sister of the candidate who are fully dependent upon him."

(4) A person may be nominated in the same constituency by more than one nomination paper [and a nomination paper may be delivered to both the Returning Officer and the Assistant Returning Officer].

(5) If any person subscribes to more than one nomination paper, all such nomination papers, except the one received first by the Returning Officer [or the Assistant Returning Officer, as the case may be], shall be void.

(6) The Returning Officer shall give a serial number to every nomination paper and endorse thereon the name of the person presenting it, and the date and time of its receipt, and inform such person of the time and place at which he shall hold scrutiny.

<sup>1</sup>[(6a) The Assistant Returning Officer shall give a serial number to every nomination paper and endorse thereon the name of the person presenting it, and the date and time of its receipt, and inform such person of the time and place at which the Returning Officer shall hold scrutiny, and immediately after the time for receiving nomination paper is over, forward all the nomination papers received by him to the Returning Officer.]

(7) The Returning Officer shall cause to be affixed at some conspicuous place in his office a notice of every nomination paper received by him <sup>1</sup>[or received by the Assistant Returning Officer and forwarded to him under clause (6a) containing particulars of the candidate and the names of the proposer and seconder as shown in the nomination paper.]

13. (1) Subject to the provisions of clause (2), no nomination paper delivered under Article 12 shall be accepted unless-

- (a) a sum of Taka <sup>2</sup>[ten thousand] is deposited in cash by the candidate or by any person on his behalf at the time of its delivery; or

<sup>1</sup> Inserted by Ordinance No. XVII of 1986.

<sup>2</sup> Substituted by Ordinance No. XVI of 1986, for "ten thousand".

<sup>3</sup> Substituted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ৫, for "five".



<sup>1</sup>[(b) it is accompanied by a receipt or a true copy thereof duly attested by a gazetted government servant showing that a sum as aforesaid has been deposited by the candidate or by any person on his behalf with the Returning Officer or the Assistant Returning Officer or at any Bank or at a Government Treasury or Sub-Treasury.]

(2) Not more than one deposit under clause (1) shall be required in the case of a person who has been nominated as candidate by more than one nomination paper.

<sup>2</sup>[13A. (1) Notwithstanding anything contained in this Order, no person may at the same time be a candidate for more than <sup>3</sup>[three] constituencies.]

(2) <sup>4</sup>\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

(3) If a person is at the same time a candidate for more than <sup>5</sup>[three] constituencies, all his nomination papers in respect of all the constituencies shall be void.]

14.(1) The candidates, their election agents, proposer and seconders, and one other person authorised in this behalf by each candidate may attend the scrutiny of nomination paper and the Returning Officer shall give them reasonable opportunity for examining all nomination papers <sup>6</sup>[delivered or forwarded to him] under Article 12.

(2) The Returning Officer shall, in the presence of the persons attending the scrutiny under clause (1), examine the nomination papers and decide any objection raised by any such person to any nomination.

(3) The Returning Officer may, either of his own motion or upon any objection, conduct such summary enquiry as he may think fit and reject a nomination paper if he is satisfied that-

- (a) the candidate is not qualified to be elected as a member;
- (b) the proposer or the seconder is not qualified to subscribe to the nomination paper;
- (c) any provision of Article 12 or Article 13 has not been complied with; or
- (d) the signature of the proposer or the seconder is not genuine:

Provided that-

- (i) the rejection of a nomination paper shall not invalidate the

<sup>1</sup> Substituted by Ordinance No. XVII of 1986, for sub-clause (b).

<sup>2</sup> Inserted by Ordinance No. XVIII of 1986.

<sup>3</sup> Substituted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>4</sup> Clauses (2) deleted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>5</sup> Substituted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>6</sup> Substituted by Ordinance No. XVII of 1986, for "delivered to him".

- nomination of a candidate by any other valid nomination paper;
- (ii) the Returning Officer shall not reject a nomination paper on the ground of any defect which is not a substantial nature and may allow any such defect to be remedied forthwith; and
  - (iii) the Returning Officer shall not enquire into the correctness or validity of any entry in the electoral roll.

(4) The Returning Officer shall endorse on each nomination paper his decision accepting or rejecting it <sup>1</sup>[ ] record a brief statement of the reason therefor.

<sup>2</sup>[(5) If a candidate is aggrieved by the decision of the Returning Officer, he may prefer an appeal to the Commission within the prescribed period and any order passed on such appeal shall be final.]

15 (1) The Returning Officer shall, after the scrutiny of nomination papers, prepare and publish in the prescribed manner a list of candidates who have been validly nominated.

(2) In case an appeal against rejection of a nomination paper has been accepted by the Commission, the list of validly nominated candidates shall be revised accordingly.

16. (1) Any validly nominated candidate may, by notice in writing signed by him and delivered, on or before the withdrawal day, to the Returning Officer, either by such candidate in person or by an agent authorised in this behalf in writing by such candidate, withdraw his candidate.

(2) A notice of withdrawal under clause (1) shall, in no circumstances, be open to recall or cancellation.

(3) On receiving a notice of withdrawal under clause (1) the Returning Officer shall, if he is satisfied that the signature on the notice is that of the candidate, cause a copy of the notice to be affixed at some conspicuous place in his Office.

(4) The Returning Officer shall, on the day next following the withdrawal day prepare and publish in the prescribed manner a list of contesting candidates.

17. (1) If a validly nominated candidate who has not withdrawn his candidature dies, <sup>3</sup>[or if his candidature is cancelled under clause (2) of Article 91E,] the Returning Officer shall, by public notice terminate the proceedings relating to that election.

<sup>1</sup> Deleted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>2</sup> Substituted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>3</sup> Inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

(2) Where Proceedings relating to an election have been terminated under clause (1), fresh proceedings shall be commenced in accordance with the provisions of this Order as if for a new election <sup>1</sup>[:

Provided that it shall not be necessary for the other contesting candidates to file fresh nomination papers or make a further deposit under Article 13.]

18. Where the proceedings relating to nomination, scrutiny or withdrawal cannot, for reasons beyond the control of the Returning Officer, take place on the day appointed therefor, he may postpone or adjourn such proceedings and shall with the approval of the Commission, by the public notice fix another day for the proceedings so postponed or adjourned and, if necessary, also the day or days for subsequent proceedings.

19. (1) Where, after scrutiny under Article 14, only one person remains as a validly nominated candidate for election as a member from a constituency or where after withdrawal under Article 16 only one person is left as a contesting candidate, the Returning Officer shall, by public notice, declare such candidate to be elected to the seat:

Provided that if after scrutiny any candidate indicates that he intends to make an appeal under clause (5) of Article 14 against the rejection of his nomination paper, no person shall be declared elected uncontested until the period prescribed for filing such appeal has expired and no such appeal has been filed, or, where an appeal is filed, until the disposal of such appeal.

(2) The Returning Officer shall submit to the Commission a return of the election in respect of which he has made a declaration under clause (1).

(3) The commission shall publish in the Official Gazette the name of the returning candidate.

20. (1) If there are more contesting candidates than one in respect of any constituency, the Returning Officer shall-

<sup>2</sup>(a) allocate, in the case of a contesting candidate set up by a registered political party, the symbol reserved for that party by the Commission under this Order or the rules <sup>3</sup>[:]

<sup>4</sup> [Provided that the Commission may, on an application made to it in this behalf within three days after the publication of the notification

<sup>1</sup> The colon was substituted for the full-stop at the end of clause (2) of Article 17, and thereafter the proviso was added by Act XXIII of 1994, s. 8.

<sup>2</sup> Substituted by ২০০১ সনের ৫ নং আইন, s. ৬, for sub-clause(a).

<sup>3</sup> A ":" was substituted for "." by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>4</sup> This new proviso was inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

under clause (1) of Article 11, allot one of the prescribed symbols to the candidate of a combination of two or more registered political parties who have agreed to set up joint candidates for election;]

(aa) allocate, 1[in the case of independent] contesting candidates, subject to any direction of the Commission, one of the prescribed symbols to each such contesting candidate; and in so doing shall, so far as possible, have regard for any preference indicated by the candidate; <sup>2</sup>[and]

(b) publish in such manner as the Commission may direct the names of contesting candidates arranged in the alphabetical order specifying against each the symbol allocated to him<sup>3</sup> [

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*      \*\*\*      \*\*\*      \*\*\*      \*\*\*]]

(2) The Returning Officer shall arrange to exhibit prominently at each polling station the name and symbol of each contesting candidate.

21. (1) A candidate may appoint a person qualified to be elected as a member to be his election agent.

(2) The appointment of an election agent may, at any time, be revoked in writing by the candidate and, when it is so revoked or the election agent dies, another person may be appointed by the candidate to be his election agent.

(3) When an election agent is appointed, the candidate shall send to the Returning Officer a notice in writing of the appointment containing the name, father's name and address of the election agent.

(4) here no appointment of an election agent is made under this section, a candidate shall be deemed to be his own election agent and shall so far as the circumstances permit, be subject to the provisions of this Order both as a candidate and as an election agent.

22. <sup>4</sup>[(1) The contesting candidate or his election agent, may, before the commencement of the poll, appoint for each polling booth of a polling station not more than one polling agent and shall give notice thereof in writing to the Presiding Officer.]

(2) The appointment of a polling agent under clause (1) may at any time be revoked by the candidate or his election agent and, when it is so revoked or the polling agent dies, another person may be appointed by the candidate

<sup>1</sup> The words "in the case of other" was substituted by the words "in the case of independent " by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>2</sup> Inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>3</sup> The "semicolon" at the end of sub-clause (b) was replaced by "full stop"; the word "and" at the end of sub-clause (b) was deleted. The sub-clause (c) together with first, second and third proviso were deleted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>4</sup> Clause (1) was substituted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

or the election agent to be a polling agent; and a notice of such appointments shall be given to the Presiding Officer.

<sup>1</sup>[(3) The Presiding Officer shall not accept a polling agent unless he wears an identity card granted by the person appointing him containing his name and the name of the candidate for whom he is appointed as a polling agent.]

23. Where any act or thing is authorised by this Order to be done in the presence of the candidate an election agent or a polling agent, the failure of such person to attend at the time and place appointed for the purpose shall not invalidate any act or thing otherwise validly done [:]

<sup>2</sup>[Provided that the Returning Officer or the Presiding Officer, as the case may be, shall, as far as practicable, endeavour to ensure the attendance of the said person at the time of doing the said act or thing :

Provided further that, if a candidate or his election agent or polling agent is found absent at the time of doing the said act or thing, the Returning Officer or the Presiding Officer, as the case may be, shall immediately try to find out the reason of such absence and record the fact and communicate it to the Commission together with his comments thereon, and shall endeavour to ensure such attendance.]

24. The Returning Officer shall, subject to any direction of the Commission, fix the hours during which the poll shall be taken and give public notice of the hours so fixed.

25. (1) The Presiding Officer of a polling station shall stop the poll and inform the Returning Officer that he has done so if-

(a) the poll at the polling station is, at any time, so interrupted or obstructed for reason beyond the control of the Presiding Officer that it cannot be resumed during the polling hours fixed under Article 24; or

(b) any ballot box used at the polling station is unlawfully taken out of the custody of the Presiding Officer, or is accidentally or intentionally destroyed or lost, or is damaged or tampered with to such an extent that the result of the polling station cannot be ascertained.

(2) Where a poll has been stopped under clause (1), the Returning Officer shall immediately report the circumstances to the Commission and the Commission shall direct a fresh poll at that polling station, unless it is satisfied that the result of the election has been determined by the polling

<sup>1</sup> Added by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, স. ৭. ১

<sup>2</sup> A colon was substituted for the full-stop at the end and thereafter the provisos were inserted, *ibid*

station, taken with the results of the polling at other polling stations in the same constituency.

(3) Where the Commission orders a fresh poll under clause (2), the Returning Officer shall, with the approval of the Commission-

- (a) appoint a day for a fresh poll and fix the place at which and the hours during which such fresh poll shall be taken; and
- (b) give public notice of the day so appointed and the place and hours so fixed.

(4) At a fresh poll taken under clause (3) at a polling station, all electors entitled to vote there at shall be allowed to vote and no vote cast at the poll stopped under clause (1) shall be counted; and the provisions of this Order and the rules and orders made thereunder shall apply to such fresh poll.

26. An election under this Order shall be decided by secret ballot and, subject to the provisions of Article 27, every elector shall cast his vote by inserting, in accordance with the provisions of this Order, in the ballot box, a ballot paper in the prescribed form.

27. (1) The following persons may cast their votes by postal ballot in such manner as may be prescribed, namely:—

- <sup>1</sup>[(a) a person referred to in sub-sections (3) and (5) of section 8 of the Electoral Rolls Ordinance, 2007 (Ord. No. XVIII of 2007);]
- (b) a person appointed for the performance of any duty in connection with an election at a polling station other than the one at which he is entitled to cast his vote.

(2) An elector who, being entitled to do so, intends to cast his vote by postal ballot shall-

in the case of a person referred to in sub-clause (a) of clause (1) within fifteen days from the date of the publication of the notification under Article 11, and

in the case of a person referred to in sub-clause (b) of that clause as soon as may be after his appointment,

Apply to the Returning Officer of the constituency in which he is an elector for a ballot paper for voting by postal ballot; and every such application shall specify the name of the elector, his address and his serial number in the electoral roll.

(3) The Returning Officer shall immediately upon the receipt of an

<sup>1</sup> Substituted by Ordinance NO. XX of 1984, for sub-clause (a).

<sup>2</sup> Substituted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

application by an elector under clause (2) sent by post to such elector a ballot paper and an envelope bearing on its face a form of certificate of posting, showing the date thereof, to be filled in by the proper official of the Post Office at the time of posting by the elector.

(4) An elector on receiving his ballot paper for voting by postal ballot shall in the prescribed manner record his vote and after so recording post the ballot paper to the Returning Officer in the envelope sent to him under clause (3) with minimum of delay.

28. (1) The Returning Officer shall provide each Presiding Officer with such number of ballot boxes as may be necessary.

(2) The ballot boxes shall be of such material and design as may be approved by the Commission.

(3) Not more than one ballot box shall be used at a time for the purpose of the poll at any polling station, or at any polling booth, where there are more than one polling booth at a polling station.

(4) At least half an hour before the time fixed for the commencement of the poll the Presiding Officer shall-

(a) ensure that every ballot box to be used is empty;

<sup>1</sup>[(aa) deliver such empty ballot boxes to Polling Officer to be numbered serially against their signatures in prescribed forms to be maintained by him and supplied by the Commission. Agents of candidates may, if they so like, sign such prescribed form as witnesses which shall contain such columns;]

(b) show the empty ballot box to the contesting candidates and their election agents and polling agents whoever may be present;

(c) after the ballot box has been shown to be empty close and seal it; and

(d) place the ballot box so as to be conveniently accessible to the elector, and at the same time within the sight of himself and of such candidates or their election or polling agents as may be present.

(5) If one ballot box is full or cannot further be used for receiving ballot papers, the Presiding Officer shall seal that ballot box <sup>2</sup>[with his own seal and signature and with the seals or signatures of the contesting candidates or election agents or polling agents present who may wish to seal or sign it] and keep it in a secure place and use another ballot box in the manner laid down in clause (4).

<sup>1</sup> Clause (aa) was inserted by Act XXIII of 1994, s. 9.

<sup>2</sup> Inserted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ৯

(6) A Presiding Officer shall, make such arrangements at the polling station that every elector may be able to mark his ballot paper in secret before the same is folded and inserted in the ballot box.

29. The Presiding Officer shall, subject to such instructions as the Commission may give in this behalf, regulate the number of electors to be admitted to the polling station at a time and exclude from the polling station all other persons except-

- (a) any person on duty in connection with the election;
- <sup>1</sup>[(b) the contesting candidates and their election agents and one polling agent of each contesting candidate for each booth;
- (bb) election observers;] and
- (c) such other persons as may be specifically permitted by the Returning Officer.

30. (1) The Presiding Officer shall keep order at the polling station and may remove or cause to be removed any person who misconducts himself at a polling station or fails to obey any lawful orders of the Presiding Officer.

(2) Any person removed under clause (1) from a polling station shall not, without the permission of the Presiding Officer, again enter the polling station during the day and shall, if he is accused of an offence in a polling station, be liable to be arrested without warrant by a police officer.

(3) The powers under this Article shall not be so exercised as to deprive an elector of an opportunity to cast his vote at the polling station at which he is entitled to vote.

31. <sup>2</sup>[(1) Where an elector presents himself at the polling station to vote, the Presiding Officer shall, after satisfying himself about the identity of the elector with reference to <sup>3</sup>[the electoral roll], issue to him a ballot paper.

<sup>4</sup>[. \*\*\* \*\*\*)

(2) Before a ballot paper is issued to an elector-

- (a) he shall be required to receive a personal mark made with indelible ink on the thumb or any other finger of either hand;
- (b) the number and name of the elector as entered in the electoral roll shall be called out;
- (c) a mark shall be placed on the electoral roll against the number and

<sup>1</sup> Substituted. *ibid.*, for clause (b).

<sup>2</sup> Substituted by Act XXIII of 1994, s. 10, for the former clause (1).

<sup>3</sup> The words "the electoral roll" were substituted for the words "his identity card"

<sup>4</sup> Clauses 1(A) and 1(B) were deleted by the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.



name of the elector to indicate that a ballot paper has been issued to him;

- (d) the ballot paper shall on its back be stamped with the official mark;<sup>1\*</sup>
- (e) the number of the elector on the electoral roll shall be marked in writing on the counterfoil by the Presiding Officer who shall also stamp the counterfoil with the official mark<sup>2</sup>[;]
- (f) the elector shall put his signature or thumb impression on the counterfoil of the ballot paper.]

(3) A ballot paper shall not be issued to a person who refuses to receive the personal mark with indelible ink or if he already bears such a mark or the remnants of such mark.

(4) If a contesting candidate or his election or polling agent alleges that an elector to whom a ballot paper is about to be issued already has one or more ballot papers in his possession, the Presiding Officer may require the elector to satisfy him that he does not have any other ballot paper in his possession and may also take such measures as he thinks fit, to ensure that such elector does not insert more than one ballot paper in the ballot box.

(5) The elector, on receiving the ballot paper, shall-

- <sup>3</sup>[(a) if so requested by any contesting candidate or an election agent, <sup>4</sup>[or polling agent] show the official mark on the back of the ballot paper to him;
- (aa) forthwith proceed to the place reserved for marking the ballot paper;]
- (b) put the prescribed mark on the ballot paper at any place within the space containing the name and symbol of the contesting candidate for whom he wishes to vote;<sup>5</sup>[\*\*\*]

<sup>6</sup>(bb) if he does not wish to vote any of the contesting candidates, shall put the prescribed mark on the ballot paper at the place within the space containing the symbol of "none of the above candidates"; and]

(c) after he has so marked<sup>7</sup>[according to sub-clause (b) or (bb)], fold the

<sup>1</sup> The word "and" was omitted by Ordinance No. XLIII of 1978.

<sup>2</sup> The semicolon was substituted for the full-stop at the end of sub-clause(e) and thereafter sub-clause(f) was added. *ibid.*

<sup>3</sup> Substituted by Ordinance No. XLIII of 1978, for sub-clause (a).

<sup>4</sup> Inserted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন. স. ১১.

<sup>5</sup> The word "and" was deleted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>6</sup> Sub-clause (bb) was inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>7</sup> The words "according to sub-clause (b) or (bb)" were inserted by The Representation of the

ballot paper and insert it in the ballot box.

(6) The elector shall vote without undue delay and shall leave the polling station immediately after he has inserted his ballot paper in the ballot box.

(7) Where an elector is blind or is otherwise so incapacitated that he cannot vote without the assistance of a companion, the Presiding Officer shall allow him such assistance and thereupon such elector may do with such assistance anything which an elector is required or permitted to do under this Order.

<sup>1</sup>[(8)<sup>2</sup>[\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*]]

32. (1) If a person representing himself to be an elector applies for a ballot paper when another person has already represented himself to be that elector and has voted under the name or the persons so applying, he shall be entitled, subject to the provisions of this Article to receive a ballot paper (hereinafter referred to as "tendered ballot paper") in the same manner as any other elector.

(2) A tendered ballot paper shall, instead of being put into the ballot box, be given to the Presiding Officer who shall endorse thereon the name and number in the electoral roll of the person applying for it and place it in a separate packet endorsed with the name of the candidate for whom such person wishes to vote.

(3) The name of the person applying for a ballot paper under clause (1) and his number on the electoral roll shall be entered in a list (hereinafter referred to as "the tendered votes list") to be prepared by the Presiding Officer.

33. (1) If, at the time a person applies for a ballot paper for the purpose of voting, a candidate or his <sup>3</sup>[election agent or] polling agent declares to the Presiding Officer that he has reasonable cause to believe that person has already voted at the election, at the same or another polling station or is not the person against whose name entered in the electoral roll he is seeking to vote, and undertakes to prove the charge in a court of law and deposits with the Presiding Officer a cash such sum as may be prescribed, the Presiding Officer may, after warning the person of the consequences and obtaining his thumb impression and, if he is literate, also his signature, on the counterfoil, issue a ballot paper (hereinafter referred to as "challenged ballot paper") to that person.

---

People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>1</sup> Inserted by Act XIII of 1996 (w.e.f 25-4-1996).

<sup>2</sup> Clause 31(8) was deleted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>3</sup> Inserted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ১২.

(2) If the Presiding Officer issues a ballot paper under clause (1) to such person he shall enter the name and address of the person in a list to be prepared by him (hereinafter referred to as "the challenged votes list") and obtain thereon the thumb impression and, if he is literate, also the signature, of that person.

(3) A ballot paper issued under clause (1) shall, after it has been marked and folded by the elector, be placed in the same condition in a separate packet bearing the label ("challenged ballot papers") instead of being placed in the ballot box.

34. (1) An elector who has inadvertently so spoiled his ballot paper that it cannot be used as a valid ballot paper may, upon proving the fact of inadvertence to the satisfaction of the Presiding Officer and returning the ballot paper to him, obtain another ballot paper and cast his vote by such other ballot paper.

(2) The Presiding Officer shall forthwith cancel the ballot paper returned to him under clause (1), make a note to that effect on the counterfoil over his own signature and sign the cancelled ballot paper, and place it in a separate packet labelled "Spoilt Ballot Papers."

35. No person shall be given any ballot paper or be permitted to vote after the hour fixed for the close of the poll except the persons who at that hour are present within the building, room, tent or enclosure in which the polling station is situated and have not voted but are waiting to vote.

36. (1) Immediately after the close of the poll, that is, as soon as the last of such persons, if any, as are present and waiting to vote as mentioned in Article 35, has voted, the Presiding Officer shall, in the presence of such of the contesting candidates, election agents and polling agents as may be present, proceed with the count of votes.

(2) The Presiding Officer shall give such of the contesting candidates, election agents and polling agents as may be present, reasonable facility of observing the count and give them such information with respect there to as can be given consistently with the orderly conduct of the count and the discharge of his duties in connection therewith.

(3) No person other than the Presiding Officer, the Polling Officer, any other person on duty in connection with the poll, the contesting candidates, <sup>1</sup>[election agents, polling agents and election observers shall be allowed to remain] present at the count.

(4) The Presiding Officer shall-

(a) open the used ballot box or ballot boxes and count the entire lot of

<sup>1</sup> Substituted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ১৩(ক), for "their election agent and polling agents shall be".

ballot papers taken out therefrom;

- (b) open the packet labelled "challenged ballot papers" and include the ballot papers therein the count;
- (c) count, in such manner as may be prescribed, the votes cast in favour of each contesting candidate excluding from the count the ballot papers which bear-
  - (i) no official mark;
  - (ii) any writing or any mark other than the official mark and the prescribed mark or to which a piece of paper or any other object of any kind has been attached;
  - (iii) no prescribed mark indicating the contesting candidate for whom the elector has voted; or
  - (iv) any mark from which it is not clear for whom the elector has voted, provided that a ballot paper shall be deemed to have been marked in favour of a candidate if the whole or more than half of the area of the prescribed mark appears clearly within the space containing the name and symbol of that candidate; and where the prescribed mark is divided equally between two such spaces, the ballot paper shall be deemed not to show clearly for whom the elector has voted.

(5) The Presiding Officer may recount the votes-

- (a) of his own motion if he considers it necessary; or
- (b) <sup>1</sup>[upon the request in writing] of a contesting candidate or an election agent [or polling agent] prescribed if in his opinion, the request is not unreasonable.

(6) The valid ballot paper cast in favour of each contesting candidate shall be put in separate packets and each such packet shall be sealed and shall contain a certificate as to the number of ballot papers put in it and shall also indicate the nature of the contents thereof, specifying the name and symbol of the contesting candidate to whom the packet relates.

(7) The ballot papers excluded from the count shall be put in a separate packet indicating thereon the total number of ballot papers contained therein.

(8) The packets mentioned in clauses (6) and (7) shall be put in a principal packet which shall be sealed by the Presiding Officer.

(9) The Presiding Officer shall, immediately after the count, prepare a statement of the count in such form as may be prescribed showing therein <sup>2</sup>[, in both words and figures,] the number of valid votes polled by each contesting candidate and the ballot paper excluded from the count.

<sup>1</sup> The words "upon the request in writing" were substituted for the words "upon the request" by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>2</sup> Inserted by ২০০১ সনের ৫ নং আইন, স. ১৩(খ) ও (গ)।

(10) The Presiding Officer shall also prepare in the prescribed form a ballot paper account showing separately-

- (a) the number of ballot papers entrusted to him;
- (b) the number of ballot papers taken out of the ballot box or boxes and counted;
- (c) the number of tenderd ballot papers;
- (d) the number of challenged ballot papers;
- (e) the number of un-issued ballot papers; and
- (f) the number of spoilt ballot papers.

<sup>1</sup>[(11) The Presiding Office shall, on application, give a certified copy of the statement of the count and the ballot-paper account, showing the number in both words and figures, to such of the candidates, their election agents or polling agents as may be present, and obtain a receipt for such copy, and if any such person refuses to give any receipt, the Presiding Officer shall record that fact.]

(12) The Presiding Officer shall seal in separate packets-

- (a) un-issued ballot papers;
- (b) spoilt ballot papers;
- (c) tendered ballot papers;
- (d) challenged ballot papers;
- (e) the marked copies of the electoral rolls;
- (f) counterfoils of used ballot papers;
- (g) the tendered votes list;

2[(gg) ballot box issue forms showing the total number of ballot boxes issued and used;]

- (h) the challenged votes list; and
- (i) such other papers as the Returning Officer may direct.

<sup>3</sup>[(13) The Presiding Officer shall obtain on each statement and packet prepared under this Article the signature of such of the contesting candidates or their election agents or polling agents as may be present, and if any such person refuses to sign the Presiding Officer shall record that fact.]

(14) A person entitled to sign a packet or statement under clause (13) may, if he so desires, also affix his seal to it.

<sup>1</sup> Substituted, *ibid.*, s. ১৩(খ), for clause 11.

<sup>2</sup> Inserted by Act XXIII of 1994, s. 11.

<sup>3</sup> Substituted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ১৩(ঙ), for clause (13).

(15) After the Close of the proceedings under the foregoing clause the Presiding Officer shall, in compliance with such instructions as may be given by the Commission in this behalf, cause the packets, the statement of the count and the ballot paper account prepared by him to be sent to the Returning Officer together with such other records as the Commission may direct <sup>1</sup>[.] <sup>3</sup>[and shall also send a copy of the statement of the count to the Commission by post.]

37. (1) The Returning Officer shall give the contesting candidates and their election agents a notice in writing of the day, time and place for the consolidation of the results and, in the presence of such of the contesting candidates and election agents as may be present, consolidate in the prescribed manner the results of the count furnished by the Presiding Officer, including therein, the postal ballots received by him before the time aforesaid.

(2) Before consolidating the results of the count, the Returning Officer shall examine the ballot papers excluded from the count by the Presiding Officer and, if he finds that any such ballot paper should not have been so excluded, count it as a ballot paper cast in favour of the contesting candidate for whom the vote has been cast thereby.

(3) The Returning Officer shall also count the ballot papers received by him by post in such manner as may be prescribed and include the votes cast in favour of each contesting candidate in the consolidated statement except those which he may reject on any of the grounds mentioned in clause (4) of Article 36.

(4) The ballot papers rejected by the Returning Officer under clause (3) shall be shown separately in the consolidated statement.

(5) The Returning Officer shall not recount the valid ballot papers in respect of any polling station unless-

- (a) the count by the Presiding Officer is challenged in writing by a contesting candidate or his election agent and the Returning Officer is satisfied about the reasonableness of the challenge; or
- (b) he is directed so to do by the Commission.

38. Where, After consolidation of the results or the count under Article 37, it is found that there is equality of votes between two or more contesting candidates and the addition of one vote for one such candidate would entitle him to be declared elected, the Returning Officer shall forthwith draw a lot in respect of such candidates and the candidate on whom the lot falls shall be deemed to have received the highest number of votes entitling him to be declared elected. The lot shall be drawn in the presence of such of the

<sup>1</sup> Substituted and inserted, *ibid.*, s. ১৩(৫)।

contesting candidates and their election agents as "may be present. The Returning Officer shall record the proceedings in writing and obtain thereon the signature of such, candidates and election agents as have been witness to the proceeding.

39. (1) The Returning Officer shall, after obtaining the result of the count under Article 37 or of the drawal of the lot under Article 38, declare by public notice the contesting candidate who has or is deemed to have received the highest number of votes to be elected.

(2) The public notice shall contain the name of and the total number of votes received by, each contesting candidate <sup>1</sup>[as a result of consolidation under Article 37 or drawal of lot under Article 38].

(3) The Returning Officer shall, immediately after publication of the notice under clause (1), submit to the Commission a return of the election in the prescribed form together with a copy of the consolidated statement.

(4) The Commission shall publish in the Official Gazette the name of the returned candidate.

40. The Returning Officer Shall-

- (a) immediately after preparing the consolidated statement and the return of election result in the prescribed manner the packets and statement opened by him for the purpose of consolidation permitting such of the candidates and their election agents, as may be present to sign the packets and affix their seals to such packets if they so desire; and
- (b) supply duly attested copies of the consolidated statement and the return of election to such of the candidates and their election agents as may desire to have them.

<sup>2</sup>[40A. (1) Notwithstanding anything contained in any Article of this Order, if the number of "none of the above candidates" votes exceeds 50% (fifty percent) of the total votes cast in any constituency, the Returning Officer shall cancel the election proceedings after giving an immediate notice and inform the Commission accordingly.

(2) Where election proceedings are cancelled under clause (1), fresh proceedings shall be commenced in accordance with the provisions of this Order as if for a new election.]

41. (1) After the termination of the proceedings relating to an election under Article 17 where the proceedings have been so terminated, or after the

<sup>1</sup> Inserted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, স. ১৪ :

<sup>2</sup> Inserted by The Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

declaration of the result of an election under Article 19, deposit made under Article 13 in respect of any candidate shall be returned to the person making it or to his legal representative except in respect of a candidate who has received less than one-eighth of the number or votes cast at the election.

(2) A deposit which is not required to be returned under clause (1) shall be forfeited to the Government.

42. (1) The Returning Officer shall retain on behalf of the Commission-

- (a) the packets containing the ballot papers each of which shall be sealed with the seal of the Presiding Officer, or, if opened by the Returning Officer, with the seal of the Returning Officer;
- (b) the packets containing the counterfoils of issued ballot papers;
- (c) the packets containing the marked copies of the electoral roll;
- (d) the packets containing the ballot paper account;
- (e) the packets containing the tendered ballot papers, the challenged ballot papers, the tendered votes list and the challenged votes list; and
- (f) such other papers as the Commission may direct.

(2) The Returning Officer shall endorse on each packet retained under clause (1) the description of its contents the date of the election to which the contents relate and the name and number of the constituency for which the election was held.

(3) The documents contained in the packets mentioned in clause (1) shall be retained for a period of one year, and thereafter the Commission shall, unless otherwise directed by [The High Court Division] cause them to be destroyed.

43. The documents retained under Article 42, except the ballot papers, shall be open to public inspection at such time and subject to such conditions as may be prescribed, and the Returning Officer shall, upon an application made in this behalf and on payment of such fee and subject to such conditions as may be prescribed, furnish copies of, or extracts from, those documents.

44. (1) [The High Court Division] may order the opening of packets of counterfoils and certificates or the inspection of any counted ballot papers.

(2) An order under clause (1) may be made subject to such conditions as to persons, time, place and mode of inspection, production of documents and

<sup>1</sup> Substituted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন. s. ১৫, for "a Tribunal".



rt Division] making the order may think

carrying into effect an order for the  
ers, care shall be taken that no vote shall  
eld by the <sup>2</sup>[High Court Division] to be

nder clause (1), the production by the  
1 such manner as may be directed by the  
hat the document relates to the election  
sement or any packet of ballot papers so

produced shall be *prima facie* evidence that the ballot papers are what the  
endorsement states them to be.

(4) The production from proper custody of a ballot paper purporting to  
have been used at an election, and of a counterfoil having a number, shall be  
prima facie evidence that the elector whose vote was given by that ballot  
paper was the elector who had on the electoral roll the same number, as was  
written on the counterfoil.

(5) Save as in this section provided, no person shall be allowed to  
inspect any rejected or counted ballot paper in the possession of the Returning  
Officer.

## <sup>2</sup>CHAPTER IIIA-ELECTION EXPENSES

44A. In this Chapter, "election expenses" means any expenditure  
incurred or payment made, whether by way of gift, loan, advance, deposit or  
otherwise, for the arrangement, conduct or benefit of, or in connection with,  
or incidental to, the election of a candidate, including the expenditure on  
account of issuing circulars or publications or otherwise presenting to the  
electors the candidate or his views, aims or objects, but does not include the  
deposit made under Article 13.

<sup>3</sup>[44AA. (1) <sup>4</sup>[At the time of submitting the nomination paper, every  
contesting candidate shall submit to the Returning Officer.] a statement, in  
the prescribed form, of the probable sources of fund to meet his election  
expenses showing-

<sup>1</sup> Substituted. *ibid*, s. 16, for "Tribunal".

<sup>2</sup> Chapter IIIA was inserted by Ordinance No. IV of 1985.

<sup>3</sup> Article 44AA was inserted by Act X of 1991, s. 2 (w.e.f. 6-1-1991)

<sup>4</sup> "Every contesting candidate shall submit to the Returning Officer, within seven days next  
following the withdrawal day," were replaced by the following: "At the time of  
submitting the nomination paper, every contesting candidate shall submit to the Returning  
Officer." by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

- (a) the sum to be provided by him from his own income and the sources of such income;
- (b) the sum to be borrowed, or received as voluntary contribution, from his relations and the sources of their income;
- (c) the sum to be borrowed, or received as voluntary contribution, from any other person;
- (d) the sum to be received as voluntary contribution, from any political party, organisation or association;
- e) the sum to be received from any other source <sup>1</sup>[:]

<sup>2</sup>[Provided that the provisions of sub-clauses (a) to (e) shall not apply to a case where the amount of such sum is not more than taka five thousand to be received as voluntary contribution or grant.]

Explanation- In this clause, "relations" mean spouse, parents, sons, daughters, brothers and sisters.

(2) The statement under clause (1) shall be accompanied by a statement in the prescribed form, of the contesting candidate's assets and liabilities and his annual income and expenditure and, if he is an income-tax assessee, a copy of the income-tax return last submitted by him.

(3) A copy of the statement submitted under clause (1) together with a copy of the statement and the return mentioned in clause (2), shall be sent by the contesting candidate to the Commission by registered post at the time of their submission to the Returning Officer.

(4) If the contesting candidate receives any sum from any source other than any of the sources mentioned in his statement submitted under clause (1), he shall, <sup>3</sup>[with the return under clause (1) of Article 44C], submit a supplementary statement to the Returning Officer showing the sum so received and the source from which it is received, and a copy of such statement shall be sent by him to the Commission by registered post at the time of its submission to the Returning Officer,]

44B. (1) No person shall, except to the extent provided in clause (2) make any payment whatsoever towards the election expenses of a candidate except to the election agent of such candidate:

<sup>1</sup> The "colon" was substituted for "full stop" by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>2</sup> This proviso was inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>3</sup> In clause (4) the words "within three days after receipt of such sum" were replaced by the words "with the return under clause (1) of Article 44C" by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

(2) No person other than the election agent of a contesting candidate shall incur any election expenses of such candidate:

Provided that-

<sup>1</sup>\* \* \* \* \*

(ii) any person may, if so authorised by the election agent in writing specifying a maximum amount, to the extent of such amount, make payment for stationery, postage, telegram and other petty expenses.

<sup>2</sup>[(3) The election expenses of a contesting candidate, including the expenditure incurred for him by the political party which has nominated him as its candidate, shall not exceed taka <sup>4</sup>[fifteen lakh:]

<sup>5</sup>[Provided that the election expenses of a contesting candidate shall be determined per capita on the basis of total number of electors in a constituency and a notification to that effect shall be published in the official gazette.]

(3A) The amount of the money mentioned in clause (3) or any portion thereof shall not be utilised for-

(a) printing of a poster with more than one colour; or

<sup>6</sup>[(aa) printing of a poster of a size bigger than the size prescribed of specified by the Commission; or]

<sup>7</sup> \*\*\* \* \* \* \*]

<sup>8</sup>[(c)erection of any gate, arch or barricade; or]

(d) setting up a pandal covering an area of more than four hundred square feet; or

<sup>9</sup> \*\*\* \* \* \* \*]

(f) employing or using more than three microphones or loudspeakers at a time in a constituency; or

(g) commencing election publicity in any manner at any time three weeks prior to the date fixed for the poll; or

<sup>1</sup>[(h) setting up more than one election camp or office in any

<sup>1</sup> Sub-clause (i) was omitted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, স. ১৭(ক) :

<sup>2</sup> Substituted by Act X of 1991, s. 3(b), for the former clause (3).

<sup>3</sup> Substituted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, স. ১৭(খ). for clause (3).

<sup>4</sup> The word "fifteen lakh." was substituted for the word "five lakh." by the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>5</sup> Inerted by Representation of the People (Amendment) Ordinance. 2008.

<sup>6</sup> Inserted. *ibid.*

<sup>7</sup> Sub-clause (b) was deleted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>8</sup> Substituted, *ibid.* for sub-clause (c).

<sup>9</sup> Sub-clause (e) was deleted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

union or in any ward of a municipality or city, of more than one central election camp or office in any constituency; or;

(hh) entertainment of electors in any manner; or]

(i) using any vehicle or vessel such as, truck, bus, car, taxi, motor cycle and speed-boat, for taking out any procession; or

<sup>2</sup>[(ii) hiring or using any vehicle or vessel of any kind for conveying electors to or from any polling station; or]

(j) illumination by use to electricity in any form; or

(k) using symbol or portrait of candidate with more than one colour; or

(l) display of a symbol exceeding the size proposed by the commission.

<sup>3</sup>[(m) writing in ink or paint or in any manner whatsoever as means of advertisement for propagating election campaign <sup>4</sup>[; or]]

<sup>5</sup>[(n) operating camps on the polling day.]

<sup>6</sup>[(3B) Any money utilized in violation of any provision of clause (3A) shall be deemed to be election expenses incurred by the contesting candidate concerned in excess of the amount mentioned in clause (3) and shall be deemed to be a contravention of Article 44B.]

(4) Any candidate incurring personal expenditure and any person making any payment under clause (2) shall, within <sup>7</sup>[seven days] of the declaration of the result of the election, send to the election agent a statement of such expenditure of particulars of such payment.

(5) An election agent shall, by a bill stating the particulars and by a receipt vouch for every payment made in respect of election Expenses except when the amount is less than Taka <sup>8</sup>[one hundred].

<sup>9</sup>[44BB. Every election agent or, where there is no such agent, the contesting candidate shall—

(a) open a separate account with a scheduled bank for the purpose of making payment of the election expense, other than personal expenditure, that may be incurred in pursuance of provisions of Article 44B;

<sup>1</sup> Substituted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ১৭(গ)(৩), for sub-clause (h).

<sup>2</sup> Inserted, *ibid*.

<sup>3</sup> Added by Act XXIII of 1994, s. 12.

<sup>4</sup> The full stop at the end of sub-clause was replaced by comma sign and a word "and" was inserted by the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>5</sup> Inserted by the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>6</sup> Inserted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ১৭(ঘ)।

<sup>7</sup> Substituted by Act X of 1991, 3(c), for "fourteen days" (w.e.f. 6-1-1991)

<sup>8</sup> Substituted by Act X of 1991, s. 3(d), for "five hundred" (w.e.f. 6-1-1991)

<sup>9</sup> Inserted by Act XIII of 1996 (w.e.f. 24-4-1996)

(b) Make from that account all payments towards the said election expense other than personal expenditure.]

44C. (1) Every election agent of a contesting candidate shall, within <sup>1</sup>[<sup>2</sup>thirty] days] after the publication of the name of the returned candidate under Article 19, or Article 39, submit to the Returning Officer a return of election expenses in the prescribed form containing-

(a) A statement of all payment made by him <sup>3</sup>[each day] together with all the bill and receipts;

<sup>4</sup>[(aa) a statement certified by the scheduled bank referred to in clause (a) of Article 44BB showing the amount deposited in and withdrawn from the account opened under that clause;]

(b) a statement of the amount of personal expenditure, if any, incurred by the contesting candidate;

(c) a statement of all disputed claims of which the election agent is aware;

(d) a statement of all unpaid claims, if any, of which the election agent is aware;

<sup>5</sup>[(e) a statement of all sums received from any sources, together with evidence of such receipts, for the purpose of election expenses, specifying the name of every such source.]

(2) The return submitted under clause (7) shall be accompanied by an affidavit sworn severally by the contesting candidate and his election agent or, where a contesting candidate is his own election agent, only by such candidate.

<sup>6</sup>[(3) A copy of the return submitted under clause (7), together with a copy of the affidavit mentioned in clause (2), shall be sent by the election agent to the Commission by registered post at the time of their submission to the Returning Officer.]

<sup>7</sup>[44CC. (1) Every political party setting up any candidate for election shall maintain proper account of all its income and expenditure for the period from the date of publication of notification under clause (1) of Article 11 till the completion of elections in all the constituencies in which it has set up candidates and such account shall show clearly the amount received by it as

<sup>1</sup> Substituted by Act X of 1991, s. 4, for "sixty five days" (w.e.f. 6-1-1991)

<sup>2</sup> The word "thirty" was substituted for the word "fifteen" by The Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>3</sup> Inserted, vide Act X of 1991.

<sup>4</sup> Inserted by Act XIII of 1996 (w.e.f. 24-4-1996)

<sup>5</sup> Substituted by Act X of 1991, for the former sub-clause (e).

<sup>6</sup> Clause (3) was added by Act X of 1991 (w.e.f. 6-1-1991)

<sup>7</sup> Inserted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ১৮.

donation above <sup>1</sup>[taka five thousand] from any candidate or any person seeking nomination or from any other person or source giving their names and addresses and the amount received from each of them and the mode of receipt.

(2) The funds of every such political party shall be deposited and maintained in any scheduled bank.

(3) No such political party shall expend during the aforesaid period for election purposes, including election expenses for the contesting candidates set up by it, an amount exceeding-

(a) where the number of such candidates is more than two hundred, taka <sup>2</sup>[ taka four crore and fifty lakh],

(b) where the number of such candidates is more than one hundred but not more than two hundred, <sup>3</sup>[taka three crore],

(c) where the number of such candidates is not more than one hundred taka seventy five lakh <sup>4</sup>[more than fifty but not more than one hundred, taka one crore and fifty lakh,

<sup>5</sup> [(d) where the number of such candidates is not more than fifty, taka seventy five lakh,]

<sup>6</sup>[Provided that the amount mentioned in sub-clauses (a), (b), (c) and (d) shall be subject to maximum taka one lakh and fifty thousand per candidate.]]

(4) No such political party shall receive any donation amounting to more than <sup>7</sup>[taka twenty thousand] unless it is made by cheque.

(5) If any political party contravenes any provision of this Article, it shall be punishable with fine which may extend to taka ten lakh.

<sup>1</sup> The words "taka five thousand " were substituted for the words " taka one thousand " by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>2</sup> The words "taka four crore and fifty lakh" were substituted for the words "taka one hundred and fifty lakh" by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>3</sup> The words "taka three crore" were substituted for the words "taka one hundred lakh" by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>4</sup> The words "not more than one hundred, taka seventy five lakh" were replaced by the words "more than fifty but not more than one hundred, taka one crore and fifty lakh" in addition the full stop at the end was replaced comma and a new sub-clause (d) was inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>5</sup> The sub-clause was added by Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>6</sup> The proviso was added by Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>7</sup> The words "taka twenty thousand" were substituted for the words " taka one thousand" by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

44CCC. (1) Every political party nominating any candidate for election shall submit to the <sup>1</sup>[Commission, for its scrutiny, within ninety days] of the completion of election in all constituencies, an expenditure statement giving details of the expenses incurred or authorised by it in connection with the election of its candidates for the period from the date of publication of the notification under clause (1) of Article 11 till the completion of elections in all the constituencies in which it has set up candidates.

(2) The expenditure mentioned in clause (1) shall include, to be shown separately, expenditure incurred on general propagation of the manifesto, policy, aims and objects of the party and expenditure incurred or authorized in connection with the election of each of its contesting candidates.

(3) <sup>2</sup>[Every statement submitted under clause (1) shall be certified to be correct and complete by the secretary to the party, showing] the opening balance of the party funds on the date of publication of the notification under clause (1) of Article 11, the closing balance of the funds on the date of completion of election in all constituencies and the total amount received by the party, as donation or otherwise, during the period between the said two dates.

<sup>3</sup>\*\*\*                      \*\*\*                      \*\*\*

<sup>4</sup>[(5) If any registered political party fails to submit its expenditure statement within the time specified in clause (1), the Commission shall issue a notice of warning directing it to submit the statement within thirty days and if the concerned registered political party fails to submit it within that period of time, the Commission may, subject to payment of a fine of taka ten thousand, extend the time for another fifteen days, and if such registered political party fails to submit its statement within that extended time, the Commission may cancel its registration.]

<sup>5</sup>[<sup>6</sup>44D.(1) The statement, return and documents submitted under Articles 44AA, 44C and 44CCC shall be kept by the Returning Officer or the

<sup>1</sup> The words "Returning Officers concerned, for their scrutiny, within sixty days" were substituted by the words "Commission, for its scrutiny, within ninety days" by The Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>2</sup> The words "Every political party shall furnish to the Commission a separate statement, certified to be correct and complete by the secretary to the party, showing" were substituted by the words and number "Every statement submitted under clause (1) shall be certified to be correct and complete by the secretary to the party, showing" by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>3</sup> Clause (4) was deleted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>4</sup> A new clause (5) was inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>5</sup> Substituted by Act X of 1991, s. 5, for "The return and document submitted under Article 44C" (w.e.f. 6-1-1991)

<sup>6</sup> Substituted by The Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

Commission, as the case may be, in his or its office or at such other convenient place as he or it may think fit and shall, during one year from the date of receipt, be open for inspection by any person on payment of the prescribed fees.

(2) The Commission or the Returning Officer shall, on an application made in this behalf and on payment of the prescribed fees, give any person copies of any statement, return or document or any part thereof kept under clause (1).

(3) The copies of the statement, return or documents under clause (1) shall be published in the website of the Commission.]]

### **[CHAPTER IIIB— ADMINISTRATION AND CONDUCT DURING ELECTION PERIOD**

44E. (1) During the period after the publication of a notification under Article 11 and the expiration of fifteen days after the declaration of the result of the election by the Returning officer under Article 39, no-

<sup>2</sup>[\*\*\*        \*\*\*]

<sup>3</sup>[(aa) Metropolitan Police Commissioner;]

(b) Deputy Commissioner;

(c) Superintendent of Police; or

(d) Officer subordinate to any of them serving in the district concerned shall be transferred to any place without prior consultation with the Commission.

(2) <sup>4</sup>[A Metropolitan Police Commissioner or a Deputy Commissioner] or Superintendent of Police or any officer subordinate to any of them shall be transferred outside the district if the Commission requests in writing that such transfer is necessary in the interest of fair election.

(3) No person whose name appears in a panel prepared under Article 9 shall be transferred outside the district without the prior approval of the Returning Officer till the polls are taken.

<sup>1</sup> Chapter IIIB was inserted by Act XXIII of 1994, s.13.

<sup>2</sup> Sub-clause (a) was deleted by The Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>3</sup> Inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>4</sup> The words "A Metropolitan Police Commissioner or a Deputy Commissioner" were substituted for the words "A Deputy Commissioner" by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.



(4) All persons mentioned in clause (1) shall render all such assistance and help as may be required by the Returning Officer for the purposes of the election.]

।\* \* \* \* \*

## CHAPTER V-ELECTION DISPUTES

<sup>2</sup>[(49.) (1) No election shall be called in question except by an election petition presented by a candidate for that election in accordance with the provisions of this Chapter.

(2) An election petition shall be presented to the High Court Division within such time as may be prescribed.

(3) An election petition shall be accompanied by as many copies thereof as there are respondents mentioned in the petition and every such copy shall be attested by the petitioner under his own signature to be a true copy of the petition.

(4) At the time of presenting an election petition, the petitioner shall deposit in the High Court Division in accordance with the rules of the High Court Division a sum of Taka two thousand as security for the costs of the petition.]

50. The petitioner shall join as respondents to his election petition-

- a) all contesting candidates; and
- (b) any other candidate against whom any allegation, if any, of any corrupt or illegal practice is made <sup>3</sup>[.]

।\* \* \* \* \*

*Explanation.* - in this Article and in the following provisions of this Chapter, "corrupt or illegal practice" means a "corrupt practice" or an "illegal practice" within the meaning of Chapter VI.

51. (1) Every election petition shall contain-

- (a) a precise statement of the material facts on which the petitioner relies;
- (b) full particulars of any corrupt or illegal practice or other illegal act alleged to have been committed, including as full a statement as

<sup>1</sup> Chapter IV was omitted by Ordinance No. L of 1978.

<sup>2</sup> Substituted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ১৯, for Article 49.

<sup>3</sup> Substituted for coma at the end and the words "and shall serve personally or by registered post on each such respondent a copy of his petition." were omitted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s.২০.

possible of the names of the parties alleged to have committed such corrupt or illegal Practice or illegal act and the date and place of the commission of such practice or act; and

(c) the relief claimed by the petitioner.

(2) A petitioner may claim as relief any of the following declarations, namely-

(a) that the election of the returned candidate is void;

(b) that the election of the returned candidate is void and that the petitioner or some other person has been duly elected; or

(c) that the election as a whole is void.

(3) Every election petition and every schedule or annex to that petition shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 for the verification of pleadings.

<sup>1</sup>\* \* \* \* \*

57. (1) Subject to the provisions of this Order and the rules, every election petition shall be tried, as nearly as may be, in accordance with the procedure for the trial of suits under the Code of Civil Procedure, 1908:

Provided that the <sup>2</sup>[High Court Division] may-

(a) made a memorandum of the substance of the evidence of each witness as his examination proceeds unless it considers that there is special reason for taking down the evidence of any witness in full; and

(b) refuse to examine a witness if it considers that his evidence is not material or that he has been called on a frivolous ground for the purpose of delaying the proceedings.

(2) Subject to the provisions of this Order the Evidence Act, 1872, shall apply for the trial of an election petition.

(3) The <sup>1</sup>[High Court Division] may, at any time, upon such terms and on payment of such fee as it may direct, allow a petition to be amended in such manner as may, in its opinion, be necessary for ensuring a fair and effective trial and for determining the real questions at issue, so however that no new ground of challenge to the election is permitted to be raised.

(4) At any time during the trial of an election petition, the <sup>1</sup>[High Court Division] may call upon the petitioner to deposit such further sum by way of security, in addition to the sum deposited under Article 49, as it may think fit.

<sup>1</sup> Articles 52, 53, 54, 55 & 56 were omitted, *ibid*.

<sup>2</sup> Substituted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ২২(ক), for "Tribunal".

<sup>1</sup>[(5) The <sup>1</sup>[High Court Division] shall not adjourn the trial of an election petition for any purpose unless such adjournment is, in its opinion, necessary in the interest of justice.

(6) The <sup>1</sup>[High Court Division] shall try an election petition as expeditiously as possible and shall endeavour to conclude the trial within six months from the date on which the election petition is <sup>2</sup>[presented] to it for trial <sup>3</sup>[.]

<sup>4</sup>\* \* \* \* \*

58. The <sup>4</sup>[High Court Division] Shall dismiss an election petition, if-

- (a) the provisions of <sup>5</sup>[Article 49 or] Article 50 or Article 51 have not been complied with; or
- (b) the petitioner fails to make the further deposit required under clause (4) of Article 57.

<sup>6</sup>\* \* \* \* \*

60. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, no document shall be inadmissible in evidence at the trial of an election petition only on the ground that it is not duly stamped or registered.

(2) No witness shall be excused from answering any question as to any matter in issue, or relevant to a matter in issue, in the trial of an election petition upon the ground that the answer to such question may incriminate or tend to incriminate him or that it may expose or tend to expose him to penalty or forfeiture but no witness shall be required or permitted to state for whom he has voted at an election.

(3) A witness who answers truly all questions which he is required to answer shall be entitled to receive a certificate of indemnity from the <sup>7</sup>[High Court Division] and answer given by him to a question put by or before the <sup>1</sup>[High Court Division] shall not, except in the case of any criminal proceeding for perjury in respect of his evidence, be admissible in evidence against him in any civil or criminal proceedings.

(4) A certificate of indemnity granted to any witness under clause (3) may be pleaded by him in any court and shall be a full and complete defence

<sup>1</sup> Added by Act XVI of 1981.

<sup>2</sup> Substituted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ২২(ব), for "referred".

<sup>3</sup> Substituted and the proviso was omitted, *ibid*.

<sup>4</sup> Substituted *ibid* s. ২৩(ক)।

<sup>5</sup> Inserted, *ibid*

<sup>6</sup> Article 59 was omitted, *ibid*, s. ২৪।

<sup>7</sup> Substituted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ২৫, for "Tribunal".

to or upon any charge under Chapter DCA of the Penal Code or under this Order, arising out of the matter to which such certificate relates, but it shall not be deemed to relieve him from any disqualification in connection with an election imposed by any law for the time being in force.

(5) The reasonable expenses incurred by any person in attending to give evidence may be allowed to him by the <sup>1</sup>[High Court Division] and shall, unless the <sup>1</sup>[High Court Division] otherwise directs, be deemed to be part of the costs.

61. (1) Where in an election petition a declaration is claimed that a candidate other than the returned candidate has been duly elected, the returned candidate or any other party may produce evidence to prove that the election of such other candidate would have been declared void had he been the returned candidate and had a petition been presented calling his election in question:

Provided that the returned candidate or such other party as aforesaid shall not be entitled to give such evidence unless he has, within the fourteen days next following the commencement of the trial, given notice to the <sup>1</sup>[High Court Division] of his intention so to do and has also deposited the security referred to in Article 49.

(2) Every notice referred to in clause (1) shall be accompanied by a statement of the case, and all the provisions relating to the contents, verification, trial and procedure of an election petition, or to the security deposit in respect of an election petition shall apply to such a statement as if it were an election petition.

62. (1) The <sup>2</sup>[High Court Division] may upon the conclusion of the trial of an election petition, make order-

- (a) dismissing the petition;
- (b) declaring the election of the returned candidate to be void;
- (c) declaring the election of the returned candidate to be void and the petitioner or any other contesting candidate to have been duly elected; or
- (d) declaring the election as a whole to be void.

(2) Save as provided in clause (3), the decision of the <sup>3</sup>[The High Court Division] on an election petition shall be final.

---

<sup>1</sup> Substituted *ibid* s. 26

<sup>2</sup> Substituted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ২৭, for "Tribunal".

<sup>3</sup> Substituted, *ibid*, for "a Tribunal".

<sup>1</sup>[(3) Any person aggrieved by a decision of the High Court Division may, within thirty days of the announcement of the decision, appeal to the Appellate Division, if it grants leave to appeal.]

63. (1) The <sup>2</sup>[High Court Division] shall declare the election of the returned candidate to be void if it is satisfied that-

- (a) the nomination of the returned candidate was invalid; or
- (b) the returned candidate was not, on the nomination day, qualified for, or was disqualified from, being elected as a member; or
- (c) the election of the returned candidate has been procured or induced by any corrupt or illegal practice; or
- (d) a corrupt or illegal practice has been committed by the returned candidate or his election agent or by any other person with the connivance of the candidate or his election agent; or

<sup>3</sup>[(e)The returned candidate has spent more money than what is allowed under Article 44B (3).]

(2) The election of a returned candidate shall not be declared void on the ground-

- (a) that any corrupt, or illegal practice has been committed if the <sup>4</sup>[High Court Division] is satisfied that it was not committed by, or with consent or convenience of that Candidate or his election agent and that the Candidate and the election agent took all reasonable precaution to prevent its commission; or
- (b) that any of the other contesting candidates was, on the nomination day not qualified for, or was disqualified from, being elected as a member.

64. The <sup>1</sup>[High Court Division] shall declare the election of the returned candidate to be void and the petitioner or any other contesting candidate to have been duly elected, if it is so claimed by the petitioner or any of the respondents and the <sup>1</sup>[High Court Division] is satisfied that the petitioner or such other contesting candidate was entitled to be declared elected.

65. The <sup>1</sup>[High Court Division] shall declare the election as a whole to be void if it is satisfied that the result of the election has been materially affected by reason of-

- (a) the failure of any person to comply with the provisions of this order and the rules; or

<sup>1</sup> Substituted, *ibid*, for clause (3).

<sup>2</sup> Substituted, *ibid*, s. ২৮ ।

<sup>3</sup> Added by Act XXIII of 1994, s. 15.

<sup>4</sup> Substituted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ২৮, for "Tribunal".

(b) the prevalence of extensive corrupt or illegal practice at the election.

66. (1) Where, after the conclusion of the trial, it appears that there is an equality of votes between two or more contesting candidates, and the addition of one vote for one such candidate would entitle him to be declared elected,, the <sup>1</sup>[High Court Division] shall so inform the Commission. In the event that no appeal is filed against the decision of the <sup>1</sup>[High Court Division], the Commission shall, after expiry of the period specified for the filing of and appeal, direct a fresh poll to be taken in respect of the said candidates, and fix a date for such poll, but otherwise, the Commission shall await the result of the appeal and shall act as above only if the decision of the <sup>1</sup>[High Court Division] is upheld in appeal on all points.

(2) All the provisions of this order relating to polling, counting of votes, and preparation of ballot paper account, declaration of result and preservation and inspection of document shall apply to the fresh poll as at an election held under the provisions of this Order.

<sup>1</sup>[67. (1) The High Court Division shall, as soon as possible after the conclusion of the trial of an election petition, intimate the substance of its decision to the Commission and shall, as soon as may be, send to the Commission as authenticated copy of its order.

(2) As soon as may be after the receipt of any order made by the High Court Division under Article 62, the Commission shall publish it in the official Gazette.

(3) An order made by the High Court Division under Article 62 shall take effect on the date on which it is made.]

68. <sup>2</sup>[(1) An election petition may be withdrawn by leave of the High Court Division.]

(2) Where leave is granted by the <sup>3</sup>[High Court Division], the petitioner shall be order to pay the costs incurred by the respondents to the election petition or such portion thereof as the <sup>3</sup>[High Court Division] may direct.

69. (1) An election petition shall abate on the death of a sole petitioner or of the sole survivor of several petitioners.

<sup>4</sup>[(2) Where an election petition abates under clause (1), notice of the abatement shall be given by the High Court Division to the Commission.]

<sup>1</sup> Substituted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ২৯, for Article 67.

<sup>2</sup> Substituted, *ibid.*, for clause (1), S. ৩০ ।

<sup>3</sup> Substituted, *ibid.*, for "Tribunal".

<sup>4</sup> Substituted, *ibid.*, for Clause (2), s. ৩১ ।

70. If before the conclusion of the trial of an election petition. a respondent dies or gives notice in the prescribed form that he does not intend to contest the petition. and no respondent remain to contest the petition. the <sup>3</sup>[High Court Division] shall. without any further hearing or after giving such persons as it may think fit an opportunity of being heard. decide the case *ex parte*.

71. Where, at any stage of the trial of an election petition no petition makes an appearance, the <sup>3</sup>[High Court Division] may dismiss the petition for default, and made such order as to costs as it may think fit.

72. (1) The <sup>3</sup>[High Court Division] shall, when making an order under Article 62, also make an order determining in its discretion the costs and specifying the persons by and to whom such costs are to be paid.

(2) If, in any order as to costs under clause (1), there is a direction for the payment of costs by any party to any person, such costs shall, if they have not already been paid, be payable in full, and shall upon application in writing in that behalf made to the <sup>1</sup>[High Court Division] within six months of the order by the person to whom costs have been awarded, be paid, as far as possible, out of the security for costs deposited by such party.

(3) Where no costs have been awarded against a party who has deposited security for costs, or where no application for payment of costs has been made within the aforesaid six months, or where a residue remains after costs have been paid out of the security, such security or the residue thereof, as the case may be, shall, upon application in writing there for by the person who made the deposit or by his legal representative, be returned by the <sup>1</sup>[High Court Division] to the person making the application.

(4) Any order for costs may be enforced upon application in writing made to the principal civil court of original jurisdiction of the district in which the person from whom the costs -are to be recovered resides or owns property, or of the district in which the constituency, or any part of the constituency, to which the disputed election relates, is situated as if such order were a decree passed by that court:

Provided that no proceeding shall be brought under this clause except in respect of costs which have not been recovered by an application under clause (2).

---

<sup>1</sup> Substituted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ৩৩(ব), for "Commission".

## CHAPTER VI-OFFENCES, PENALTY AND PROCEDURE

73. A person is guilty of corrupt practice punishable with <sup>1</sup>[rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall not be less than two years, and also with fine] if he-

2\* \* \* \* \*

<sup>3</sup>[(2) has met any election expenses from any source other than sources specified by the contesting candidate in the statement or<sup>4</sup> the supplementary statement submitted under Article 44AA;

(2A) Contravenes the provisions of Article 44B;

(2B) is guilty of bribery, personation or undue influence;]

(3) makes or publishes a false statement-

(a) concerning the personal character of a candidate or any of his relations calculated to adversely affect the election of such candidate or for the purpose of promoting or procuring the election of another candidate unless he proves that he had reasonable grounds for believing and did believe, the statement to be true;

(b) relating to the symbol of a candidate, or not such symbol has been allocated to such candidate; or

(c) regarding the withdrawal of a candidate.

(4) calls upon or persuades any person to vote, or to refrain from voting for any candidate on the ground that he belongs to a particular religion, community, race, caste, sect or tribe;

(5) Knowingly, in order to support or oppose a candidate lets, lends, employs, hires, borrows or uses any vehicle or vessel for the purpose of conveying to or from the polling station any elector except himself and members of his immediate family; or

(6) causes or attempts to cause any person present and waiting to vote at the polling station to depart without voting.

74. A person is guilty of illegal practice <sup>4</sup>[punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall not be less than two years, and also with fine] if he-

<sup>1</sup> Substituted by Act X of 1991, s. 7, for "imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to Taka one thousand or with both" (w.e.f 6-1-1991)

<sup>2</sup> Clause (1) was omitted by Ordinance No. L of 1978.

<sup>3</sup> Substituted for the former clauses (2) and (2A) by Act X of 1991, s. 7 (w.e.f 6-1-1991)

<sup>4</sup> Substituted by Act X of 1991, s. 8 for "punishable which may extend to Taka five hundred" (w.e.f 6-1-1991)



। \* \* \* \* \*

<sup>2</sup>[(2) fails to comply with the provisions of article <sup>3</sup>[44AA or] 44C

(2A) obtains or procures, or attempt to obtain or procure, the assistance of any person in the service of Bangladesh to further or hinder the election of a candidate;]

(3) votes or applies for a ballot paper for voting at an election knowing that he is not qualified for, or is disqualified from, voting;

(4) votes or applies for a ballot paper for voting more than once in the same polling station;

(5) votes or applies for a ballot paper for voting in more than one polling station for the same election;

(6) removes a ballot paper from a polling station during the poll; or

(7) Knowingly induces or procures any person to do all of the aforesaid acts.

75. A person is guilty of bribery, if he, directly or indirectly, by himself or by any other person on his behalf,-

(1) receives or agrees to receiver or contracts for any gratification for voting or refraining from voting, or for being or refraining from being a candidate at, or for withdrawing from an election; .

(2) gives, offers or promises any gratification to any person-

(3) (a) for the purpose of inducing-

- (i) a person to be, or to refrain from being, a candidate at an election;
- (ii) an elector to vote, or refrain from voting, at an election; or
- (iii) a candidate to withdraw an election; or

(b) for the purpose of rewarding-

- (i) a person for having been, or for having refrained from being, a candidate at an election;
- (ii) an elector for having voted or refrained from voting at an election; or
- (iii) a candidate for having withdrawn from an election.

<sup>1</sup> Clause (1) was omitted by Ordinance No. L of 1978.

<sup>2</sup> Substituted by Ordinance No. IV of 1985. for Clause (2).

<sup>3</sup> The figures, letters and word "44AA or" were inserted by Act X of 1991. s. 8 (w.e.f. 6-1-1991).

*Explanation.* - In this article, "gratification" includes a gratification in money or estimable in money and all forms of entertainment or employment.

76. A person is guilty of personation, if he votes or applies for a ballot paper for voting, as some other person whether that other person is living or dead or fictitious.

77. A person is guilty of undue influence, if he,-

(1) in order to induce or compel any person to vote or refrain from voting; or to offer himself as a candidate, or to withdraw his candidature, at an election, directly or indirectly by himself or by any other person on his behalf,-

- (a) makes or threatens to make use of any force, violence or restraint;
- (b) inflicts or threatens to inflict any injury, damage, harm or loss;
- (c) Calls down or threatens to call down divine displeasure or the displeasure of any Saint or fir;
- (d) gives or threatens to give any religious sentence; or
- (e) uses any official influence or governmental patronage; or

(2) on account of any person having voted or refrained from voting or having offered himself as a candidate, or having withdrawn his candidature does any of the acts specified in sub-clause (1);

(3) by abduction duress or any fraudulent device or contrivance,-

- (a) impedes or prevents the free exercise of the franchise by an elector;  
or
- (b) Compels, induces or prevails upon any elector to vote or refrain in from voting.

*Explanation-* In this article "harm" includes social ostracism or excommunication or expulsion from any caste or community.

78. (1) No person shall convene, hold or attend any public meeting, and no person shall promote or join in any procession within the area of any constituency <sup>1</sup>[during the period beginning at forty-eight hours prior to start of the poll and ending at forty-eight hours after conclusion of the poll"] for any election in that constituency.

<sup>2</sup>[(1A) During the time mentioned in Article 78 (1) no person shall-

<sup>1</sup> The words "during the period beginning at forty-eight hours prior to start of the poll and ending at forty-eight hours after conclusion of the poll" was substituted for the words "during a period of forty-eight hours ending at midnight following the conclusion of the poll " by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>2</sup> Clause (1A) was inserted by Act XXIII of 1994 s. 16.

- (a) resort to an act of violence or unruly behaviour,
- (b) hold threats or intimidate voters or persons connected with election activities or duties,
- (c) show or use any arms or force.]

(2) Any person who contravenes the provisions of clause (1) shall be punishable with <sup>1</sup>[rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall not be less than two years, and also with fine].

79. A person is guilty of an offence <sup>2</sup>[punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall not be less than six months, and also with fine], if he, within a radius of four hundred yards of the polling station, on the polling day-

- (1) canvasses for votes
- (2) solicits the vote of any elector
- (3) persuades any elector not to vote at the election or for a particular candidate; or
- (4) exhibits, except with the permission of the Returning Officer and at a place reserve for the candidate or his election agent beyond the radius of one hundred yards of the polling station, any notice, sign, banner or flag designed to encourage the electors to vote, or discourage the electors from voting, for any contesting candidate.

80. A person is guilty of an offence punishable with imprisonment for a term which may extend to <sup>3</sup>[three years and shall not be less than six months and also with fine], if he, on the polling day-

(1) uses, in such manner as to be audible within the polling station. any gramophone, megaphone. loudspeaker or other apparatus for reproducing or amplifying sounds;

(2) persistently shouts in such manner as to be audible within the polling station;

(3) does any act which-

- (a) disturbs or causes annoyance to any elector visiting a polling station for the purpose of voting; or
- (b) interferes with the performance of the duty of a Presiding Officer,

<sup>1</sup> Substituted by Act X of 1991. s. 9, for "rigorous imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to Taka one thousand or with both" (w.e.f. 6-1-1991).

<sup>2</sup> Substituted, *ibid.*, s. 10, for "punishable with fine which may extend to Taka two hundred and fifty" (w.e.f 6-1-1991)

<sup>3</sup> Substituted, *ibid.*, s. 11 for "three months or with fine which may extend to Taka two hundred and fifty, or with both" (w.e.f 6-1-1991).

Assistant Presiding Officer, Polling Officer or any other person performing any duty at a polling station; or

(4) abets the doing of any of the aforesaid acts.

81. (1) except as provided in clause (2) a person is guilty of an offence punishable with <sup>1</sup>[rigorous imprisonment for a term which may extend to <sup>2</sup>[seven years] and shall not be less than three years, and also with fine], if he-

(a) intentionally defaces or destroys any nomination paper, ballot paper or official mark on a ballot paper;

(b) intentionally takes out to the polling station any ballot paper or puts into any ballot box any ballot paper other than the ballot paper he is authorised by law to put in;

<sup>3</sup>[(bb) is found in possession of any ballot paper or ballot paper book or is seen exhibiting them before the members of the public outside the polling station.]

(c) without due authority,-

(i) supplies any ballot paper to any person;

(ii) destroys, takes, opens or otherwise interferes with any ballot box or packet of ballot papers in use for the purpose of election; or

(iii) breaks any seal affixed in accordance with the provisions of this Order;

(d) forges any ballot paper or official mark;

(e) causes any delay or interruption in the beginning, conduct or completion of the procedure required to be immediately carried out on the close of the poll <sup>4</sup>[;]

<sup>2</sup>[(f) in the furtherance of the prospect of the election of a contesting candidate or to subvert election, captures, or abets, or connives at, the capturing of, a polling station or polling booth-

(i) and compels the polling authorities to surrender the ballot papers, ballot boxes or other polling materials and documents and do any other acts affecting the orderly conduct of election or counting of votes or preparation of documents relating to election; or

<sup>1</sup> Substituted by Act X of 1991, s. 12. for "imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to Taka five hundred, or with both" (w.e.f 6-1-1991)

<sup>2</sup> The words "ten years" were substituted by "seven years" by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>3</sup> This new sub-clause was added by Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>4</sup> Semicolon was substituted for the full-stop at the end and thereafter sub-clause (f) was added by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ৩৪.

- (ii) drives out any candidate or his election agent or polling agent from the polling station and compels the polling authorities to proceed with the election work in their absence; or
- (iii) drive out polling authorities, seizes the ballot papers, ballot boxes, polling materials and documents and use them fraudulently in such manner as he likes; or
- (iv) allows only his supporters or supporters of his candidate or the candidate of his political party to vote and prevents others from voting.]

(2) A Returning Officer, Assistant Returning Officer, Presiding Officer, Assistant Presiding Officer, or any other officer or clerk on duty in connection with the election, who is guilty of an offence under clause (1) shall be punishable with <sup>1</sup>[rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years and shall not be less than three years, and also with fine].

82. A person is guilty of an offence punishable with imprisonment for a term which may extend to <sup>2</sup>[five years and shall not be less than one year, and also with fine], if he-

- (1) interferes or attempts to interfere with an elector when he records his votes;
- (2) in any manner obtains or attempts to obtain in a polling station information as to the candidate for whom an elector is about to vote or has voted; or
- (3) communicates at any time any information obtained in a polling station as to the candidate for whom an elector is about to vote or has voted.

83. A Returning Officer, Assistant Returning Officer, Presiding Officer, Assistant Presiding Officer, or Polling Officer, or any candidate, election agent or polling agent attending a polling station or any person attending at the counting of votes is guilty of an offence punishable with imprisonment for a term which may extend to <sup>2</sup>[five years and shall not be less than one year and also with fine] if he-

- (1) fails to maintain or aid in maintaining the secrecy of voting;
- (2) Communicates, except for any purpose authorised by any law, to any person before the poll is closed any information as to the official mark; or
- (3) communicates any information obtained at the counting of votes as

<sup>1</sup> Substituted by Act X of 1991, for "imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to Taka one thousand. or with both" (w.e.f 6-1-1991)

<sup>2</sup> Substituted, *ibid.*, s. 13 "six months" or with fine which may extend to Taka five hundred. or with both" (w.e.f. 6-1-1991)

to the candidate for whom any vote is given by any particular ballot paper.

84. A Returning Officer, Assistant Returning Officer, Presiding Officer, Assistant Presiding Officer, Polling Officer or any other officer or clerk performing any duty in connection with an election, or any member of a police force, is guilty of an offence punishable with imprisonment for a term which may extend to <sup>1</sup>[five years and shall not be less than one year, and also with fine], if he, in the conduct or management of an election or maintenance of order at a polling station,-

- (1) persuades any person to give his vote;
- (2) dissuades any person from giving, his vote;
- (3) influences in any manner the voting of any person; or
- (4) does any other act calculated to influence the result of the election.

85. A Returning Officer, Assistant Returning Officer, Presiding Officer, Assistant Presiding Officer, Polling Officer or any other person employed by any such officer in connection with his official duties imposed by or under this Order, is guilty of an offence punishable <sup>2</sup>[with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to Taka five thousand, or with both], if he wilfully and without reasonable cause, commits breach of any such official duty by act or omission.

86. A person in the service of Bangladesh is guilty of an offence punishable with imprisonment for a term which may extend to [five years and shall not be less than one year, and also with fine], if he, misuses his official position in a manner calculated to influence the result of the election.

<sup>3</sup>[87. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), or in any other law for the time being in force, a member of any law enforcing agency performing any duty in connection with an election -

- (a) shall have, even if he is not a police officer, the same powers as a police officer has under the said Code for arrest without warrant any person, other than a person performing any duty in connection with an election, who commits an offence under Article 73(2B), (5) And (6). Article 74(2A), (3), (4), (5) and (6), Article 78, Article 79, Article 80, Article 81(1), and Article 82, or for the maintenance of peace, law and order, in the polling station or within a radius of four

<sup>1</sup> Substituted, *ibid.*, s. 15 "six months" or with fine which may extend to Taka five hundred, or with both" (w.e.f. 6-1-1991)

<sup>2</sup> Substituted *ibid.*, s. 16 for "with fine which may extend to Taka five hundred" (w.e.f. 6-1-1991)

<sup>3</sup> Substituted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ৩৫, for Article 87.

hundred yards of the polling station, on the polling day, as if he were a police officer;

- (b) shall arrest without warrant any person who commits an offence under any of the Articles mentioned in clause (a), if the Returning Officer or the Presiding Officer so directs;
- (c) may arrest without warrant any person, who being removed from the polling station by the Presiding Officer under Article 30, commits any offence in the polling station;
- (d) may remove any notice, sign, banner or flag used in contravention of Article 79;
- (e) may seize any instrument or apparatus used in contravention of Article 80; and
- (f) may take such steps, including use of force, as may be reasonably necessary for the exercise of his powers and performance of his duties under this Article.]

<sup>1</sup>[87 A. (1) Any police officer, or any other member of a law enforcing agency performing any duty in connection with an election, shall remove or cause to be removed, or direct the removal of, whenever or wherever he comes to know about it or it comes to his notice, any-

- (a) multi-coloured poster or portrait of a candidate or the poster or symbol of a candidate which is bigger than the size prescribed or specified by the Commission;
- (b) gate, arch or barricade erected for a candidate;
- (c) pandal of a candidate covering an area, of more than four hundred square feet;
- (d) <sup>2</sup>[\*\*\* \*\*\*]
- (e) micro-phone or loudspeaker used by a candidate in excess of three in number in a constituency at any given time;
- (f) election camp or office of a candidate in excess of one in a union, or in a ward of a municipality or city or in excess of one central camp or office in a constituency;
- (g) illumination as part of election campaign of a candidate by use of electricity in any form; and
- (h) writing in ink or paint or in any other manner whatsoever as a means of advertisement for a candidate in any wall, building, pillar, bridge, vehicle or vessel, or in any other place or object not belonging to the candidate or not meant for such advertisement.

<sup>1</sup> Inserted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, স. ৩৬.

<sup>2</sup> Deleted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

(2) If a police officer or any other member of a law enforcing agency fails or neglects to take action under clause (1), without any reasonable cause, he shall be deemed to be guilty of inefficiency or misconduct and his appointing authority shall, on being requested to do so by the Commission or the Returning Officer, take appropriate disciplinary action against him and inform the Commission or the Returning Officer, as the case may be, about the action so taken, and shall note the action in the relevant service record.

(3) A Returning Officer or an Assistant Returning Officer may direct any police officer, or any other member of a law enforcing agency performing any duty in connection with an election, to remove, within such time as he may specify, any matter, thing or article which is liable to be removed under clause (1), and such police officer or member of the law enforcing agency shall take prompt action in accordance with such direction and report compliance to the Returning Officer and the Assistant Returning Officer; and if such police officer or member of the law enforcing agency fails, refuses or neglects to comply, without any reasonable cause, he shall be deemed to be guilty of inefficiency or misconduct and the provision of clause (2) shall apply in this respect.

(4) A Returning Officer or an Assistant Returning Officer may give a direction to a candidate or his election agent to remove immediately any matter, thing or article which is liable to be removed under clause (1), and the candidate or his election agent shall act in accordance with such direction, and report compliance to the Returning Officer and the Assistant Returning Officer; and if he fails or refuses or neglects to comply, without any reasonable cause, he shall be deemed to be guilty of corrupt practice under Article 73.

(5) Any matter, thing or article removed by any police officer or any other member of a law enforcing agency shall be deemed to have been seized from the possession of the candidate, and shall, if not destroyed in course of such removal, be kept in the custody of the nearest police station and shall be destroyed or forfeited to the state, if no election petition is pending, after the expiry of a period of six months from the date of such custody.

(6) A police officer or any other member of a law enforcing agency may take, or cause to be taken, such steps or measures, including use of force, as may be necessary for performing any function or exercising any power under this Article.

(7) Any action taken under this Article shall be promptly communicated to the Commission, and also to the Returning Officer and the Assistant Returning Officer.



(8) Any action taken under this Article shall be in addition to, and not in derogation of any other action or punishment that may be taken or imposed under any other provision of this Order.

(9) An action under this Article may be taken at anytime during the period from the date of the notification under clause (1) of Article 11 till the close of the poll in the entire constituency concerned (both days inclusive).]

1 \* \* \* \* \*

89. (1) No court shall take cognizance of an offence under clause (2) of Article 81, Article 83, Article 84, Article 85 or Article 86, except upon a complaint in writing made by order of, or under authority from, the Commission.

(2) The Commission shall, if it has reason to believe that any offence specified in clause (1) has been committed, cause such enquiries to be made or prosecution to be instituted as it may think fit.

2 [89A. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898), any person for the time being performing any duty in connection with an election, excluding any member of a law enforcing agency, may, if authorized by the Commission, by general or special order, in this behalf-

- (a) exercise the powers of a Magistrate of the first class under the said Code in respect of the offences punishable under Article 73 for presentation, Article 78, Article 79, Article 80, Article 81 (1) and Article 82; and
- (b) take cognizance of any such offence under any of the clauses of sub-section (1) of section 190 of the said Code.

and shall try any such offence in a summary manner in accordance with the provisions of the said Code relating to summary trials.]

90. No prosecution for an offence under Article 73 or Article 74 shall be commenced except-

- (a) within six months of the commission of the offence; or
- (b) if the election at which the offence was committed is subject to an election petition and a <sup>3</sup>[High Court Division] has made an order in respect of such offence, within three months of the date of such order.

<sup>1</sup> Article 88 was omitted by Act X of 1991, s. 19 (w.e.f. 6-1-1991)

<sup>2</sup> Inserted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, স. ৩৭.

<sup>3</sup> Substituted, *ibid.*, for "Tribunal", s. ৩৮

## **<sup>1</sup>[<sup>2</sup>CHAPTER VIA-REGISTRATION OF POLITICAL PARTIES WITH THE COMMISSION.**

90A. For the purpose of this Order, any political party willing to participate in election under this Order shall be registered with the Commission subject to the conditions laid down in Article 90B.

90B. (1) For the purpose of registration under Article 90A, every political party shall-

(a) fulfil one of the following conditions, namely-

(i) secured at least one seat with its electoral symbol in any parliamentary election held since the independence of Bangladesh; or

(ii) secured five percent of total votes cast in the constituencies in which its candidates took part in any of the aforesaid parliamentary elections; or

(iii) established a functional central office, by whatever name it may be called, with a central committee and district offices in at least ten administrative districts and offices in at least fifty Upazilas or Metropolitan Thanas; and

(b) in addition to complying with the terms and conditions referred to in clause (1), shall have the following specific provisions in its constitution, namely-

(i) to elect the members of the committees at all levels including members of the central committee<sup>3</sup>;

(ii) to fix the goal of reserving at least 33% of all committee positions for women including the central committee and successively achieving this goal by the year 2020;

(iii) to prohibit formation of any organization or body as its affiliated or associated body consisting of the teachers or students of any educational institution or the employees or labourers of any financial, commercial or industrial institution or establishment or the members of any other profession;

Explanation:- Nothing shall be construed to prevent (a) the teachers, students, employees or labourers from organizing independently in their respective fields or forming association, society, trade union etc. and exercising all democratic and political

<sup>1</sup> Inserted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ৩৯.

<sup>2</sup> Entire Chapter VIA was replaced by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>3</sup> The words "as laid down in the constitution" were deleted by Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 2008.

rights; and (b) individuals, subject to the provisions of the existing laws, to be a member of any political party.

- (iv) to finalize nomination of candidate by central parliamentary board of the party from the panels prepared by members of the Ward, Union, Thana, Upazila or District committee, as the case may be, of concerned constituency.

(2) If an independent member of parliament joins any unregistered political party, the fact of his joining alone shall not qualify that party for registration with the Commission.

<sup>1</sup>[(3) \*\*\* \*\*\*)

90C. (1) A political party shall not be qualified for registration under this Chapter, if-

- the objectives laid down in its constitution are contrary to the Constitution of the People's Republic of Bangladesh; or
- any discrimination regarding religion, race, caste, language or sex is apparent in its constitution; or
- by name, flag, symbol or any other activity it threatens to destroy communal harmony or leads the country to territorial disintegration; or
- there is any provision in its constitution for the establishment or operation of any office, branch or committee outside the territory of Bangladesh.

(2) No political party shall be registered under a name, under which another political party has already been registered:

Provided that where more than one party apply for registration <sup>2</sup>[with] the same name and no party has already been registered under such name, the Commission may, after giving the parties reasonable opportunity of being heard, register any of the parties with such name.

(3) The Commission shall not register any party banned by the Government.

90D. Any political party complying with the conditions laid down in Article 90A <sup>3</sup>[, Article 90B and not disqualified under Article 90C] may apply for registration in the prescribed manner under the signature of its

<sup>1</sup> Clause (3) was deleted by Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>2</sup> The word "with" was substituted for the word "which" by Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>3</sup> These were added by Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 2008.

Chairman and General Secretary or any other person holding equivalent ranks<sup>1</sup>]:

Provided that the Commission may allow any political party to apply for registration which has a provisional constitution containing provisions as specified under sub-clauses (b)(i), (b)(ii), (b)(iii) and (b)(iv) of clause (1) of Article 90B as well as complying with the provisions under Article 90C along with a resolution of the highest policy-making body of the party, by whatever name it may be called to the effect that the party shall submit a ratified constitution within six months from the date of first sitting of the ninth parliament.]

90E. (1) The Commission shall, after taking a decision to register a political party, issue a registration certificate in the prescribed form and shall publish it in the Official Gazette.

(2) If the application for registration of a political party is rejected, the Commission shall, within seven working days, inform the concerned party of its decision in writing.

(3) The decision on registration by the Commission shall be final.

90F. (1) Subject to the provision of clause (2), a registered political party shall be entitled to-

(a) receive donation or grants from any person, company, group of companies except the sources mentioned in clause (1) of Article 44CC:

Provided that such amount of donation or grants shall not exceed the following limits, in a calendar year-

- (i) in the case of a person, taka five lakh or property or service equivalent to it;
- (ii) in the case of a company or organization, taka twenty five lakh or property or service equivalent to it;
- (b) one of the prescribed symbols for all the candidates set up by it in any election under this Order or rules according to the preference indicated by it and the symbols so allotted shall be kept reserved for it, unless it indicates its preference for any other prescribed symbol available;
- (c) one set of electoral rolls in compact disk (CD) or digital versatile disk (DVD) or any other electronic format free of cost;

<sup>1</sup> This proviso was added by Representation of the People (Second Amendment) Ordinance, 2008.

- (d) broadcasting and telecasting facilities in the state-owned media during the general election to Parliament according to the principles and guidelines prescribed by the Commission; and
  - (e) be consulted with by the Commission in respect of any matter relating to election, particularly problems of and measures for holding election fairly, peacefully and in accordance with this Order and rules.
- (2) No registered political party shall receive any gift, donation, grant or money from any other country, or non-government organization or from any person who is not a Bangladeshi or any organization established or maintained by such person.

90G. A registered political party shall inform the Commission in the prescribed manner about the compliance of the provisions in clause (1)(b) of Article 90B.

90H. (1) The registration of a political party may be cancelled for any one of the following reasons, namely-

- (a) if the party is declared dissolved according to the constitution of the party by the highest decision making body, by whichever name it is called, or an application is made to the Commission along with the minutes for dissolution of the party under the signature of the chairman and general secretary of the party or any other person holding equivalent rank;
- (b) if the political party is declared banned by the Government;
- (c) if the political party fails to provide any information under this Order and rules to the Commission for three consecutive years;
- (d) if the political party violates any provision of clause (1)(b) of Article 90B; or
- (e) if the political party does not participate in the parliamentary elections for two consecutive terms.

(2) The Commission shall, prior to cancellation of registration under clauses (c), (d) and (e), give the concerned political party an opportunity of being heard in the prescribed manner.

(3) No political party shall be registered in the name of a political party which has been declared dissolved.

(4) The name of the dissolved and cancelled political parties shall be published in the Official Gazette.

90I. If a registered political party is aggrieved by an order of cancellation of registration by the Commission, it may prefer an appeal to the High Court Division.]]

## CHAPTER VII-MISCELLANEOUS

- <sup>1</sup>[91. <sup>2\*</sup> \* \* - Save as otherwise provided, the Commission may-
- (a) Stop the polls at any polling station <sup>3</sup>[or entire constituency, as the case may be,] at any stage of the election if it is convinced that it shall not be able to ensure the conduct of the election justly, fairly and in accordance with law due to malpractices, including coercion, intimidation and pressures, prevailing at the election;
  - (b) review an order passed by an officer under this Order or the rules, including rejection or acceptance of a ballot paper; and
  - (c) issue such instructions and exercise such powers, and make such consequential orders as may, in its opinion, be necessary for ensuring that an election of any polling station is conducted impartially, justly and fairly, and in accordance with the provisions of this Order and the rules.

91A. (1) <sup>4\*</sup> \* \* \*: The Commission shall establish a Committee to ensure the prevention and control of pre-poll irregularities, to be known as the Electoral Enquiry Committee, hereinafter referred to as "the Committee".

(2) <sup>1\*</sup> \* \* \*: The Committee shall consist of such number of persons as may be determined by the Commission from amongst the Judicial Officers.

(3) <sup>1\*</sup> \* \* \*: The Committee shall, on the basis of information received by it, or complaints made to it, or on its own initiative, inquire into any matter or situation which in its view may constitute an offence under this order, or 2[any pre-poll irregularity including any situation or matter which, in its opinion, may involve], by any person whosoever, as an act or omission constituting intimidation, obstruction, coercion, or the publication of false information, or any other act or omission intended to or actually resulting in the obstruction or frustration of the preparation for, or the conduct of, free and fair election in accordance with this order and the rules.

(4) <sup>1\*</sup> \* \* \*: In performing its functions under this order, and subject to the direction of the Commission, the Committee may conduct any inquiry as it deems necessary before the election is over.

(5) <sup>1\*</sup> \* \* \*: The Committee, in conducting such inquiry, shall have the right to:

<sup>1</sup> Articles 91 and 91A were substituted for the former Article 91 by Act XXIII of 1994, s. 17

<sup>2</sup> The words, comma and full-stop "Commission to ensure fair election, etc." were omitted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ৪০.

<sup>3</sup> Inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>4</sup> The marginal headings of clauses (1), (2), (3), (4), (5) & (6) were omitted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ৪১(ক).

- (a) require, in writing, any person to appear before it and give evidence under oath or affirmation to it; and
- (b) require, in writing, any person to produce any documents or objects under his control to it.

(6) <sup>1</sup>\* \* \*  
<sup>2</sup>[(6) After conducting an inquiry, the Committee shall inform the Commission within three days of the inquiry and may make a recommendation which may include-

- (a) proposals for any order, directive or instruction to be made by the Commission to any person responsible for any act to stop such act forthwith; or
- (b) in the case of any omission, to perform any specific act, including, if necessary, the appropriate correction of any false information.]

<sup>3</sup>[(6a) After receiving the recommendation under clause (6), the Commission may issue necessary order or instruction to the concerned person, or registered political party to implement the recommendation.

(6b) Where, any order or instruction is issued under clause (6a), the concerned person or registered political party shall carry out the same instantly.

(6c) In the event of non-compliance of an order or instruction made under clause (6a), the Commission may impose a fine not exceeding taka one lakh but not less than taka twenty thousand upon the concerned person or registered political party.]

<sup>4</sup>[(7) The Commission shall, for the purpose of clause (1), specify the acts and omissions which shall be deemed to be pre-poll irregularities and shall publish them in the official Gazette or in such other manner as it deems fit.

(8) Any proceeding before the Committee shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Penal Code (Act XLV of 1860).

(9) The committee shall have the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908), in respect of enforcing the attendance of any person and examining him on oath or affirmation and compelling the production of documents and material objects.]

<sup>1</sup> Omitted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ৪১.

<sup>2</sup> Substituted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>3</sup> Inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

<sup>4</sup> Added by Act XIII of 1996 (w.e.f. 25-4-1996)

<sup>1</sup>[91B. (1) The Commission may, for the purpose of ensuring free and fair election, formulate a Code of Conduct not inconsistent with the provisions of this Order.

(2) Violation of any provision of the Code of conduct shall be deemed to be a pre-poll irregularity within the meaning of article 91A.]

<sup>2</sup>[91C. (1) The Commission may permit in writing any person, whether national or foreign, as an election observer who is in no way associated with, or affiliated to, any political party or contesting candidate and who is not known for his sympathy, direct or indirect, for any particular political ideology; creed or cause or for any manifesto, program, aims or object of any political party or contesting candidate.

(2) An election observer may, in accordance with the guidelines issued by the Commission, observe any poll by staying near about any polling station or entering into, with the permission of the Presiding Officer, any polling booth or polling station or by being present at the counting of votes or consolidation of the results of the count.

(3) No election observer shall be allowed to observe the poll as aforesaid, unless he displays the permit of the Commission bearing his name, nationality and photograph attested by the Commission.

(4) An election observer may be asked by any Returning Officer or Presiding Officer to leave any constituency or polling station, if he is found indulging in any activities not befitting any neutral election observer' or interfering with the polling process or with the work of the election authorities in any manner.

(5) Any action taken under clause (4) shall be reported to the Commission forthwith.

(6) An election observer may submit a report to the Commission or the Returning Officer on his observation about the fairness or otherwise of the poll, discipline and situation inside and outside the polling station, counting of votes, consolidation of the results of the count, compliance with the provisions of this Order or the rules or the Code of Conduct, or on any other matter relating to election.

(7) Notwithstanding any thing contained in this Order the Commission or the Returning Officer, as the case may be. may consider the report of an election observer along with any other report submitted or sent to it or him under this Order at the time of taking any decision under any provision of this

---

<sup>1</sup> Inserted, *ibid*

<sup>2</sup> Inserted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, s. ৪২.



Order in respect of any matter on which the report of the observer has any bearing.

91D (1) The Commission, while making an enquiry under any provision of this Order, shall have, for the purposes of such enquiry, all the powers of a civil court trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908), in respect of the following matters, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath.
- (b) requiring the discovery and production of any document or other material object producible as evidence;
- (c) receiving evidence on affidavit
- (d) requisitioning any public record or any copy thereof from any court or office;
- (e) issuing commission for examination of witness or documents.

(2) Any proceeding before the Commission shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Penal Code (XLV of 1860).

(3) The Commission shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 476, 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898).

(4) The Commission shall have the power to regulate its own procedure.

(5) Any person holding an enquiry under any provision of this Order under the authority or direction of the Commission shall have the same powers as are vested in the Commission under this Article.]

<sup>1</sup>[91E. (1) Notwithstanding anything contained in this Order or rules, if it appears to the Commission on receiving an information from any source or any verbal or written report that, any contesting candidate or his agent or any other person on his behalf, by his order or under his direct or indirect consent, engages or attempts to engage in any serious illegal activity or violates or attempts to violate any provision of this Order or rules or Code of Conduct for which he may be disqualified to be elected as a member, the Commission may pass an order for an investigation of the matter giving the contesting candidate a reasonable opportunity of being heard:

(2) After receiving the investigation report under clause (1), if the Commission is satisfied that, the report was true, the Commission may, by a written order, with appropriate reasons assigned, cancel the candidature of

---

<sup>1</sup> Inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.

such candidate and in that event the election shall be held among the other contesting candidates of the concerned constituency; and where only one person remains as a contesting candidate because of cancellation of candidature of the other contesting candidate, election shall be held under Article 17 for that constituency.

(3) Any order made under clause (2) shall be sent to the concerned candidate or his election agent by hand or by fax or by courier service or by any other quickest possible means.

(4) The order made under clause (2) shall immediately be sent to the Returning Officer, Presiding Officer and other contesting candidates and the political party that has nominated such candidate.

(5) The order made under clause (2) shall be notified in the Official Gazette and in any other manner which the Commission thinks fit.]

92. No court shall question the legality of any action taken in good faith by or under the authority of, the Commission, a Returning Officer, Presiding Officer or an Assistant Presiding Officer or any decision given by any of them or by any other officer or authority appointed under this Order or the rules.

93. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Commission or any officer or other person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under or in pursuance of this Order or of any rule or order made or any direction given thereunder.

<sup>1</sup>[93A. The Government may provide the contesting candidates or the political parties which have nominated them as candidates with such facilities as it deems fit for the purpose, of ensuring a fair election.]

<sup>2</sup>[94. The Commission may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purpose of this Order.]

<sup>3</sup>[94A. The Government may, by notification in the Official Gazette, publish an authentic text in Bangla of this Order.]

95. The following laws are hereby repealed-

- (1) The National and Provincial Assemblies (Election) Ordinance, 1970 (XIII of 1970).
- (2) The Legal Framework Order 1970 (P.O. No.2 of 1970).

---

<sup>1</sup> Article 93A was inserted by Ordinance No. LII of 1978.

<sup>2</sup> Substituted by ২০০১ সনের ৫৭নং আইন, স. ৪৩.

<sup>3</sup> Inserted by Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008.



নির্বাচন কমিশন সচিবালয়  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮-কার্তিক-১৪১৫ বঙ্গাব্দ/ ২৩-অক্টোবর- ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

এস.আর.ও নং- ২৮৬ আইন/২০০৮।- Representation of the People Order, 1972 এর Article 94 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-(১) এই বিধিমালা নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

- (ক) “অনুচ্ছেদ” অর্থ Representation of the People Order, 1972 এর কোন Article;
- (খ) “আদেশ” অর্থ Representation of the People Order, 1972;
- (গ) “কমিশন” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;
- (ঘ) “দফা” অর্থ Representation of the People Order, 1972 এর Article এর কোন clause;
- (ঙ) “নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল” অর্থ অনুচ্ছেদ ৯০এ এর অধীন নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল;
- (চ) “নির্বাচন” অর্থ আদেশের অধীন অনুষ্ঠিত কোন সংসদ সদস্যের আসনে নির্বাচন;
- (ছ) “নির্বাচনী এলাকা” অর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন এলাকা;
- (জ) “প্রকাশ” বলিতে উহার ব্যাকরণগত বিভিন্নতাসহ, জনগণের প্রবেশাধিকার আছে এইরূপ কোন স্থানে প্রদর্শনও বুঝাইবে;
- (ঝ) “প্রতীক” অর্থ অনুচ্ছেদ ২০ এ উল্লিখিত প্রতীক; এবং
- (ঞ) “ফরম” অর্থ এই বিধিমালার তফসিলে বিধৃত ফরম।

৩। মনোনয়ন পত্র দাখিল।- অনুচ্ছেদ ১২ এর বিধান সাপেক্ষে মনোনয়ন পত্র “ফরম-১” এ দাখিল করিতে হইবে।

৪। জামানত।- (১) অনুচ্ছেদ ১৩ এর অধীন রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার নগদে বা অন্য কোনভাবে জমাকৃত অর্থ সম্পর্কিত তথ্যাদি “ফরম-২” অনুযায়ী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) জামানত বাবদ অর্থ নগদে জমা দেওয়া হইলে উহার স্বীকৃতিস্বরূপ রিটার্নিং অফিসার “ফরম-৩” এ একটি রসিদ প্রদান করিবেন এবং উক্ত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে জমা রাখিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার অথবা, ক্ষেত্রমত, কোন প্রার্থী এই বিধির অধীন সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থ জমা দিবেন।

(৪) অনুচ্ছেদ ৪১ এর দফা (১) এর অধীন জমাকৃত অর্থ ফেরৎ দেওয়ার প্রয়োজন হইলে উহা রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীলমোহরে অনুমোদিত হইতে হইবে।

৫। মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।- (১) অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (৫) এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাই অন্তে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন সিদ্ধান্তে কোন প্রার্থী সংক্ষুব্ধ হইলে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে প্রার্থী স্বয়ং অথবা প্রার্থী কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত কোন ব্যক্তি মারফত আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) কমিশনকে সম্বোধন করিয়া কমিশন সচিবালয়ের সচিবের নিকট আপীল দায়ের করিতে হইবে।

(৩) আপীল স্মারকলিপি আকারে হইবে এবং উহাতে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের তারিখ, আপীলের কারণ সম্বলিত বিবৃতি এবং তর্কিত আদেশের একটি সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৪) স্মারকলিপি আকারে দায়েরকৃত আপীলের একটি মূল কপিসহ মোট পাঁচটি কপি দাখিল করিতে হইবে।

(৫) কমিশন সংক্ষিপ্তভাবে অথবা যেইভাবে উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইভাবে আপীল নিষ্পত্তি করিবেন।

(৬) আপীল মঞ্জুরের ক্ষেত্রে, কমিশনের আদেশক্রমে, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা সংশোধন করিতে হইবে।

## ৬। বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা।- রিটার্নিং অফিসার-

- (ক) মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের পর অনুচ্ছেদ ১৫ এর দফা (১) অনুসারে অনতিবিলম্বে “ফরম-৪” এ বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহার অফিসের কোন দর্শনীয় স্থানে প্রকাশ করিবেন;
- (খ) অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (৫) এর অধীন আপীল মঞ্জুর হইবার ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ১৫ এর দফা (২) অনুযায়ী কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা সংশোধন করিয়া সংশোধিত তালিকা তাহার অফিসের কোন দর্শনীয় স্থানে প্রকাশ করিবেন;
- (গ) অনুচ্ছেদ ১৫ এর দফা (১) এ উল্লিখিত তালিকার একটি অনুলিপিসহ দফা (২) এর অধীন সংশোধিত তালিকার একটি অনুলিপি কমিশনে প্রেরণ করিবেন।

৭। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা।-(১) অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (৪) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা “ফরম-৫” এ প্রস্তুত করা হইবে।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নামের তালিকায় নামগুলি বাংলা বর্ণক্রমানুসারে সাজাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের বিপরীতে বরাদ্দকৃত প্রতীক লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখের পরের দিন, তাহার অফিসের কোন দর্শনীয় স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নামের তালিকা প্রকাশ করিয়া উহার অনুলিপি প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্টের নিকট সরবরাহ করিবেন এবং একটি অনুলিপি কমিশনেও প্রেরণ করিবেন।

৮। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা।-(১) অনুচ্ছেদ ১৯ এর দফা (১) এর অধীন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রিটার্নিং অফিসার কমিশনের নিকট হইতে লিখিতভাবে নিশ্চিত হন যে, কোন মনোনয়নপত্র বাছাই অন্তে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপীল দায়ের করা হয় নাই বা, দায়েরের ক্ষেত্রে, কমিশন কর্তৃক উহা মঞ্জুর হয় নাই।

৯। প্রতীক বরাদ্দ।-(১) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে, এই বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, অনুচ্ছেদ ২০ এর দফা (১) এর অধীন নিম্নলিখিত প্রতীকসমূহ হইতে ১৪১নং ক্রমিকে উল্লিখিত ক্রস (x) চিহ্ন ব্যতীত যে কোন একটি প্রতীক বরাদ্দ করা যাইবে, যথাঃ-

১. আনারস	৪৮. ছাতা	৯৫. বালতি
২. আপেল	৪৯. কুমকুমি	৯৬. বাঁশি
৩. আম	৫০. টাইপ রাইটার	৯৭. বাঁশের ঝুড়ি
৪. আংটি	৫১. টিফিন ক্যারিয়ার	৯৮. ব্যাটারী

৫. ইট	৫২. টিয়া পাখি	৯৯. ব্যাডমিন্টন রকেট
৬. উদীয়মান সূর্য	৫৩. টেবিল	১০০. বেঞ্চ
৭. উড়োজাহাজ	৫৪. টেবিল ঘড়ি	১০১. বেলুন
৮. একতারা	৫৫. ট্রাস্টর	১০২. বৈদ্যুতিক পাখা
৯. কবুতর (পায়রা)	৫৬. ট্রাক	১০৩. বৈদ্যুতিক বাছ
১০. কমলালেবু	৫৭. টেলিফোন	১০৪. বৈয়ম
১১. করাত	৫৮. টেলিভিশন	১০৫. মই
১২. কলসী	৫৯. তৈলাগাড়ী	১০৬. মগ
১৩. কলার ছড়ি	৬০. ডাব	১০৭. মটর গাড়ী (কার)
১৪. কাঁঠাল	৬১. ডালিম	১০৮. মটর সাইকেল
১৫. কাপ-পিরিচ	৬২. টেকি	১০৯. মশাল
১৬. কামরাঙ্গা	৬৩. তবলা	১১০. ময়ুর
১৭. কাস্তে	৬৪. তারা	১১১. মাইক
১৮. ক্যারাম বোর্ড	৬৫. তালা	১১২. মাছ
১৯. ক্যামেরা	৬৬. খালা	১১৩. মাখাল
২০. ক্রিকেট-ব্যাট	৬৭. দাঁড়িপাল্লা	১১৪. মিনার
২১. কেটলী	৬৮. দাবা বোর্ড	১১৫. মুলা
২২. কুমির	৬৯. দালান	১১৬. মোরগ
২৩. কুলা	৭০. দিয়াশলাই	১১৭. মোমবাতি
২৪. কুড়াল	৭১. দেওয়াল ঘড়ি	১১৮. মোড়া
২৫. কুঁড়েঘর	৭২. দোয়াত-কলম	১১৯. রকেট
২৬. কোদাল	৭৩. ধানের শীষ	১২০. রিক্সা
২৭. খরগোশ	৭৪. নলকুপ(টিউবওয়েল)	১২১. রেডিও (ট্রানজিস্টর)
২৮. খাট	৭৫. নোঙ্গর	১২২. রেল ইঞ্জিন
২৯. খেঁজুর গাছ	৭৬. নৌকা	১২৩. লাঙ্গল
৩০. গরুর গাড়ী	৭৭. পান পাতা	১২৪. লাটিম
৩১. গাড়ী	৭৮. পালকি	১২৫. শীল পাটা
৩২. গামছা	৭৯. পিঞ্জর	১২৬. শাঁখ
৩৩. গীটার	৮০. পিড়ি	১২৭. স্টীল আলমারী
৩৪. গ্রাস	৮১. পৈপে	১২৮. সিংহ
৩৫. গোলাপ ফুল	৮২. প্রজাপতি	১২৯. স্যুটকেস
৩৬. ঘন্টা	৮৩. ফুটবল	১৩০. সেলাই মেশিন
৩৭. ঘুড়ি	৮৪. ফ্লাস্ক	১৩১. হরিণ

৩৮. ঘোড়া	৮৫. ফুলকপি	১৩২. হাত (পাঞ্জা)
৩৯. চরকা	৮৬. ফুলের টব	১৩৩. হাত ঘড়ি
৪০. চাকা	৮৭. ফুলের মালা	১৩৪. হাত পাখা
৪১. চাবি	৮৮. বক	১৩৫. হাঁস
৪২. চশমা	৮৯. বাঘ	১৩৬. হাতী
৪৩. চাঁদ	৯০. বাস	১৩৭. হাতুরী
৪৪. চামচ	৯১. বই	১৩৮. হারিকেন
৪৫. চিংড়ী	৯২. বটগাছ	১৩৯. হুন্সা
৪৬. চেয়ার	৯৩. বড়শী	১৪০. হেলিকপ্টার
৪৭. ছড়ি	৯৪. বাই সাইকেল	১৪১. ক্রস (x)

(২) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইবার পর রিটার্নিং অফিসার নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীকে উক্ত দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ করিবেন।

(৩) স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার, যতদুর সম্ভব, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পছন্দকে বিবেচনায় লইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ পছন্দ কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বহির্ভূত, অতঃপর উন্মুক্ত প্রতীক বলিয়া অভিহিত হইতে হইবে;

আরও শর্ত থাকে যে, দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র প্রার্থী উন্মুক্ত প্রতীকের মধ্য হইতে একই সময় নির্দিষ্ট কোন প্রতীক বরাদ্দের দাবী জানাইলে রিটার্নিং অফিসার উহা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিবেন;

আরও শর্ত থাকে যে, একাধিক স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে কোন প্রার্থী ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকিলে তিনি তাহার পছন্দের প্রতীক প্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ পাইতে অধিকারী হইবেন, যদি না উহা কোন দলের জন্য সংরক্ষিত হয় বা ইতিমধ্যে অন্য কাহাকেও বরাদ্দ করা হয়।

(৪) উপ-বিধি (১) এ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত প্রতীকসমূহ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পর্যাপ্ত না হইলে কমিশন, তৎবিবেচনায় অন্য কোন প্রতীক নির্ধারণ করিয়া উহা হইতে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে বরাদ্দ করিতে পারিবেন।

১০। ব্যালট পেপার ফরম-১-(১) প্রত্যেক ব্যালট পেপার “ফরম-৬” এ হইবে এবং প্রত্যেক পোস্টাল ব্যালট পেপার “ফরম-৭” এ হইবে।

(২) প্রত্যেক ব্যালট পেপারে উহা যে নির্বাচনী এলাকার সহিত সম্পর্কিত সেই নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৩) বিধি ৭ এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে যেই ক্রমে দেখানো হইয়াছে সেই ক্রমেই ব্যালট পেপারে তাহাদের নাম সাজাইতে হইবে এবং



সর্বশেষে প্রার্থীর নামের স্থানে “উপরের কাহাকেও নহে” কথাটি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রতীকের নির্ধারিত স্থানে ক্রস (x) প্রতীক সন্নিবেশ করিতে হইবে:

(৪) ব্যালট পেপারের জন্য ব্যবহৃত কাগজের রং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১১। পোস্টাল ব্যালট পেপার সরবরাহ।-(১) রিটার্নিং অফিসার, যত শীঘ্র সম্ভব, অনুচ্ছেদ ২৭ এর অধীন পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে অধিকারী এবং যিনি উক্ত অনুচ্ছেদের দফা (২) অনুযায়ী দরখাস্ত করিয়াছেন, এমন প্রত্যেক ভোটারের নিকট ডাকযোগে একটি পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রেরণ করিবেন এবং একইসঙ্গে-

(ক) ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে যে ভোটারের নিকট উহা প্রেরণ করা হইয়াছে তাহার নাম, ভোটারের ক্রমিক নম্বর ও নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম লিপিবদ্ধ করিবেন; এবং

(খ) উক্ত ভোটার যাহাতে কোন ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করিতে না পারেন উহা নিশ্চিত করিবার জন্য ভোট কেন্দ্রে প্রেরিতব্য ভোটার তালিকায় উক্ত ভোটারের ক্রমিক নম্বরের বাম পাশে “প” চিহ্ন প্রদান করিবেন এবং উহার একটি বিবরণী প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট ভোট কেন্দ্রে প্রেরণ করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার ব্যালট পেপারের সঙ্গে নিম্নে উল্লিখিত খাম ও কাগজপত্রাদি ভোটারের নিকট প্রেরণ করিবেন, যথাঃ-

(ক) “ফরম-৮” এ একটি ঘোষণাপত্র;

(খ) “ফরম-৯” এ একটি খাম;

(গ) “ফরম-১০” এ রিটার্নিং অফিসারকে সম্বোধনকৃত একটি বড় খাম; এবং

(ঘ) “ফরম-১১” এ ভোট প্রদানের নির্দেশাবলী।

(৩)-প্রত্যেক কর্মকর্তা যাহার তত্ত্বাবধানে বা যাহার মাধ্যমে কোন পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রেরিত হয়, তিনি বিলম্ব না করিয়া উহা সঠিক প্রাপকের নিকট বিলি করা নিশ্চিত করিবেন।

(৪) পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার অধিকারী সকল ভোটারের নিকট ব্যালট পেপার প্রেরিত হইবার পর রিটার্নিং অফিসার উক্তরূপ সকল ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র একটি প্যাকেটে সীলমোহর করিয়া রাখিবেন এবং প্যাকেটের উপর উহার অভ্যন্তরস্থ কাগজপত্রাদির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম এবং কোন্ তারিখে তিনি উহা সীলমোহর করিয়াছেন উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

১২। পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট প্রদান।-(১) পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে ভোটার যে প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীকে ভোট দিতে ইচ্ছুক ব্যালট পেপারে তাহার নাম বা প্রতীকের জায়গায় কলম দ্বারা টিক (☑) চিহ্ন দিবেন।

(২) ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করিয়া উক্ত ভোটার তাহার নিকট, বিধি ১১ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (ঘ) এর অধীন প্রেরিত “ফরম-১১” এ উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণপূর্বক ব্যালট পেপারটি নির্ধারিত খাম (ফরম-৯) এর ভিতরে রাখিবেন।

(৩) ব্যক্তিগতভাবে ভোটারের পরিচিত এমন অন্য কোন ভোটারের সম্মুখে ভোটার “ফরম-৮” এর ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন এবং তিনি তাহার স্বাক্ষর উক্তরূপ ভোটার দ্বারা প্রত্যয়িত করাইয়া লইবেন।

১৩। নিরক্ষর বা অসমর্থ ভোটারকে সহায়তা প্রদান।-(১) যদি কোন ভোটার নিরক্ষর হন বা শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট চিহ্ন প্রদান করিতে ও “ফরম-৮” এ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অন্য কোন ভোটার দ্বারা ব্যালট পেপারে তাহার ভোট চিহ্ন প্রদান করাইতে এবং তাহার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করাইতে পারিবেন।

(২) অতঃপর উক্ত ভোটার নিরক্ষর ভোটারের ইচ্ছানুযায়ী তাহার সম্মুখে এবং তাহার পক্ষে ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন এবং “ফরম-৮” এ উল্লিখিত যথাযথ জায়গায় প্রত্যয়ন করিবেন।

১৪। পোস্টাল ব্যালট পেপার পুনঃসরবরাহকরণ।-(১) বিধি ১১ এর অধীন প্রেরিত কোন পোস্টাল ব্যালট পেপার এবং এতদ্ব্যঞ্জিত কাগজপত্র কোন কারণে বিলি না হইয়া ফেরৎ আসিলে রিটার্নিং অফিসার পুনরায় উহা ডাকযোগে প্রেরণ করিতে পারিবেন অথবা ভোটারের অনুরোধক্রমে উহা তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে সরবরাহ করিতে বা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(২) বিধি ১১ এর অধীন ভোটারের নিকট প্রেরিত ব্যালট পেপার বা এতদ্ব্যঞ্জিত কাগজপত্রাদি, যদি তাহার অসাবধানতার কারণে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে এবং তিনি যদি উহা রিটার্নিং অফিসারের নিকট ফেরৎ দেন এবং ভোটারের এইরূপ অসাবধানতার বিষয়টি যদি রিটার্নিং অফিসারের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে ভোটারকে অন্য একটি ব্যালট পেপার ও এতদ্ব্যঞ্জিত কাগজপত্রাদি সরবরাহ করা হইবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার অনুরূপভাবে ফেরতকৃত ব্যালট পেপার ও তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র বাতিল করিয়া একটি আলাদা প্যাকেটে রাখিবেন এবং প্যাকেটের উপর অনুরূপ বাতিলকৃত সকল ব্যালট পেপারের ক্রমিক নম্বর ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

১৫। পোস্টাল ব্যালট পেপার ফেরৎ প্রদান।-(১) বিধি ১২ এর অধীন কোন ভোটার ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া বা বিধি ১৩ এর অধীন ব্যালট পেপারে চিহ্ন ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করাইয়া “ফরম-১১” এ উল্লিখিত

নির্দেশাবলী অনুসারে ব্যালট পেপার এবং ঘোষণাপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট ফেরৎ দিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার অনুচ্ছেদ ৩৭ এর দফা (১) এ উল্লিখিত সময় শেষ হইবার পর যদি কোন ভোটারের নিকট হইতে পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত খাম প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি উহা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন এবং অনুরূপ সকল খাম একত্র করিয়া একটি আলাদা খামের ভিতর রাখিয়া দিবেন।

(৩) পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রেরিত ভোট গণনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত ব্যালট পেপারসমূহ প্রাপ্তির তারিখ ও সময় এবং ভোটারের নামসহ এতদসংক্রান্ত বিবরণী “ফরম ১২” অনুযায়ী একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন/ রিটার্নিং অফিসার পোস্টাল ব্যালট পেপার গ্রহণের সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর প্রাপ্ত মোট পোস্টাল ব্যালট পেপারের সংখ্যা প্রকাশ করিবেন।

১৬। ব্যালট ব্যালকের হিসাব।- অনুচ্ছেদ ২৮ এর দফা (৪) এর উপ দফা (এ এ) এর অধীন পোলিং অফিসারগণের নিকট ব্যালট ব্যাল্ক সরবরাহের হিসাব এবং অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (১২) এর উপ-দফা (জিজি) এ উল্লিখিত সরবরাহকৃত বা ব্যবহৃত ব্যালট ব্যাল্কের হিসাব “ফরম-১৩” এ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৭। ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি।-(১) অনুচ্ছেদ ৩১ এর দফা (৫) এর উপ-দফা (বি) অনুসারে ভোটার যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দিতে ইচ্ছুক তাহার ব্যালট পেপারে উক্ত প্রার্থীর নাম বা প্রতীক সম্বলিত নির্দিষ্ট জায়গায় অথবা উপ-দফা (বি বি) অনুসারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভোট প্রদান করিতে ইচ্ছুক না হইলে “উপরের কাহাকেও নহে” এর বিপরীতে এর জন্য নির্ধারিত প্রতীকের জায়গায় প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত নির্ধারিত মার্কিং সীল দ্বারা চিহ্ন দিতে হইবে এবং অন্য কোন চিহ্ন আইনসিদ্ধ হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ভোটার প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত নির্ধারিত মার্কিং সীল ব্যতীত অন্য কোন সীল দ্বারা তাহার ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করিতে পারিবেন না। নির্ধারিত মার্কিং সীল ব্যতীত অন্য কোনভাবে চিহ্নিত ব্যালট পেপার গণনা হইতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮। ভোটার অসমর্থ হইলে ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি।-(১) যদি কোন ভোটার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হন অথবা শারীরিক প্রতিবন্ধী হন বা অন্য কোন প্রকারে শারীরিকভাবে এমন অসমর্থ হন যে, তাহার কোন সহায়তাকারীর প্রয়োজন, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার অন্যান্য একুশ বছর বয়স্ক একজন সহায়তাকারীকে সঙ্গে লইবার জন্য অনুমতি দিতে পারিবেন; এবং যদি অসমর্থতা এমন হয় যে, ভোটার ব্যালট পেপারে চিহ্ন দিতে অক্ষম, তাহা হইলে ভোটারের সহায়তাকারী ভোটারের নির্দেশমত ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ব্যক্তি ভোটারের উক্তরূপ সহায়তাকারী হইয়াছেন তিনি স্বয়ং কোন প্রার্থী বা প্রার্থীর এজেন্ট হইতে পারিবেন না।

(২) যদি সহায়তাকারী কর্তৃক ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিতে হয়, তাহা হইলে 'প্রিজাইডিং অফিসার তাহাকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবেন যে, তাহাকে অবশ্যই ভোটারের পছন্দকৃত প্রার্থী বা "উপরের কাহাকেও নহে" এর অনুকূলে ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করিতে হইবে এবং তিনি ভোটারের পছন্দের বিষয়টি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না এবং অবশ্যই ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন।

(৩) যেই ক্ষেত্রে ভোটারের পক্ষে সহায়তাকারী কর্তৃক ব্যালট পেপার চিহ্নিত করা হইবে, প্রিজাইডিং অফিসার, তাহাদের একটি তালিকা সংরক্ষণ করিবেন।

১৯। ব্যালট পেপার প্রবেশ করাইবার পদ্ধতি।- কোন ব্যালট পেপার ভোটার কর্তৃক, বা বিধি ১৮ এর অধীন ব্যালট পেপারকে চিহ্ন দেওয়ার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক, চিহ্নিত হইবার পর ভোটার বা অনুরূপ ব্যক্তি গোপন স্থানে ব্যালট পেপারটি এমনভাবে উঁজ করিবেন যাহাতে ভোট গোপন রাখা যায়। অতঃপর তিনি উহা প্রিজাইডিং অফিসারের সম্মুখে রক্ষিত ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবেন।

২০। টেন্ডার্ড ভোটা।-(১) অনুচ্ছেদ ৩২ এর দফা (৩) অনুসারে "ফরম-১৪" এ টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা প্রস্তুত করা হইবে।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার অনুচ্ছেদ ৩২ এর দফা (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করিবার পূর্বে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ফরমে তাহার স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিবেন।

২১। আপত্তিকৃত ভোটা।-(১) অনুচ্ছেদ ৩৩ এর অধীন আপত্তিকারী প্রত্যেক প্রার্থী বা তাহার পোলিং এজেন্ট অনুরূপ প্রত্যেক আপত্তির জন্য প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট নগদ একশত টাকা জমা দিবেন।

(২) অনুচ্ছেদ ৩৩ এর দফা (২) অনুসারে "ফরম-১৫" তে আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা প্রস্তুত করা হইবে।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার ভোট প্রদান শেষ হইবার পর যথাযথ রসিদ গ্রহণ করিয়া উপ-বিধি (১) এর অধীন তাহার নিকট জমাকৃত অর্থ রিটার্নিং অফিসারের নিকট হস্তান্তর করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার উহা চালানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাতে সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে জমা দিবেন।

২২। বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া থাকা ব্যালট পেপার।- যদি কোন ভোটারকে সরবরাহকৃত কোন ব্যালট পেপার তৎকর্তৃক ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করানো না হয়, এবং যদি উহা ভোট কেন্দ্রের ভিতরে বা নিকটে কোন জায়গায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহা বাতিল করা হইবে এবং "বিনষ্ট ব্যালট পেপার" বলিয়া উহাকে হিসাব করা হইবে।

২৩। ভোট গণনা-(১) প্রিজাইডিং অফিসার অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (৪) এর অধীন ভোট কেন্দ্রের বিভিন্ন ভোট কক্ষে ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স খুলিয়া ব্যালট পেপার বাহির করিয়া আনিবার পর, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা ব্যালট পেপারসমূহ পৃথক পৃথকভাবে রাখিবেন। অতঃপর উক্ত অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে যথাযথভাবে চিহ্নিত না হইলে বা ত্রুটিযুক্ত ব্যালট পেপারসমূহ আলাদা করিয়া ঐগুলিকে বাদ দিয়া গণনা করিবেন।

(২) ব্যালট পেপারে তাহাদের নাম যে বর্ণানুক্রমে সাজানো হইয়াছে সেইক্রমে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সম্পর্কে তাহার পক্ষে যথাযথভাবে চিহ্নিত ব্যালট পেপারসমূহ আলাদাভাবে গণনা করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নাম ও প্রতীক সম্বলিত একটি আলাদা প্যাকেটে রাখিবেন। অনুরূপভাবে “উপরের কাহাকেও নহে” এর পক্ষে যথাযথভাবে চিহ্নিত ব্যালট পেপারসমূহ আলাদা প্যাকেটে রাখিবেন;

(৩) যথাযথভাবে চিহ্নিত নহে বা ত্রুটিযুক্ত ব্যালট পেপারসমূহ আলাদাভাবে গণনা করিবেন এবং একটি আলাদা প্যাকেটে রাখিবেন;

(৪) “আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার” লিখিত প্যাকেট খুলিবেন এবং ত্রুটিযুক্ত ব্যালট পেপারসমূহ গণনা হইতে বাদ দিয়া প্রত্যেক প্রার্থী এবং “উপরে কাহাকেও নহে” এর পক্ষে যথাযথভাবে চিহ্নিত ব্যালট পেপারগুলি গণনা করিবেন;

(৫) আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারগুলি অনুরূপভাবে গণনার পর প্রিজাইডিং অফিসার “আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার” লিখিত প্যাকেট হইতে নেওয়া সকল ব্যালট পেপার একটি আলাদা প্যাকেটের ভিতর রাখিবেন;

(৬) অনুরূপ সকল প্যাকেট, উহাদের সংখ্যা উল্লেখকারী প্রত্যয়নপত্রসহ একটি প্রধান প্যাকেটে রাখিবেন।

২৪। ভোট গণনার বিবরণী- অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (৯) অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক “ফরম-১৬” এ ভোট গণনার বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে।

২৫। ব্যালট পেপারের হিসাব- অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (১০) অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক “ফরম-১৭” এ ব্যালট পেপারের হিসাব প্রস্তুত করিতে হইবে।

২৬। ফলাফল একত্রীকরণ-(১) রিটার্নিং অফিসার, অনুচ্ছেদ ৩৭ এর অধীন প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রেরিত ভোট গণনার ফলাফলসমূহ “ফরম-১৮” এ একত্রীকরণ করিবেন, যাহা অতঃপর ভোট গণনার একীভূত বিবরণী বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

(২) ফলাফল একত্রীকরণের পূর্বে রিটার্নিং অফিসার, অনুচ্ছেদ ৩৭ এর দফা (২) এর অধীন প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনা হইতে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপার এবং আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার পরীক্ষা করিয়া ক্ষেত্রমত পুনরায় গণনা করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে রিটার্নিং অফিসার “আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ” লিখিত প্যাকেট হইতে বাহির করিয়া আনা ব্যালট পেপারসমূহ অন্য কোন ব্যালট পেপারের সহিত মিলাইয়া ফেলিবেন না;

আরও শর্ত থাকে যে, রিটার্নিং অফিসার আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ একটি আলাদা প্যাকেটের ভিতর রাখিবেন।

(৩) যদি কোন ব্যালট পেপার অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (৪) অনুযায়ী ত্রুটিযুক্ত হয়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার উহার উপর কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উহা বাতিল করিতে পারিবেন, যাহা অতঃপর “বাতিলকৃত ব্যালট পেপার” বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

(৪) যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্ট কোন ব্যালট পেপার বাতিলে আপত্তি করেন, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার তাহার প্রত্যয়নের সহিত “বাতিল আপত্তিকৃত” শব্দগুলি যোগ করিবেন।

(৫) ফলাফল একত্রীকরণে, রিটার্নিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোট গণনার বিবরণীতে দৃশ্যমানভাবে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং “উপরের কাহাকেও নহে” এর পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপারের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন; তবে অনুচ্ছেদ ৩৭ এর দফা (৫) এর অধীন পুনরায় গণনার ফলে উক্ত সংখ্যা পরিবর্তিত হইলে পুনরায় গণনার ফলে যে সংখ্যা হইবে উহাই লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৬) একীভূত বিবরণীতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নামের বিপরীতে এবং “উপরের কাহাকেও নহে” এর বিপরীতে বৈধ ভোটের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে, রিটার্নিং অফিসার বৈধ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন কিন্তু প্রিজাইডিং অফিসার গণনা হইতে বাদ দিয়াছিলেন এইরূপ ব্যালট পেপারের সংখ্যা, যদি থাকে, আপত্তিকৃত ভোটের মধ্যে যেইগুলি বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে সেইগুলিসহ, হিসাবের মধ্যে আনিতে হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৪) এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ একীভূত বিবরণীতে আলাদাভাবে দেখাইতে হইবে।

(৮) অপর কোন ভোট কেন্দ্রের ভোট সংখ্যা অন্তর্ভুক্তির পূর্বে একটি ভোট কেন্দ্রের ভোট সংখ্যা সম্পর্কিত একীভূত বিবরণীর প্রস্তুতকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৯) রিটার্নিং অফিসার পোস্টাল ব্যালট পেপার নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করিবেন, যথাঃ-

(ক) নির্ধারিত সময়ের পর প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত কোন খাম (ফরম-৯) খোলা হইবে না এবং অনুরূপ ব্যালট পেপারের কোন ভোট গণনা করা হইবে না;

(খ) বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত প্যাকেট বন্ধ ও সীলমোহর করিবেন;

- (গ) অতঃপর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত অন্য সকল খাম একটির পর একটি খোলা হইবে;
- (ঘ) প্রত্যেক খাম যখন খোলা হইবে তখন রিটার্নিং অফিসার উহাতে রক্ষিত ঘোষণাপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং নিম্নে উল্লিখিত যে কোন ত্রুটির কারণে ব্যালট পেপারটি বাতিল করতঃ খাম (ফরম-৯) না খুলিয়া উহার উপর যথাযথ প্রত্যয়ন করিবেনঃ
- (অ) যদি উক্ত ঘোষণাপত্র নির্দিষ্ট খামে পাওয়া না যায়; বা
- (আ) যদি উক্ত ঘোষণাপত্র উল্লেখ করার মত ত্রুটিপূর্ণ হয়; বা
- (ই) যদি উক্ত ঘোষণাপত্রে লিখিত ব্যালট পেপারের ক্রমিক নম্বর “ফরম-৯” এ খামের উপর প্রত্যয়নকৃত অনুরূপ নম্বর হইতে ভিন্নরূপ হয়;
- (ঙ) অনুরূপ প্রত্যয়িত প্রত্যেক খাম এবং উহার সহিত প্রাপ্ত ঘোষণাপত্র নির্দিষ্ট খামে পুনরায় রাখা হইবে এবং অনুরূপ সকল খাম একটি আলাদা প্যাকেটে রাখা হইবে যাহা সীলমোহর করা হইবে এবং যাহার উপর নিম্নলিখিত বিবরণসমূহ লিপিবদ্ধ করা হইবে -
- (অ) নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম;
- (আ) গণনার তারিখ; এবং
- (ই) উহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;
- (চ) রিটার্নিং অফিসার নির্ভুল ঘোষণাপত্র একটি আলাদা খামে রাখিবেন, যাহা (ফরম-৯) খাম খুলিবার পূর্বে সীলমোহর করা হইবে এবং যাহার উপর দফা (ঙ) এ উল্লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইবে;
- (ছ) অতঃপর পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত “ফরম-৯” এ সকল খাম, যাহা এই বিধির পূর্বোল্লিখিত বিধানসমূহের অধীন ইতোপূর্বে চিহ্নিত করা হয় নাই, একটির পর একটি খোলা হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ব্যালট পেপার পরীক্ষা করিয়া ভোটের বৈধতা স্থির করিবেন;
- (জ) কোন পোস্টাল ব্যালট পেপার অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (৪) এ উল্লিখিত কারণে বাতিলযোগ্য হইবে এবং উক্ত দফায় উল্লিখিত নির্দিষ্ট চিহ্ন বলিতে বিধি ১২ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত টিক (✓) চিহ্ন বুঝাইবে;

(ঝ) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং “উপরের কাহাকেও নহে” এর পক্ষে পোস্টাল ব্যালটে প্রদত্ত সকল বৈধ ভোট গণনা করিবেন এবং “ফরম-১৮” এ একীভূত বিবরণীতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত এবং “উপরের কাহাকেও নহে” এর পক্ষে প্রদত্ত ভোটের আলাদা আলাদা যোগফল এবং অনুরূপ প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন; এবং

(ঞ) সকল বৈধ পোস্টাল ব্যালট পেপার গণনার পর সীলমোহর করিয়া একটি আলাদা প্যাকেটে রাখা হইবে এবং যাহার উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা হইবে-

(অ) নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম;

(আ) গণনার তারিখ; এবং

(ই) উহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

২৭। নির্বাচনের ফলাফলের রিটার্ন দাখিল।- রিটার্নিং অফিসার অনুচ্ছেদ ৩৯ এর দফা (৩) এর অধীন “ফরম-১৯” এ কমিশনের নিকট নির্বাচনের ফলাফলের রিটার্ন দাখিল করিবেন।

২৮। দলিলপত্রের গণ-পরিদর্শন।- (১) অনুচ্ছেদ ৪২ এর অধীন কমিশন কর্তৃক সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ ও ব্যালট পেপার ব্যতীত, অফিস চলাকালীন সময়ে প্রত্যেক দলিলের জন্য একশত টাকা হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত দলিলপত্রের কপি, বা উহার উদ্ধৃতাংশ কোন ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত দরখাস্তে প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ একশত টাকা ফিস প্রদান সাপেক্ষে সরবরাহ করা যাইবে।

(৩) অনুচ্ছেদ ৪৪এএ এর অধীন পেশকৃত বিবরণী, ব্যয়ের রিটার্ন এবং দলিল রিটার্নিং অফিসারের অফিসে বা অন্য কোন স্থানে রাখা হইবে, যাহা অফিস চলাকালীন সময়ে একশত টাকা হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত বিবরণী, ব্যয়ের রিটার্ন এবং দলিলের কপি, বা উহার উদ্ধৃতাংশ, কোন ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত দরখাস্তে উহার অনুলিপি বা উদ্ধৃতাংশ প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ একশত টাকা ফিস প্রদান সাপেক্ষে সরবরাহ করা হইবে।

(৫) অনুচ্ছেদ ৪২ এর অধীন সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ এবং অনুচ্ছেদ ৪৪এএ এবং ৪৪সি এর অধীন রক্ষিত বিবরণী, ব্যয়ের রিটার্ন ও দলিল পরিদর্শনের জন্য বা উহাদের কপি সরবরাহের জন্য প্রত্যেক দরখাস্তের সহিত প্রয়োজনীয় মূল্যের কোর্ট ফি স্ট্যাম্পে সংযুক্ত করিতে হইবে।



২৯। তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণ।-(১) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মনোনয়নপত্রের সহিত অনুচ্ছেদ ৪৪এএ এর দফা (১) এর অধীন নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী “ফরম-২০” এ দাখিল করিবেন।

(২) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার মনোনয়নপত্রের সহিত, অনুচ্ছেদ ৪৪এএ এর দফা (২) অনুসারে সম্পদ ও দায়-দেনা এবং তাহার বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী “ফরম-২১” এ দাখিল করিবেন।

৩০। নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব।-(১) প্রত্যেক নির্বাচনী এজেন্ট অর্থ প্রাপ্তি ও খরচের একটি রেজিস্টার “ফরম-২২” এ সংরক্ষণ করিবেন।

(২) নির্বাচনী এজেন্ট অনুচ্ছেদ ১৯ বা অনুচ্ছেদ ৩৯ এর অধীন নির্বাচিত প্রার্থীর নাম প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট অনুচ্ছেদ ৪৪সি অনুসারে একটি নির্বাচনী খরচের হিসাব “ফরম-২২” এ দাখিল করিবেন।

(৩) নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাবের সহিত অর্থ প্রদানের তারিখ অনুযায়ী সাজাইয়া এবং ক্রমিক নম্বর প্রদান করিয়া সকল ভাউচার রাখিতে হইবে এবং অনুরূপ ক্রমিক নম্বর সংশ্লিষ্ট হিসাবের যথাযথ কলামে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) রিটার্নিং অফিসারের নিকট হিসাব প্রদানকালে অনুচ্ছেদ ৪৪বি এর দফা (৫) এর অধীন যেই সকল ব্যয়ের জন্য রসিদ গ্রহণ আবশ্যিক নহে তৎসম্পর্কে পাওনাদারের বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন হইবে না।

৩১। হলফনামা।- অনুচ্ছেদ ৪৪সি এর দফা (২) অনুযায়ী শপথপূর্বক নিম্নরূপে হলফনামা সংযুক্ত করিতে হইবে-

(ক) যে ক্ষেত্রে প্রার্থী নিজেই তাহার নির্বাচনী এজেন্ট সেইক্ষেত্রে, “ফরম-২২ক”-তে;

(খ) নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থী কর্তৃক “ফরম-২২খ” তে; এবং

(গ) নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক, “ফরম-২২গ” -তে।

৩২। রাজনৈতিক দলের ব্যয়ের হিসাব।- অনুচ্ছেদ ৪৪সিসিসি এর অধীন রাজনৈতিক দলের ব্যয়ের হিসাব বিবরণী “ফরম-২৩” এ দাখিল করিতে হইবে।

৩৩। নির্বাচনী দরখাস্ত।- অনুচ্ছেদ ১৯ বা অনুচ্ছেদ ৩৯ এর অধীন নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে সংস্কৃত পক্ষ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে।

৩৪। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) The Conduct of Elections Rules, 1972 এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত রহিত বিধিমালার অধীন কৃত কার্য এবং গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত কার্য এবং গৃহীত ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইবে।

## তফসিল

ক্রমিক নম্বর

ফরম-১

[বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য  
প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

প্রথম খন্ড: মনোনয়ন

প্রথম অংশ

(প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি,

(প্রস্তাবকারীর নাম)

ভোটার নম্বর

(প্রস্তাবকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর

(ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম

(প্রস্তাবকারীর ভোটার এলাকার নাম)

উপজেলা/থানার নাম

(প্রস্তাবকারীর উপজেলা/থানার নাম)

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়নের নাম

এতদ্বারা

(প্রস্তাবকারীর পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়নের নাম)

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদ

নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(প্রার্থীর নাম)

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর

এর নাম

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

প্রস্তাব করিতেছি।

(২) আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ :   দিন   মাস     বৎসর

প্রস্তাবকারীর  
স্বাক্ষর/ টিপসহি

দ্বিতীয় অংশ

(সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি,

(সমর্থনকারীর নাম)

ভোটার নম্বর

(সমর্থনকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর

(ভোটার তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম

(সমর্থনকারীর ভোটার এলাকার নাম)

উপজেলা/থানার নাম

(সমর্থনকারীর উপজেলা/থানার নাম)

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়নের নাম

এতদ্বারা

(সমর্থনকারীর পৌরসভা/সিটি

কর্পোরেশন/ইউনিয়নের নাম)

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের

জন্য প্রার্থীরূপে

(প্রার্থীর নাম)

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর

এর

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

মনোনয়ন সমর্থন করিতেছি।

(২) আমি প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ:   দিন   মাস     বৎসর

সমর্থনকারীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

**তৃতীয় অংশ**  
(মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক ঘোষণা)

আমি,

(প্রার্থীর নাম)

পরিচিতি (PIN) নম্বর

পিতা/স্বামীর নাম

মাতার নাম

ঠিকানা

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর

(ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম

(প্রার্থী যে এলাকার ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত সেই ভোটার এলাকার নাম)

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়নের নাম

(প্রার্থী যে ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত তদসংশ্লিষ্ট পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়নের নাম)

উপজেলা/থানার নাম

(প্রার্থী যে ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত তদসংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানার নাম)

জেলার নাম

(প্রার্থী যে এলাকার ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত তদসংশ্লিষ্ট জেলার নাম)

(১) এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি-

(ক) উপরোক্ত মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬(১) অনুযায়ী সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য।

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬(২) এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২ অনুযায়ী সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার জন্য অযোগ্য নই।

(গ) তিনটির অধিক নির্বাচনী এলাকার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করি নাই।

(২) আমি মনোনয়নপত্রের সহিত নির্ধারিত ফরমে হলফনামা সংযুক্ত করিলাম।

(৩) আমার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী

ফরম-২০ এ এতদসঙ্গে সংযুক্ত করিলাম।

(৪) নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যাংক একাউন্ট নম্বর  ও ব্যাংকের নাম

(৫) (ক) আমি আয়করদাতা নহি  / আমি আয়কর দাতা  [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক (✓) চিহ্ন দিন]

(খ) আমার সম্পদ ও দায় এবং বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী ফরম-২১ এ সংযুক্ত করিলাম। সেইসাথে আমার সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ রিটার্নের কপি দাখিল করিলাম এবং যেহেতু আমি আয়কর দাতা সেহেতু কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করিলাম।

(৬) (ক) আমি,  রাজনৈতিক দলের প্রার্থী

আমার সপক্ষে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন এতদসঙ্গে সংযুক্ত করিলাম।

অথবা

(খ) আমি, স্বতন্ত্র প্রার্থী উহার সপক্ষে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২(৩এ) অনুযায়ী দলিলাদি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করিলাম।

(৭) বিধি-৪(২) অনুসারে জামানত হিসাবে জমাকৃত ট্রেজারী চালান/রসিদ এতদসঙ্গে সংযুক্ত করিলাম।

তারিখ:  দিন  মাস  বৎসর

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি



চতুর্থ অংশ

( স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

প্রথম ভাগ

( ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন এমন  
প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)আমি,  এতদ্বারা  
( প্রার্থীর নাম)ঘোষণা করিতেছি যে, ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত  জাতীয় সংসদের নির্বাচনে   
নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

নির্বাচনী এলাকা হইতে সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছিলাম।

তারিখ  দিন  মাস  বৎসর 

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

অথবা

দ্বিতীয় ভাগ

( ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হননি এমন প্রার্থী  
কর্তৃক পূরণীয়)আমি;   
প্রার্থীর নামএতদসঙ্গে আমার নির্বাচনী এলাকা  এর এক  
শতাংশ ভোটারের সমর্থন  নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও না

সম্বলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা সংযুক্ত করিলাম।

২। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, সংযুক্ত তালিকায় প্রদত্ত সকল স্বাক্ষর ভোটারগণ  
স্বৈচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রদান করিয়াছেন এবং স্বাক্ষর প্রদানকারী সকলের নাম ভোটার  
তালিকায় নিবন্ধিত হইয়াছে।তারিখ  দিন  মাস  বৎসর 

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

\* দলীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই অংশ পূরণ করিবার প্রয়োজন নাই

## দ্বিতীয় খন্ডঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

প্রার্থীর ছবি

(এখানে সদা তোলা  
প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট  
সাইজের এক কপি  
সভায়িত ছাব

১। প্রার্থীর নাম:

২। পরিচিতি (PIN)

নম্বর

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

৩। পিতার নাম:

৪। মাতার নাম:

৫। স্বামী/স্ত্রীর নাম:

৬। জন্ম তারিখ:

--	--

দিন

--	--

মাস

--	--	--	--

বৎসর

৭। বয়স:

--	--

বৎসর

--	--

মাস

--	--

দিন

৮। জন্মস্থান:

(জেলার নাম)

৯। ঠিকানা :

(ক) স্থায়ী

(খ) বর্তমান

১০। তাৎক্ষণিক যোগাযোগ:

টেলিফোন নম্বর

মোবাইল নম্বর

ই-মেইল ঠিকানা


১১।

লিঙ্গ (টিক

চিহ্ন দিন) :

পুরুষ

মহিলা

১২। বৈবাহিক অবস্থা:

অবিবাহিত

বিবাহিত

বিপত্নীক

বিধবা

তালাকপ্রাপ্ত

১৩। পেশা :

১৪। বর্তমান কর্মস্থল:

(ক) কর্মস্থলের

নাম:

(খ) কর্মস্থলের

ঠিকানা:

১৫। স্বামী/স্ত্রীর পেশাঃ

১৬। সন্তানাদি সংক্রান্ত তথ্য ;

(সন্তানাদির সংখ্যা ও তাহাদের তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে পূরণ করিতে হইবে)

ক্রমিক	সন্তানের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা ও কর্মস্থল /প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	বৈবাহিক অবস্থা

তারিখ:  দিন  মাস  বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

(বিঃ দ্রঃ প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

## তৃতীয় খন্ড

(রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

এই মর্মে মনোনয়নপত্রটি

প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী

(প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর

নাম)

কর্তৃক

তারিখ

ঘটিকায়

আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ

		দিন			মাস					বৎসর
--	--	-----	--	--	-----	--	--	--	--	------

রিটার্নিং অফিসার

অথবা

সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

## চতুর্থ খন্ড

### মনোনয়ন গ্রহণ/বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

(বাছাই এর নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত)

আমি, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৪ এর বিধান অনুসারে এই মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষান্তে গ্রহণ/বাতিল করিলাম।

মনোনয়নপত্র গ্রহণ/বাতিলের কারণসমূহ-

তারিখ   দিন   মাস     বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

## পঞ্চম খন্ড

### প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ ও বাছাই এর নোটিশ

(রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নম্বর

নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদ

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনের জন্য প্রার্থী

(প্রার্থীর নাম)

এর মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী কর্তৃক

তারিখে

ঘটিকায়

আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

দাখিলকৃত সকল মনোনয়নপত্র

তারিখ

ঘটিকায়

এ বাছাই করা হইবে।

(স্থান)

তারিখ

দিন

মাস

বৎসর

টার্নিং অফিসার

অথবা

সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

সংযুক্তি-১

## হলফনামা

(প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি, ,  
প্রার্থীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম ,

মাতার নাম

ঠিকানা

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে   
(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও

নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রার্থীরূপে প্রতিনিধিত্ব করিতে ইচ্ছুক। আমি এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে,

১. আমার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা  এবং সার্টিফিকেটের  
২.ক. আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি  [প্রযোজ্য হলে  
টিক (✓) চিহ্ন দিন]  
অথবা

- ২.খ. আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ:

ক্রমিক নম্বর	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার বর্তমান অবস্থা
১				
২				
৩				

৩.ক. অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই   
[প্রযোজ্য হলে টিক (√) চিহ্ন দিন]  
অথবা

৩.খ. অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ:

ক্রমিক	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার ফলাফল
১				
২				
৩				

৪. আমার পেশার বিবরণী:

৫. আমার এবং আমার উপর নির্ভরশীলদের আয়ের উৎস/ উৎসসমূহ:

ক্রমিক	আয়ের উৎসের বিবরণ	এই খাত হইতে প্রার্থীর বাৎসরিক আয়	প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের আয়
১	কৃষিখাত		
২	বাড়ি/এপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া		
৩	ব্যবসা		
৪	শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত		
৫	পেশা (শিক্ষকতা, চিকিৎসা, আইন, পরামর্শক ইত্যাদি)		
৬	চাকুরী		



৭	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া)		
---	--	--	--

৬. আমার, আমার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের এবং আমার স্ত্রী/স্বামীর পরিসম্পদ এবং দায়ের বিবরণী:

(ক) অস্থাবর সম্পদ

ক্রমিক	মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে সম্পদের ধরন	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীলের নামে
১	নগদ টাকা			
২	বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ)			
৩	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ			
৪	বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জের তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৫	পোস্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ			
৬	বাস, ট্রাক, মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৭	স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৮	ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৯	আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ			
১০	অন্যান্য			

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

## (খ) স্থাবর সম্পদ

ক্রমিক	সম্পদের বিবরণ	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীল নামে	যৌথ মালিকানা	যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ
১	কৃষি জমির পরিমাণ ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
২	অকৃষি জমি ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৩	দালান, আবাসিক বা বাণিজ্যিক সংখ্যা, অবস্থান ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৪	বাড়ি/এপার্টমেন্ট সংখ্যা ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৫	চা বাগান, রাবার বাগান, মৎস্য খামার ইত্যাদির মূল্য সংখ্যা ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৬	অন্যান্য (বিস্তারিত বিবরণ অর্জনকালীন মূল্যসহ)					

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

## (গ) দায়

দায় সমূহের প্রকৃতি ও বর্ণনা	পরিমাণ
১	২

(পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

৭.ক. আমি ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হই নাই  [প্রযোজ্য হলে টিক (√) চিহ্ন দিন]

অথবা

৭.খ. আমি ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলাম। নির্বাচনের পূর্বে আমার দ্বারা ভোটারদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং উহার কি পরিমাণ অর্জন সম্ভব হইয়াছিল তাহার বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

ক্রমিক	প্রতিশ্রুতিসমূহ	অর্জনসমূহ
১		
২		
৩		
৪		

৮. ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ (অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

(ক) আমি একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে আমি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোন ঋণ গ্রহণ করি নাই।

অথবা

(খ) আমি আমার একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে ঐ সব ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করিলামঃ

ঋণের ধরণ	ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণের পরিমাণ	খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে)	পুনঃ তফসিলি করা হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ তারিখ
একক				
যৌথ				
নির্ভরশীল ব্যক্তি বা				

ঋণের ধরণ	ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণের পরিমাণ	খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে)	পুনঃ তফসিলি করা হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ তারিখ
ব্যক্তিবর্গ				
কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে				

আমি শপথপূর্বক আরও বলিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদসঙ্গে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ   দিন   মাস     বৎসর

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

এতদ্বারা জনাব/বেগম

প্রার্থীর নাম

পিতা/স্বামীর নামঃ

মাতার নামঃ

ঠিকানাঃ

যিনি জনাব/বেগমঃ

সনাস্করকারীর নাম

ঠিকানাঃ

এর মাধ্যমে সনাস্কৃত হইয়া অদ্য

তারিখে

আমার সম্মুখে

শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত এই হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।

তারিখ   দিন   মাস     বৎসর

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিকের স্বাক্ষর

সংযুক্তি-২

## (দলের মনোনয়ন)

(এই নমুনায় দলের নিজস্ব প্যাডে পৃথকভাবে প্রদান করিতে হইবে)

(১) আমি,

(পদবী, দলের নাম)

(দলের নিবন্ধন নম্বর)

এতদ্বারা নির্বাচনী এলাকা

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

হইতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে

(প্রার্থীর নাম)

ভোটার নম্বর

কে

দলের মনোনয়ন প্রদান করিতেছি।

তারিখ

দিন

মাস

বৎসর

দলের সভাপতি বা সাধারণ

সম্পাদক/মহাসচিব

অথবা

সমমর্যাদাধারী কার্যনির্বাহকের

নাম, স্বাক্ষর ও সীলমোহর

\* স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে এই সংযুক্তির প্রয়োজন নাই।

এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন সম্বলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

মোট ভোটার সংখ্যা

তারিখ

ক্রমিক	ভোটারের নাম	বর্তমান ঠিকানা ও টেলিফোন (যদি থাকে)	ভোটার নম্বর	ভোটারের স্বাক্ষর
	•			

এ নমুনায় অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করিতে হইবে।

\*প্রথম খন্ডের ৪র্থ অংশের দ্বিতীয় ভাগ পূরণকারী অর্থাৎ ইতোপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য হননি এমন প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়।

## ফরম-২

[বিধি ৪(১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

জামানত বহি

নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর :

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম	দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নম্বর	জমাকৃত টাকার পরিমাণ	ব্যাংক বা ড্রেজারী চালানোর বিবরণ অথবা নগদ টাকা প্রাপ্ত হইলে ফরম- ৩ এ প্রদত্ত রসিদের বিবরণ	রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর	নগদ জমার ব্যবস্থা ও মন্তব্য (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

**ফরম-৩**  
[বিধি ৪(২) দ্রষ্টব্য]

জামানতের অর্থ নগদে জমা দানকারীকে প্রদেয় রসিদ	জামানতের অর্থ নগদে জমা দানকারীকে প্রদেয় রসিদ
ক্রমিক সংখ্যা <input style="width: 150px;" type="text"/>	(এই অংশ জমা দানকারীকে প্রদান করিতে হইবে) ক্রমিক সংখ্যা <input style="width: 150px;" type="text"/>
জাতীয় সংসদ নির্বাচন	জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী জনাব/বেগম
প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ : অংকে <input style="width: 100px;" type="text"/>	..... এর নিকট হইতে নগদ
কথায় <input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/> (অংক) <input style="width: 80px;" type="text"/> (কথায়) টাকা
জমা দানকারীর নাম <input style="width: 150px;" type="text"/>	বুঝিয়া পাইলাম এবং জামানত বহিতে
প্রার্থীর নাম <input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/> ক্রমিক সংখ্যায় লিপিবদ্ধ
জামানত বহিত ক্রমিক <input style="width: 150px;" type="text"/>	করিলাম।
<input style="width: 150px; height: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 40px;" type="text"/>
রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর	রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীলমোহর
তারিখ <input style="width: 150px;" type="text"/>	তারিখ <input style="width: 150px;" type="text"/>



## ফরম-৪

[বিধি ৬(ক) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম :

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে)	মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দলের নাম/ স্বতন্ত্র	প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম	প্রার্থীর ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫

স্থান :

তারিখ:

দিন

মাস

বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

## ফরম-৫

[বিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য]

## জাতীয় সংসদ নির্বাচন

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা  
(প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রকাশিতব্য)

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম :

ক্রমিক	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে)	মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দলের নাম/ স্বতন্ত্র	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ঠিকানা	বরাদ্দকৃত প্রতীক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতেছে যে, আগামী  তারিখ সকাল   
ঘটিকা হইতে বিকাল  ঘটিকা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হইবে।

স্থান :

তারিখ:  দিন  মাস  বৎসর 

রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

ফরম-৬  
[বিধি ১০(১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ব্যালট পেপার

ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র	ব্যালট পেপার
জাতীয় সংসদ নির্বাচন ক্রমিক .....	জাতীয় সংসদ নির্বাচন
নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম: .....	নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম: .....
ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নং.....	নাম..... প্রতীক .....
ভোটার এলাকার নাম.....	নাম..... প্রতীক .....
.....	নাম..... প্রতীক .....
..... ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসহি	
<input type="text"/>	
অফিসিয়াল/সরকারী সীল	

ফরম-৭

[বিধি ১০(১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

পোস্টাল ব্যালট পেপার

পোস্টাল ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র	পোস্টাল ব্যালট পেপার
জাতীয় সংসদ নির্বাচন	জাতীয় সংসদ নির্বাচন
ক্রমিক .....	ক্রমিক .....
নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম: .....	নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম:.....
ভোটারের নাম: .....	নাম..... প্রতীক.....
ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নং ...	নাম..... প্রতীক.....
ভোটার এলাকার নাম: .....	নাম..... প্রতীক.....

## ফরম-৮

[বিধি ১১(২)(ক) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ভোটদাতা কর্তৃক ঘোষণা

(ভোটদাতা স্বয়ং যখন ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করিবেন, কেবলমাত্র তখনই এই দিকটি ব্যবহার করিতে হইবে)

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত নির্বাচনের উদ্দেশ্যে  
..... ক্রমিক নম্বর সম্বলিত পোস্টাল ব্যালট পেপার যে ভোটদাতার  
নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল, আমিই সেই ব্যক্তি।

ভোটদাতার নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ .....

ঠিকানাঃ .....

গ্রাম/মহল্লা/রাস্তা .....

ইউনিয়ন/পৌর এলাকার নাম .....

উপজেলা/থানা .....

জেলা .....

ভোটের তালিকায় ভোটের ক্রমিক নং.....

(স্বাক্ষর সত্যায়ন)

উপরিউক্ত ফরমটি .....(ভোটদাতা)

আমার সম্মুখে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার সহিত পরিচিত\*/আমার  
সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ..... (সনাক্তকারী) তাহাকে আমার  
সন্তোষমত সনাক্ত করিয়াছেন।

.....  
সনাক্তকারী থাকিলে তাহার নাম ও স্বাক্ষর

ঠিকানাঃ .....

তারিখঃ .....

সত্যায়নকারী অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

পদবী .....

ঠিকানা .....

## (ভোটদাতা স্বয়ং স্বাক্ষরদানে অক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত নির্বাচনের উদ্দেশ্যে  
 ..... ক্রমিক নম্বর সম্বলিত পোস্টাল ব্যালট পেপার যে ভোটদাতার নিকট  
 প্রেরণ করা হইয়াছিল, আমিই সেই ব্যক্তি।

ভোটদাতার পক্ষে সত্যায়নকারী অফিসারের নাম  
 ও স্বাক্ষর

তারিখঃ .....

পদবী .....

কর্মস্থল .....

ঠিকানা: .....

## প্রত্যয়নপত্র

আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন প্রদান করিতেছি যে,-

- (১) উপরে উল্লিখিত ভোটদাতা আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত\*/আমার সন্তোষমতে আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ..... (সনাক্তকারী) কর্তৃক সনাক্ত হইয়াছেন;
- (২) আমি নিশ্চিত হইয়াছি যে, ভোটদাতা নিরক্ষর।\*/..... রোগে পংগু এবং স্বয়ং রেকর্ড করিতে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিতে অক্ষম;
- (৩) তিনি আমাকে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার জন্য এবং তাঁহার পদ হইতে উপরিউক্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য অনুরোধ করেন; এবং
- (৪) তাঁহার উপস্থিতিতে এবং তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে আমি ব্যালট পেপারে চিহ্নিত করিয়াছি এবং তাঁহার পক্ষ হইতে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছি।

তারিখঃ .....

সনাক্তকারী (যদি থাকে) এর নাম ও স্বাক্ষর

ঠিকানা .....

\* যেসব শব্দ প্রযোজ্য নয়, উহা কাটিয়া দিন।

## ফরম-৯

[বিধি ১১(২)(খ) দ্রষ্টব্য]

ক

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন  
(গণনার পূর্বে খোলা যাইবে না)

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

পোস্টাল ব্যালট পেপার

পোস্টাল ব্যালট পেপারের ক্রমিক নং .....

## ফরম-১০

[বিধি ১১(২)(গ) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

খ

অতিরিক্ত জরুরী  
নির্বাচন অগ্রাধিকার

পোস্টাল ব্যালট পেপার  
(গণনার পূর্বে খোলা যাইবে না)

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম .....

প্রত্যয়ন করা গেল যে, এই হাম বিলি করার জন্য

..... তারিখে পাওয়া গেল।

(তারিখসহ পোস্টাল সীল দিঃ)

প্রাপক

রিটার্নিং অফিসার

\*.....

এইখানে রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ ঠিকানা দিন।

## ফরম-১১

[বিধি ১১(২)(ঘ) দ্রষ্টব্য]

## জাতীয় সংসদ নির্বাচন

পোস্টাল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ভোটদাতার অবগতির  
জন্য নির্দেশাবলী

এই সংগে প্রেরিত ব্যালট পেপার যাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইয়াছে, তাঁহারা ব্যালট পেপারে উল্লেখিত নির্বাচনী এলাকার জন্য প্রার্থী। আপনি ভোট দিতে ইচ্ছুক হইলে যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিতে চান, তাঁহার নাম ও প্রতীক চিহ্নের স্থানে অথবা “উপরের কাহাকেও নহে” এর বিপরীতে ক্রস (x) চিহ্নিত স্থানে কলম বা পেন্সিলের সাহায্যে একটি টিক (✓) দ্বারা আপনার ভোট প্রদান করিবেন। অতঃপর আপনি নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী পালন করিবেনঃ-

- (ক) ব্যালট পেপারে আপনার ভোট চিহ্নিত করার পর ব্যালট পেপারটি এই সংগে প্রেরিত ‘ক’ চিহ্নিত ক্ষুদ্রতর খামটিতে রাখুন; খামটি বন্ধ করুন এবং সীলমোহর করিয়া বা অন্যভাবে উহাকে নিরাপদ করুন।
- (খ) বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৩) অনুসারে আপনার স্বাক্ষর সত্যায়ন করিবার মত যোগ্য কোন গেজেটেড অফিসার বা কমিশন্ড অফিসারের সম্মুখে এই সাথে প্রেরিত “ফরম ৮-এ” প্রদত্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করান।
- (গ) যদি নিরক্ষতা বা অক্ষমতার কারণে উপরে উল্লেখিতভাবে স্বয়ং ব্যালট পেপার চিহ্নিত ও ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে উপরে (খ) দফায় বর্ণিত যে কোন অফিসার কর্তৃক আপনার পক্ষে আপনার ভোট চিহ্নিত করাইতে ও ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করাইতে পারিবেন। এইরূপ একজন অফিসার আপনার অনুরোধে আপনার সম্মুখে ও আপনার ইচ্ছা অনুসারে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবেন। আপনার পক্ষে তিনি প্রয়োজনীয় প্রত্যায়নপত্র প্রদান করিবেন।
- (ঘ) উপরে (খ) দফা মোতাবেক আপনার ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করার পর ও আপনার স্বাক্ষর সত্যায়িত করার পর ঘোষণাটি ও ব্যালট পেপার পূর্ণ ‘ক’ চিহ্নিত ক্ষুদ্রতর খামটি ‘খ’ চিহ্নিত বৃহত্তর খামের মধ্যে রাখুন। বৃহত্তর খামটি বন্ধ করার পর ডাকযোগে তাহা রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করুন।



- (ঙ) আপনি অবশ্যই নিশ্চয়তা বিধান করিবেন যে, অনুচ্ছেদ ৩৭(১) মোতাবেক রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যাহাতে খামটি তাহার নিকট পৌছে।
- (চ) অনুগ্রহপূর্বক লক্ষ্য রাখিবেন যে,
- (১) যদি আপনি উপরে উল্লেখিতভাবে আপনার ঘোষণাপত্র সত্যায়িত করাইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে আপনার ব্যালট পেপারটি নাকচ করা হইবে; এবং
  - (২) যদি ৩৭(১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরে খামটি রিটার্নিং অফিসারের নিকট পৌছায়, তাহা হইলে আপনার ভোট গণনা করা হইবে না।



## ফরম-১৩

[বিধি ১৬ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ব্যালট বাস্তব হিসাব

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম : .....

ভোটকেন্দ্রের নাম : .....

ভোটকেন্দ্রের নম্বর	ব্যালট বাস্তবের নম্বর	সীল নম্বর	সীল ও ব্যালট বাস্তব গ্রহণকারী সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/পোলিং অফিসারের স্বাক্ষর	তারিখ ও সময়	পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর, যদি কেহ সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষরদানে ইচ্ছুক
১	২		৩	৪	৫

ইস্যুকৃত ব্যালট বাস্তবের মোট সংখ্যা :

ব্যবহৃত ব্যালট বাস্তবের মোট সংখ্যা :

তারিখ:  দিন  মাস  বৎসরপ্রিজাইডিং অফিসারের নাম,  
পদবী ও স্বাক্ষর

ফরম-১৪  
[বিধি ২০ দ্রষ্টব্য]  
জাতীয় সংসদ নির্বাচন

স্টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

ভোটকেন্দ্রের নাম

স্টেন্ডার্ড ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা	ভোটদাতার নাম	ভোটার তালিকায় ভোটদাতার ক্রমিক নং	ভোটার এলাকার নাম	ভোটদাতার ঠিকানা	ভোটদাতার স্বাক্ষর বা টিপসহি
১	২	৩	৪	৫	৬

স্থান :

তারিখ:   দিন   মাস     বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

**ফরম-১৫**  
**[বিধি ২১(২) দ্রষ্টব্য]**  
**জাতীয় সংসদ নির্বাচন**  
**আপত্তিকৃত ভোটার তালিকা**

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

ভোটকেন্দ্রের নাম

ক্রমিক	ভোটারের নাম ও ঠিকানা	আপত্তিকৃত ভোটারের ভোটার এলাকার নাম	ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নং	আপত্তিকৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর/টিপসহি	আপত্তিকৃত ব্যক্তির ঠিকানা	সনাক্তকারীর নাম (যদি থাকে)	আপত্তিকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রিজাইডিং অফিসারের আদেশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, আপত্তিকৃত প্রত্যেক ভোট বাবদ একশত টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং আদায়কৃত মোট ..... টাকা রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে।

স্থান :

তারিখ:

দিন

মাস

বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

## ফরম ১৬

[বিধি ২৪ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন  
ভোট গণনার বিবরণী

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

মোট ভোটার সংখ্যা

ভোটকেন্দ্রের নাম

ক্রমিক	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীক	আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা			মন্তব্য
			বৈধ ভোট	আপত্তিকৃত বৈধ ভোট	মোট বৈধ ভোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৫ [৪(ক)+৪(খ)]	৬
১।						
২।						
৩।						
মোট						

(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের মোট  
সংখ্যা (আপত্তিকৃত ভোটসহ)

(২) 'উপরে কাহাকেও নহে' - ভোটের সংখ্যা

(৩) গণনা হইতে বাদ যাওয়া ভোটের মোট সংখ্যা

(৪) [(১), (২) ও (৩) এর সমষ্টি]

স্থান :

তারিখ :  দিন  মাস  বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের/নির্বাচনী এজেন্টদের/পোলিং এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর

নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট (যাহা প্রযোজ্য তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)	স্বাক্ষর

## ফরম ১৭

[বিধি ২৫ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন  
ব্যালট পেপারের হিসাবনির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম : ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম মোট ভোটার সংখ্যা : ১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা  হইতে মোট 

২। ব্যবহৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা:

ক. ব্যালট বাস্তব হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা খ. টেন্ডারড্ ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা গ. আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা ঘ. হারিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা ঙ. বিনষ্ট হওয়ার কারণে বাতিল ব্যালট পেপারের সংখ্যা মোট সংখ্যা ৩। অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা  হইতে মোট ৪। ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা (২ ও ৩ এ বর্ণিত) 

[(১) নম্বর দফায় মোট সংখ্যার সমান হইতে হইবে]

স্থান :

তারিখ :  দিন  মাস  বৎসর 

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের/নির্বাচনী এজেন্টদের/পোলিং এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর

নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট (যাহা প্রযোজ্য তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)	স্বাক্ষর

## ফরম- ১৮

[বিধি ২৬ (১) দ্রষ্টব্য]

## জাতীয় সংসদ নির্বাচন

প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ভোট গণনার ফলাফলের একীভূত বিবরণী

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম :

ক্রমিক	ভোট কেন্দ্রের নাম	মোট ভোটার সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা (অপসিকৃত ভোটসহ)						প্রত্যেক কেন্দ্রে মোট ভোটের সংখ্যা					ম স ত ব্য
			প্রার্থীসমূহের নাম(প্রতীক)						“উপরের সাহায্যেও নহে” ভোটের সংখ্যা	বৈধ (৪+৫)	বাড়িল কৃত	মোট	টেকার্ড ভোটের সংখ্যা	
			৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৪(ঘ)	৪(ঙ)	৪(চ)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫

ভোটকেন্দ্রসমূহে প্রদত্ত ভোটের মোট সংখ্যা :

পোস্টাল ব্যালট পেপারযোগে প্রদত্ত ভোটের মোট সংখ্যা :

সর্বমোট :

তারিখ :   দিন   মাস     বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের/নির্বাচনী এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর

নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট (যাহা প্রযোজ্য তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)	স্বাক্ষর



## ফরম- ১৯

[বিধি ২৭ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন  
নির্বাচনের রিটার্ন

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

ক্রমিক	* প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীদের নাম (ব্যালট পেপারের ক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে)	দলের নাম/স্বতন্ত্র	প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা
১	২	৩	৪

১।

২।

৩।

৪।

“উপরের কাহাকেও নহে” ভোটের সংখ্যা

প্রাপ্ত মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা

মোট বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা

মোট টেন্ডার্ড ভোটের সংখ্যা

আমি ঘোষণা করিতেছি যে,

জনাব/বেগম

পিতা/স্বামী

মাতা

ঠিকানা

নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্থান :

তারিখ :

দিন

মাস

বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

\* নিয়মিত প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীদের নামের সর্বশেষ ক্রমে “উপরের কাহাকেও নহে” ভোটের সংখ্যা দেখাইতে হইবে।

## ফরম-২০

[বিধি ২৯(১) দ্রষ্টব্য]

## জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

প্রার্থীর নাম

প্রার্থীর ঠিকানা

ক অংশঃ নিজ আয় হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আয়ের উৎস

খ অংশঃ আত্মীয়-স্বজন হইতে ধার বা কর্ত্ত বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আত্মীয়-স্বজনের নাম	আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা	সম্পর্ক	আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উৎস

গ অংশঃ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রদত্ত দান হিসাবে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আত্মীয়-স্বজনের নাম	আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা	সম্পর্ক	আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উৎস

ঘ অংশঃ আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ধার বা কর্ত্ত বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা

ঙ অংশঃ আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান হিসাবে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা

চ অংশঃ ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ অংশে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	আয়ের উৎস

তারিখ :  দিন  মাস  বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

## ফরম-২১

[বিধি ২৯(২) দ্রষ্টব্য]

## জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সম্পদ ও দায় এবং বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

প্রার্থীর নাম	<input type="text"/>
---------------	----------------------

প্রার্থীর ঠিকানা	<input type="text"/>
------------------	----------------------

## অংশ ক-সম্পদ

## শ্রেণী ক-গৃহ সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি

মোট পরিমাণ	অবস্থান	আনুমানিক মূল্য
১	২	৩
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## শ্রেণী খ-গৃহ সম্পত্তি

গৃহের প্রকৃতি ও সংখ্যা	অবস্থান	আনুমানিক মূল্য
১	২	৩
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## শ্রেণী গ-অন্যান্য সম্পদ

অন্যান্য সম্পদ, যথা-সিকিউরিটি, বন্ড, ব্যাংকের আমানত ইত্যাদি	আনুমানিক মূল্য
১	২
<input type="text"/>	<input type="text"/>

## অংশ খ-দায়সমূহ

দায়সমূহের প্রকৃতি ও বর্ণনা	পরিমাণ
১	২
<input type="text"/>	<input type="text"/>

## অংশ গ-বাৎসরিক আয় ও ব্যয়

মোট আনুমানিক বাৎসরিক আয়	মোট আনুমানিক বাৎসরিক ব্যয়
১	২
<input type="text"/>	<input type="text"/>

তারিখ:  দিন  মাস  বৎসর প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসাই

## ফরম-২২

[বিধি ৩০(১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

## নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম

নির্বাচনী এজেন্টের নাম

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ঠিকানা

নির্বাচনী এজেন্টের ঠিকানা

অংশ কঃ নির্বাচনী ব্যয়ের সারসংক্ষেপ

১(ক)-অর্থ পরিশোধের প্রকার

অর্থ পরিশোধের ধরন	টাকা
১. পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	
২. দাবীকৃত অপরিশোধিত অর্থ	
৩. বিতর্কিত দাবী	
নির্বাচনী মোট খরচ*	

১(খ)-অর্থ ব্যয়ের শ্রেণী

ব্যয়ের উদ্দেশ্য	টাকা
১. প্রচারণা বাবদ	
২. পরিবহণ বাবদ	
৩. জনসভা বাবদ	
৪. নির্বাচনী ক্যাম্প বাবদ	
৫. এজেন্ট ও অন্যান্য স্টাফ খরচ বাবদ	
৬. আবাসন ও প্রশাসনিক খরচ বাবদ	
নির্বাচনী মোট খরচ*	

\*১(ক) এবং ১(খ) এর মোট খরচ একই পরিমাণ হইতে হইবে।

(ফরম-২২-এর ২য় পৃষ্ঠা)

## অংশ খঃ নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব

ক্রমিক তারিখে ব্যয় করা হয় বা ব্যয়ের অনুকূল প্রমাণ	ব্যয়ের প্রকৃতি	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ			অর্থ পরিশোধের তারিখ	অর্থ পরিশোধ কারীর নাম ও ঠিকানা	পরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে ভাউচার সমূহের ক্রমিক নম্বর	অপরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে বিলসমূহের ক্রমিক নম্বর (যদি থাকে)	অপরিশোধিত অর্থ যে ব্যক্তির অনুকূলে পরিশোধ যোগ্য তাহার নাম ও ঠিকানা	ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, চেক নম্বর এবং তারিখ
		পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (ক)	অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (খ)	(ক) ও (খ) এর যোগফল						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

অংশ গঃ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সর্বমোট ব্যক্তিগত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ

## অংশ ঘঃ বিতর্কিত দাবীর হিসাব

দাবী উত্থাপনের তারিখ	দাবী উত্থাপনকারীর নাম ও ঠিকানা	দাবীর প্রকৃতি	দাবীর পরিমাণ	দাবীকৃত অর্থ বিতর্কিত হওয়ার কারণ
১	২	৩	৪	৫

## অংশ ঙঃ দাবীকৃত অপরিশোধিত অর্থের হিসাব

দাবী উত্থাপনের তারিখ	দাবী উত্থাপনকারীর নাম ও ঠিকানা	অপরিশোধিত দাবীর প্রকৃতি	দাবীকৃত অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	দাবীকৃত অর্থ অপরিশোধিত থাকার কারণ
১	২	৩	৪	৫

## অংশ চঃ নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত অর্থ, ইত্যাদির হিসাব

নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক অর্থ সিকিউরিটি বা উহার সমতুল্য অর্থ গ্রহণের তারিখ	অর্থ, ইত্যাদি প্রদানকারী ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অর্থের পরিমাণ অথবা সিকিউরিটির মূল্য, ইত্যাদি	অর্থ, ইত্যাদি গ্রহণ/প্রদান করার উদ্দেশ্য	ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, চেক নম্বর এবং তারিখ
১	২	৩	৪	৫

## ফরম ২২ক

## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

[বিধি ৩১() দ্রষ্টব্য]

## প্রার্থী স্বয়ং তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট হইলে প্রার্থীর হলফনামা

আমি,..... বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের  
(প্রার্থীর নাম)

..... নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দী

প্রার্থী হিসাবে শপথপূর্বক এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে—

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে আমি স্বয়ং আমার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে কাজ করিয়াছি। নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাংসাকৃত সকল দাবী এবং সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা জানামতে আমার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং উক্ত রিটার্নের সহিত দাখিলকৃত সকল ভাউচার, বিল ও অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ

	দিন	মাস			বৎসর
--	-----	-----	--	--	------

--

প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

জনাব/বেগম.....

(প্রার্থীর নাম)

(প্রার্থীর ঠিকানা)

যিনি জনাব/বেগম.....

(সনাক্তকারীর নাম)

..... কর্তৃক সনাক্ত হইয়া অদ্য..... তারিখে আমার

(সনাক্তকারীর ঠিকানা)

সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

.....  
ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক-এর স্বাক্ষর

## ফরম ২২খ

## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

[বিধি ৩১(খ) দ্রষ্টব্য]

নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করা হইলে সে ক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা

আমি, ..... বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের  
(প্রার্থীর নাম)নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসাবে শপথপূর্বক এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি  
যে—১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে আমি, ..... কে  
(নির্বাচনী এজেন্টের নাম) (ঠিকানা)আমার নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করিয়াছি। ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত নির্বাচনকালীন সময়ে  
নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা মূল্যবান দ্রব্যাদি,  
পরিশোধিত যাবতীয় পাওনা, মীমাংসাকৃত যাবতীয় দাবী ও সকল হিসাব তাঁহার দ্বারা  
অথবা তাঁহার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা  
হইয়াছে।২। নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণীতে প্রদত্ত ব্যক্তিগত সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ উপরিউক্ত  
এজেন্ট-কে আমি সরবরাহ করিয়াছি এবং উহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং  
নির্ভুল।

৩। নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নে বর্ণিত অন্যান্য সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ :  দিন  মাস  বৎসর   
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

জনাব/বেগম.....

(প্রার্থীর নাম)

(প্রার্থীর ঠিকানা)

যিনি জনাব/বেগম.....

(সনাস্ককারীর নাম)

..... কর্তৃক সনাস্ক হইয়া অদ্য..... তারিখে আমার  
(সনাস্ককারীর ঠিকানা)

সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

.....  
ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক-এর  
স্বাক্ষর

## ফরম ২২গ

[বিধি ৩১(গ) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন  
নির্বাচনী এজেন্টের হলফনামাআমি, .....,  
(নির্বাচনী এজেন্টের নাম) (নির্বাচনী এজেন্টের ঠিকানা)বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের .....নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দী  
প্রার্থী জনাব/বেগম ....., এর নির্বাচনী  
(প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর নাম)

এজেন্ট হিসাবে কাজ করিয়াছি। আমি শপথপূর্বক এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে—

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে, নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয় (প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত), প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাংসাকৃত সকল দাবী ও সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা জানামতে আমার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নে প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয়ের মোট পরিমাণ এবং অন্যান্য ব্যয়ের বিবরণী সম্পর্কে আমি যে সকল তথ্য প্রদান করিয়াছি এবং উক্ত রিটার্নের সহিত দাখিলকৃত সকল ভাউচার, বিল ও অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ দাখিল করিয়াছি উহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ :  দিন  মাস  বৎসর 

নির্বাচনী এজেন্টের স্বাক্ষর/টিপসহি

জনাব/বেগম .....,  
(নির্বাচনী এজেন্টের নাম) (ঠিকানা)যিনি জনাব/বেগম ..... কর্তৃক সনাক্ত হইয়া অদ্য  
(সনাক্তকারীর নাম)

..... তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

.....  
ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক-এর  
স্বাক্ষর



## ফরম-২৩

[বিধি ৩২ দ্রষ্টব্য]  
জাতীয় সংসদ নির্বাচন

রাজনৈতিক দল কর্তৃক দাখিলকৃত ব্যয় বিবরণী

রাজনৈতিক দলের নাম:

রাজনৈতিক দলের ঠিকানা:

*ব্যয়ের খাত	নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	মনোনীত প্রার্থীর নাম	ব্যয়ের পরিমাণ	মন্তব্য
১. প্রার্থীকে প্রদত্ত অনুদান*				
২. প্রচারণা বাবদ				
৩. পরিবহণ বাবদ				
৪. জনসভা বাবদ				
৫. স্টাফ খরচ বাবদ				
৬. আবাসন ও প্রশাসনিক খরচ বাবদ				
৭. বিবিধ				

তারিখ :

দিন

মাস

বৎসর

দলের সভাপতি বা সাধারণ  
সম্পাদক/মহাসচিব  
অথবা  
সমমর্যাদাধারী  
কার্যনির্বাহকের নাম, স্বাক্ষর  
ও সীলমোহর

\* উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন খাতে বিস্তারিত খরচ আলাদাভাবে এতদসঙ্গে সংযুক্ত করিতে হইবে।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে,  
(মুহম্মদ হুমায়ুন কবির)  
সচিব

## নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

### প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ আশ্বিন ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৬৯-আইন/২০০৮।-Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 91B এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।-(১) এই বিধিমালা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালা-

(ক) “নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল” অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Chapter VIA এর অধীন নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল;

(খ) “নির্বাচন-পূর্ব সময়” অর্থ-

(অ) সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ কিংবা সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর হইতে পরবর্তী সংসদ নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;

(আ) উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংসদের কোন আসন শূন্য ঘোষণা হইবার পর হইতে উক্ত আসনের জন্য অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;

(গ) “প্রার্থী” অর্থ কোন নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তি;

(ঘ) “যথাযথ কর্তৃপক্ষ” অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা।

৩। কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি, প্রদান নিষিদ্ধ।-কোন প্রার্থী কিংবা তাহার

পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকার মধ্যে বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অশীকার করিতে পারিবেন না।

৪। সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি ব্যবহার।-(১) সরকারি ডাক-বাংলো, রেষ্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোন সরকারি কার্যালয়কে কোন দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে সরকারি ডাক-বাংলো, রেষ্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম আবেদনের ভিত্তিতে ব্যবহার সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা এবং Warrant of Precedence ও প্রাধিকার অনুযায়ী সম-অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক-বাংলো, রেষ্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অগ্রাধিকার পাইবেন।

৫। নির্বাচনী প্রচারণা।-নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে বিধি ৬ হইতে বিধি ১৪ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

৬। সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।-কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

- (ক) প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাইবে তবে প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা উহাতে বাধা প্রদান করিতে পারিবে না;
- (খ) সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে তবে এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে;
- (গ) সভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে ঐ স্থানে চলাচল ও আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;
- (ঘ) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন সড়কে জনসভা কিংবা পথ সভা করিতে পারিবে না এবং তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথসভা ইত্যাদি করিতে পারিবে না;

- (ঙ) কোন সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজকরা পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাহারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৭। পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধা-(১) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নিম্নে উল্লিখিত স্থান বা যানবাহনে কোন প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন না, যথাঃ-

- (ক) সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় অবস্থিত দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুত ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোন দন্ডায়মান বস্তুতে;
- (খ) সমগ্র দেশে অবস্থিত সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে; এবং
- (গ) বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা কিংবা অন্য কোন প্রকার যানবাহনেঃ

ভাবে শর্ত থাকে যে, দেশের যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবে।

(২) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোন প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না।

(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোস্টার সাদা-কালো রঙের হইতে হইবে এবং উহার আয়তন ২৩" x ১৮" এর অধিক হইতে পারিবে না এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী পোস্টারে তাহার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবে না।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে সেইক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে ছাপাইতে পারিবে।

(৫) উপ-বিধি (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হইতে হইবে এবং কোন অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছবি কোন অবস্থাতেই ছাপানো যাইবে না।

(৬) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য সাধারণ ছবি (Portrait) এর আয়তন ২৩" x ১৮" এর অধিক হইতে পারিবে না।

(৭) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীকের সাইজ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা তিন মিটারের অধিক হইতে পারিবে না।

৮। যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।-কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

- (ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করিতে পারিবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না;
- (খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবে না;
- (গ) নির্বাচনী প্রচার কার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করিতে পারিবে না;
- (ঘ) নির্বাচনে শান্তি শৃংখলা রক্ষার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাইতে পারিবে না।

৯। দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।-কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

- (ক) দেওয়ালে লিখিয়া কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না; এবং
- (খ) কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোন দালান, থাম, বাড়ী বা ঘরের ছাদ, সেতু, সড়ক দ্বীপ, রোড ডিভাইডার, যানবাহন বা অন্য কোন স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না।

১০। গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।-কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

- (ক) নির্বাচনী প্রচারণায় কোন গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;
- (খ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য ৪০০ (চারশত) বর্গফুট এর অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল তৈরী করিতে পারিবেন না;

- (গ) নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;
- (ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না; একজন প্রার্থী দলীয় ও সহযোগী সংগঠনের কার্যালয় নির্বিশেষে প্রতিটি ইউনিয়নে সর্বোচ্চ একটি এবং প্রতিটি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না;
- (ঙ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রার্থীর ছবি বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বস্তব্য বা কোন শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না; এবং
- (চ) নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনরূপ উপটোকন প্রদান করিতে পারিবেন না।

১১। উস্কানিমূলক বস্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এবং বিস্ফোরক বহন সংক্রান্ত বাধা নিষেধা- কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

- (ক) নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বস্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিস্ত বা উস্কানীমূলক কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বস্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না;
- (খ) মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না;
- (গ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না;
- (ঘ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দব্য এবং Arms Act, 1978 এর সংজ্ঞায় অর্থে Fire Arms বা অন্য কোন Arms বহন করিতে পারিবেন না।

১২। প্রচারণার সময়।-কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

১৩। মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।- কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনী এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮ (আট) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন।

১৪। সরকারি সুবিধাভোগী কতিপয় ব্যক্তির নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।- (১) সংসদের কোন শূন্য আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে সরকারের কোন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী কিংবা উক্ত মন্ত্রীদের পদমর্যাদা সম্পন্ন সরকারি সুবিধাভোগী কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোন সফর বা নির্বাচনী প্রচারণায় যাইতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নির্বাচনী এলাকার ভোটার হইলে তিনি কেবল ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যাইতে পারিবেন।

(২) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচনী এলাকায়, সংশ্লিষ্ট জেলায় বা অন্য কোথাও কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচনী কাজে সরকারি প্রচার যন্ত্রের ব্যবহার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা সরকারি যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

১৫। নির্বাচনী ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।- কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

১৬। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার। - (১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।

(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭। নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম। - (১) এই বিধিমালার যে কোন বিধানের লঙ্ঘন “নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম” হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বা কমিশন বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) কোন তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোন ভাবে কমিশনের নিকট কোন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন-

- (ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে; অথবা
- (খ) তাৎক্ষণিকভাবে রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (১) বা (২) বা (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনী তদন্ত কমিটি Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 91A এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে।

১৮। বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।- (১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

১৯। রহিতকরণ।- নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং ৬০-আইন/৯৬, তারিখ ১৩ বৈশাখ ১৪০৩ মোতাবেক ২৬ এপ্রিল ১৯৯৬ দ্বারা জারীকৃত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে,  
মুহম্মদ হামায়ুন কবির  
সচিব





বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, আগস্ট ২৬, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ আগস্ট, ২০০৮/১১ ভাদ্র, ১৪১৫

এস, আর, ও নং ২৫১-আইন/২০০৮।—Representation of the People Order. 1972 (P.O No.155 of 1972) এর Article 94 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন উক্ত Order এর Chapter VI A এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালা—

(ক) "Article" অর্থ Order এর কোন Article;

(খ) "Order" অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.O.No.155 of 1972);

(গ) "কমিশন" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(ঘ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(ঙ) "রাজনৈতিক দল" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২ এ সংজ্ঞায়িত রাজনৈতিক দল।

৩। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য দরখাস্ত আহ্বান।—কমিশন, Order এর Article 90A এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত Order এর অধীন অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য সময় সময় গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা দরখাস্ত আহ্বান করিতে পারিবে।

৪। নিবন্ধনের জন্য দরখাস্ত দাখিল।—Order এর Article 90 A এর অধীন নিবন্ধন করিতে ইচ্ছুক এবং Article 90B এর অধীন শর্তসমূহ পালনে সক্ষম প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধনের জন্য দলের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক বা উহাদের সমপর্যায়ের পদাধিকারীর স্বাক্ষরে তফসিল এর ফরম ১ এ কমিশনের বরাবরে দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত দরখাস্তের সহিত বিধি ৬ এ উল্লিখিত দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে।

৫। নিবন্ধন ফি।—বিধি ৪ এ উল্লিখিত দরখাস্তের সহিত দরখাস্তকারী প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন ফি বাবদ অ-ফেরতযোগ্য পাঁচ হাজার টাকা, সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এর অনুকূলে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৬। দরখাস্তের সহিত আবশ্যিকীয় দলিলাদি সংযুক্তকরণ।—বিধি ৪ এ উল্লিখিত দরখাস্তের সহিত প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে উক্ত দলের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক সত্যায়িত নিলিখিত দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথাঃ—

- (ক) দলের গঠনতন্ত্র;
- (খ) দলের নির্বাচনী ইস্তেহার, যদি থাকে;
- (গ) দলের বিধিমালা, যদি থাকে;
- (ঘ) দলের লোগো এবং পতাকার ছবি;
- (ঙ) দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বা সমমানের কমিটির সকল সদস্যের পদবীসহ নামের তালিকা;
- (চ) দলের নামে রক্ষিত ব্যাংক-একাউন্ট নম্বর ও ব্যাংকের নাম এবং উক্ত একাউন্টের সর্বশেষ স্থিতি;
- (ছ) দলের তহবিলের উৎসের বিবরণ;
- (জ) দলের নিবন্ধনের দরখাস্ত করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুকূলে প্রদত্ত ক্ষমতাপত্র;
- (ঝ) নিবন্ধন ফি বাবদ সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের বরাবরে জমা কৃত অ-ফেরতযোগ্য টাকার ট্রেজারী চালানের কপি; এবং

- (গ) (অ) বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে দরখাস্ত দাখিল করিবার তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের যে কোন একটিতে দলীয় নির্বাচনী প্রতীক লইয়া কমপক্ষে একটি আসন লাভের সমর্থনে প্রামাণিক দলিল: অথবা
- (অ") বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে দরখাস্ত দাখিল করিবার তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের যে কোন একটিতে দরখাস্তকারী দল কর্তৃক নির্বাচনে অংশগ্রহণকৃত নির্বাচনী এলাকায় প্রদত্ত মোট ভোট সংখ্যার শতকরা পাঁচ ভাগ ভোট লাভের সমর্থনে কমিশন বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র; অথবা
- (ই) দলের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, একটি সক্রিয় কেন্দ্রীয় দপ্তর; অন্যান্য দশটি প্রশাসনিক জেলায় জেলা কমিটিসহ কার্যকর জেলা দপ্তর এবং অন্যান্য পঞ্চাশটি উপজেলা বা ক্ষেত্রমত, মোট্রোপলিটন থানায় কার্যকর দফতর থাকিবার সমর্থনে প্রামাণিক দলিল।

৭। নিবন্ধন প্রক্রিয়া, ইত্যাদি।—(১) বিধি ৪ এর অধীন কোন দরখাস্ত প্রাপ্তির পর কমিশন উক্ত দরখাস্ত ও উহাতে বর্ণিত তথ্যাদি এবং উহার সহিত সংযুক্ত বিধি ৬ এ বর্ণিত দলিলাদির সঠিকতা এবং Article 90B এর অধীন নিবন্ধনের শর্তাবলী প্রতিপালন করা হইয়াছে কি না উহা যাচাই করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন যাচাই অস্ত্রে কমিশনের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে,—

- (ক) নিবন্ধনের জন্য দরখাস্তে বর্ণিত তথ্যাদি ও উহার সহিত দাখিলকৃত দলিলাদি সঠিক: এবং
- (খ) Article 90B এর অধীন নিবন্ধনের শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হইয়াছে—

তাহা হইলে কমিশন, উক্ত দরখাস্ত ও উহার সহিত সংযুক্ত দলিলাদি এবং দরখাস্তকারী দলের নিবন্ধনের বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কমিশনের নিকট পেশ করিবার আহ্বান জানাইয়া, দুইটি জাতীয় দৈনিকে তফসিল এর ফরম-২ এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি পাওয়া গেলে কমিশন দরখাস্তকারী এবং আপত্তিকারীকে গুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া দরখাস্তটি মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করিতে পারিবে

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে কোন আপত্তি পাওয়া না গেলে কমিশন দরখাস্তটি মঞ্জুর করিবে

(৫) উপ-বিধি (১) এর অধীন যাচাই অন্তে কমিশনের দিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে,—

- (ক) নিবন্ধনের জন্য কোন দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করা হয় নাই; বা
- (খ) উক্ত দরখাস্তে Article 90B এর অধীন নিবন্ধনের শর্তাবলী পূরণ করা হয় নাই; বা
- (গ) বিধি ৬ এ উল্লিখিত দলিলাদি দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত করা হয় নাই—

তাহা হইলে কমিশন, দরখাস্তকারী দলকে অনূর্ধ্ব পনের দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় দলিলাদি সরবরাহসহ অন্যান্য ক্রটি সংশোধনের সুযোগ প্রদান করিয়া একটি পত্র প্রদান করিবে

(৬) উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত পত্র প্রাপ্তির পর দরখাস্তকারী দল প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করিলে কমিশন উপ-বিধি (২), (৩) ও (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া দরখাস্তটি মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করিতে পারিবে

(৭) উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দরখাস্তকারী দল কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে কমিশন উক্ত দলকে নিবন্ধনের অযোগ্য বিবেচনা করিয়া দরখাস্তটি নামঞ্জুর করিবে ।

৮। নিবন্ধন সার্টিফিকেট।—কমিশন, কোন রাজনৈতিক দলকে Order এর Article 90A এর অধীন নিবন্ধিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, উক্ত দলের অনুকূলে তফসিলের ফরম-৩ এ একটি নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করিবে এবং উক্ত নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নাম Article 90E এর বিধান মোতাবেক সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে ।

৯। নিবন্ধনের শর্তাদি পরিপালন সম্পর্কে কমিশনকে অবহিতকরণ।—প্রত্যেক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্তাবলী পরিপালন সম্পর্কে কমিশনকে, সময় সময়, অবহিত করিবে এবং তদলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দলকে নিলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথাঃ—

- (ক) দলের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নূতন কমিটির নির্বাচিত সদস্যদের তালিকা এবং সংশ্লিষ্ট দলের এতদসংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি কমিশনে দাখিল;
- (খ) প্রতি বৎসর ৩১ শে জুলাই এর মধ্যে অব্যবহিত পূর্বের পঞ্জিকা বৎসরের সংশ্লিষ্ট দলের আর্থিক লেনদেন একটি রেজিস্টার্ড চার্টার্ড একাউন্টিং ফার্ম দ্বারা অডিট করা হইয়া অডিট রিপোর্টের একটি কপি কমিশনে দাখিল;
- (গ) কমিশন, সময় সময়, যে সকল তথ্য বা কাগজপত্র চাহিবে উহা কমিশনে প্রেরণ; এবং
- (ঘ) কমিশন, সময় সময়, যে সকল বিষয়ের উপর মন্তব্য বা ব্যাখ্যা চাহিবে উহা পরিপালন ।

## ১০। নিবন্ধন বাতিল।—কমিশন—

(ক) Article 90H এর বিধান মোতাবেক, কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে: এবং

(খ) Article 44C(5) এর অধীন কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিলের ক্ষেত্রে Article 90H এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

১১। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-এস. আর. ও নং-২২৫-আইন/২০০১ তারিখ ৫ই ত্রৈ. ১৪০৮ মোতাবেক ২০শে আগস্ট, ২০০১ দ্বারা জারীকৃত নির্বাচন কমিশন (রাজনৈতিক দল নিবন্ধীকরণ) বিধিমালা, ২০০১, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিত বিধিমালা অনুসরণে কমিশনের সহিত ইতঃপূর্বে নিবন্ধিত কিংবা নিবন্ধনের জন্য দরখাস্তকৃত প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008 (২০০৮ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ) দ্বারা সংশোধিত Order এর Chapter VI A তে বর্ণিত শর্তাবলী এই বিধিমালা জারীর দিন হইতে পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে পূরণ করিয়া উহার প্রমাণিক দলিল কমিশনে দাখিল করিতে হইবে এবং উক্তরূপে দাখিল করা হইলে কমিশন উহার সঠিকতা যাচাই অস্ত্রে উক্ত Chapter VI A তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া উক্ত রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিত বিধিমালা অনুসরণে ইতঃপূর্বে নিবন্ধিত কিংবা নিবন্ধনের জন্য দরখাস্তকৃত কোন রাজনৈতিক দলের সংশোধিত Order এর Chapter VI A এর অধীন নতুন করিয়া কমিশনের সহিত নিবন্ধন এর দরখাস্ত দাখিল করিতে কোন বাধা থাকিবে না।

তফসিল  
ফরম-১  
[বিধি ৪ দ্রষ্টব্য]

বরাবর,

সচিব  
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

Representation of the People Order, 1972 (P.O.No.155 of 1972) এর Article 90A  
এর অধীন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য দরখাস্ত।

১। দলের পূর্ণ নাম :

২। দলের সংক্ষিপ্ত নাম (যদি থাকে) :

৩। দলের প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা :

ই-মেইল :

ফোন নম্বর :

ফ্যাক্স নম্বর :

৪। দলের পক্ষে যোগাযোগ রক্ষাকারীর নাম ও পদবী :

টেলিফোন নম্বর :

মোবাইল নম্বর :

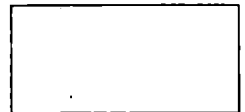
৫। দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বা সমমানের কমিটি সংক্রান্ত তথ্য :

(ক) গঠন/নির্বাচনের তারিখ

(খ) মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার তারিখ

(গ) সকল সদস্যের নাম ও পদবী (সংযুক্ত করুন)

৬। যেই প্রতীক দলের অনুকূলে সংরক্ষণের জন্য আবেদন করা হইয়াছে



প্রতীকের নাম

- ৭ (ক) বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে দরখাস্ত দাখিলের তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের যে কোন একটিতে দলীয় নির্বাচনী প্রতীক লইয়া কমপক্ষে একটি আসনে নির্বাচিত হইয়াছেন এমন একজন দলীয় প্রার্থীর তথ্য নিচে প্রদত্ত হইল:

নির্বাচিত সদস্যের নাম :	
নির্বাচনী এলাকার নম্বর, নাম ও প্রতীক	যে সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত (কততম?)

**অথবা**

- ৭ (খ) বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে দরখাস্ত দাখিলের তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের যে কোন একটিতে উক্ত দল কর্তৃক অংশগ্রহণকৃত আসনে প্রদত্ত মোট ভোটের শতকরা পাঁচ ভাগ ভোট লাভ সংক্রান্ত কমিশন কিংবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল;

**অথবা**

- ৭ (গ) দলের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ দেশের মোট জেলার অন্যান্য দশটি প্রশাসনিক জেলায় জেলা কমিটিসহ কার্যকর জেলা দপ্তর ও দপ্তরসমূহের দলিলাদি এবং অন্যান্য পঞ্চাশটি উপজেলা বা ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন থানায় কার্যকরী দপ্তর থাকিবার প্রামাণিক দলিল এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল :

৮। দলের নামে যে ব্যাংকে হিসাব (একাউন্ট) রয়েছে উহার নাম ও ঠিকানা

ক্রমিক নম্বর	ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা	হিসাব নম্বর	দরখাস্তের তারিখে স্থিতি
-----------------	-----------------------	-------------	----------------------------

- ৯। দলের তহবিলের উৎস/উৎসসমূহের বিবরণ

ক্রমিক নম্বর	উৎসের ধরন	দরখাস্ত দাখিলের তারিখে তহবিলের পরিমাণ
-----------------	-----------	--



## ১০ : সংযুক্তিসমূহ :

- (ক) দলের গঠনতন্ত্র এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল
- (খ) দলের নির্বাচনী ইশতেহার এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল
- (গ) দলের বিধিমালা এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল
- (ঘ) দলের লোগো এবং পতাকার ছবি এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল
- (ঙ) দলের নিবন্ধনের বিষয়ে দলের কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের অনুলিপি এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল
- (চ) দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বা সমমানের কমিটির সকল সদস্যের নাম ও পদবী এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল
- (ছ) নিবন্ধন ফি বাবদ সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের বরাবরে জমাকৃত অ-ফেরতযোগ্য  টাকার ট্রেজারী চালানের কপি যার নম্বর  ব্যাংকের নাম  এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল।
- (জ) দলের নামে রক্ষিত ব্যাংক-একাউন্ট এর নাম, একাউন্ট নম্বর ও সর্বশেষ স্থিতির বিবরণ সংযুক্ত করা হইল
- (ঝ) দলের তহবিলের উৎসের বিবরণ এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল
- (ঞ) নিবন্ধনের দরখাস্ত করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত সর্পিষ্ট ব্যক্তির অনুকূলে প্রদত্ত ক্ষমতাপত্র এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল

উপরে প্রদত্ত তথ্যসমূহ এবং সংযুক্তি হিসাবে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। আমরা দলের কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে এই দরখাস্ত পেশ করিতেছি।

দলের সভাপতি বা সমমর্যাদাধারী  
কার্যনির্বাহকের স্বাক্ষর এবং তারিখ

দলের মহাসচিব বা সমমর্যাদাধারী  
কার্যনির্বাহকের স্বাক্ষর এবং তারিখ

সংযুক্তি :

- ১। .....
- ২। .....
- ৩। .....
- ৪। .....
- ৫। .....
- ৬। .....
- ৭। .....
- ৮। .....
- ৯। .....
- ১০। .....

ফরম-২  
[বিধি ৭ (৩)দ্রষ্টব্য]

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জনশ্রুতি ফাইতেছে যে, Representation of the People Order, 1972 (P.O.No.155 of 1972) এর Chapter VIA এর অধীন ..... নামে ও ..... ঠিকানায় নিবন্ধনের জন্য জনাব ..... ও জনাব ..... যথাক্রমে উক্ত দলের সভাপতি/সভাপতির সমমর্যাদাধারী কার্যনির্বাহক এবং মহাসচিব/মহাসচিবের সমমর্যাদাধারী কার্যনির্বাহক কমিশনের নিকট একটি দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। উক্ত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে উহার কারণ উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ আগামী ..... তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিতভাবে জানাইবার জন্য রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭(২) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হইল।

সচিব  
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

ফরম-৩

[বিধি ৮ দ্রষ্টব্য]

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

নিবন্ধন সার্টিফিকেট

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, নিচে উল্লিখিত রাজনৈতিক দল Representation of the People Order, 1972 এর Chapter VIA এর অধীন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সহিত নিবন্ধিত হইয়াছে।

নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের পূর্ণ নাম :

নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংক্ষিপ্ত নাম :

নিবন্ধনের তারিখে দলের প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা :

নিবন্ধনের তারিখে দলের সভাপতি/সভাপতির সমমর্যাদাধারী কার্যনির্বাহকের নাম :

নিবন্ধনের তারিখে দলের মহাসচিব/মহাসচিবের সমমর্যাদাধারী কার্যনির্বাহকের নাম :

নিবন্ধন নম্বর :

নিবন্ধনের তারিখ :

সচিব  
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মুহম্মদ হুমায়ুন কামিল  
সচিব।

এ. কে. এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।  
মোঃ আব্দুল হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,  
ভেজপাও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত



বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, আগস্ট ১৯, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ. ০৪ ভাদ্র ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/১৯ আগস্ট ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪২(মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ০৪ ভাদ্র, ১৪১৫ বাং মোতাবেক ১৯ আগস্ট, ২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল

২০০৮ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ

Representation of the People Order, 1972 এর অধিকতর

সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় : এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :—

( ৫৩৮৯ )

মূল্য : টাকা ১২.০০

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008 নামে অভিহিত হইবে

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। P.O. No. 155 of 1972 এর Article 2 এর সংশোধন।— Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972). অতঃপর উক্ত Order বলিয়া উল্লিখিত, এর Article 2 এর—

(ক) clause (xi) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (xi) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(xi) "electoral roll" means the final electoral roll prepared under the Electoral Rolls Ordinance, 2007 (Ord. No. XVII of 2007);"

(খ) clause (xia) বিলুপ্ত হইবে: এবং

(গ) clause (xiao) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (xiao) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(xiao) "law enforcing agency" means any Police Force, Armed Police Battalion, Rapid Action Battalion, Ansar Force, Battalion Ansar, Bangladesh Rifles, Coast Guard Force and the Defence Services of Bangladesh ;"

৩। P.O. No. 155 of 1972 এর Article 8 এর সংশোধন।—উক্ত Order এর Article 8 এর—

(ক) clause (1) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (1) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(1) The Commission shall maintain a list of polling stations for the purpose of election of a member for every constituency.";

(খ) clause (2) এর "The Commission may make such alternations in the list of polling stations submitted under clause (1) as it may consider necessary and shall, at least fifteen days" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে "The Commission may make such alterations in the list of polling stations as it may consider necessary and shall, at least twenty five days" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে: এবং

(গ) clause (4) এর পর নিম্নরূপ নতুন clause (5) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(5) At any time after the finalization of candidature, if it is found that any polling station published in the Official Gazette under clause (2), belongs to, or is under the control of any candidate, the Commission may alter such polling station."

৪ . P.O. No. 155 of 1972 এর Article 10 এর সংশোধন —উক্ত Order এর Article 10 এর clause (1) এর "that constituency" শব্দগুলির পর "immediately after the publication of notification under clause (1) of Article 11" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলি সন্নিবেশিত হইবে .

৫ . P.O. No. 155 of 1972 এর Article 11 এর সংশোধন —উক্ত Order এর Article 11 এর clause (1) এর sub-clause (d) এর "a day" শব্দগুলির পর "or days" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে

৬ . P.O. No. 155 of 1972 এর Article 12 এর সংশোধন —উক্ত Order এর Article 12 এর—

(ক) clause (1) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (1) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(1) Any elector of a constituency may propose or second for election to that constituency, the name of any person qualified to be a member under clause (1) of Article 66 of the Constitution :

Provided that a person shall be disqualified for election as or for being a member, if he—

- (a) is not listed in the electoral roll of any constituency;
- (b) is not nominated by any registered political party or is not an independent candidate;
- (c) is a person holding any office of profit in the service of the Republic or of a statutory public authority;
- (d) is a person who is convicted of an offence punishable under Article 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 or 86 and sentenced to imprisonment for a term of not less than two years, unless a period of five years has elapsed since the date of his release:



- (e) is a person whose election to a seat is declared void on any of the grounds mentioned in sub-clauses (c), (d) and (e) of clause (1) of Article 63, unless a period of five years has elapsed since the date of such declaration;
- (f) has resigned or retired from the service of the Republic or of any statutory public authority or of the defence service, unless a period of three years has elapsed since the date of his resignation or retirement;
- (g) has been dismissed, removed or compulsorily retired from the service of the Republic or of any statutory public authority or of the defence service, unless a period of five years has elapsed since the date of his dismissal, removal or compulsory retirement;
- (h) has been appointed on contract to the service of the Republic or of any statutory public authority or of the defence service unless a period of three years has elapsed since the expiry or termination of such contract;
- (i) is holding or has resigned or retired or has been discharged from the chief executive post of any non-government organization unless a period of three years has elapsed since such resignation retirement, or discharge;
- (j) not being an independent candidate, has not been a member of a registered political party for three years:

Provided that this provision shall not apply to a nominated candidate of any political party during the period of three years from the date of its first registration with the Commission;

- (k) whether by himself or by any person or body of persons in trust for him or for his benefit or on his account or as a member of a Hindu undivided family, has any share or interest in a contract, not been a contract between a co-operative society and Government, for the supply of goods to, or for the execution of any contract or the performance of any services undertaken by Government:

- (l) being a loanee, other than a loanee who has taken small loan for agricultural purposes, has defaulted in repaying before six months from the day of submission of nomination paper any loan or an installment thereof taken by him from a bank or financial institution;
- (m) is a director of a company or a partner of a firm who has defaulted in repaying before six months from the day of submission of nomination paper any loan or an installment thereof taken by him from a bank or financial institution;
- (n) personally has failed to pay the telephone, gas, electricity, water or any other bill of any service providing organization of the Government though he has been served a notice of three months or more from the date of submitting nomination paper as a defaulter; or
- (o) has been convicted as a war criminal by any national or international Court or Tribunal.

**Explanation I.**— “office of profit” means holding any office, post or position in the full-time service of the Republic or any statutory public authority or company in which government has more than 50% (fifty percent) share.

**Explanation II.**— The disqualification under clause (m) shall not apply to a person—

- (i) where the share or interest in the contract devolves on him by inheritance or succession or as a legatee, executor or administrator, until the expiration of six months after it has so devolved on him or such longer period as the president may, in any particular case allow; or

- (ii) where the contract has been entered into by or on behalf of a public company as defined in the Companies Act, 1994 (Act No. XVIII of 1994), of which he is a share-holder but is neither a director holding an office of profit under the company nor a managing agent; or
- (iii) where he is a member of Hindu undivided family and the contract has been entered into by any other member of that family in the course of carrying on a separate business in which he has no share or interest

**Explanation III.**— “bank” means—

- (i) any “bank company” as defined in Bank Company Act, 1991 (Act No. 14 of 1991);
- (ii) “Bangladesh Shilpa Rin Sangstha” established under Bangladesh Shilpa Rin Sangstha Order, 1972 (P.O. No. 128 of 1972);
- (iii) “Bangladesh Shilpa Bank” established under Bangladesh Shilpa Bank Order, 1972 (P.O. No. 129 of 1972);
- (iv) “Bangladesh House Building Finance Corporation” established under Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O. No. 17 of 1973);
- (v) “Bangladesh Krishi Bank” established under Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O. No. 27 of 1973);
- (vi) “Investment Corporation of Bangladesh” established under Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ord. No. XI of 1976);
- (vii) “Rajshahi Krishi Unnayan Bank” established under Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 (Ord. No. LVIII of 1986);
- (viii) “Basic Bank Limited” (Bangladesh Small Industries and Commerce Bank Limited) established under Companies Act, 1994 (Act No. XVIII of 1994).

**Explanation IV.**— “small loan for agricultural purposes” means all crops loan excepting tea, tobacco and includes short-term loan for development of fishery and marketing of agricultural produce and long-term loan for irrigation equipment, animal husbandry, development of fishery, agricultural equipment, nursery and horticulture, betel-leaf plantation, management of Jalmahal and for the purpose of producing silk worm, tuth tree, lakhkha tree, catechu tree, etc the amount of which shall not exceed taka one lakh aggregating with interest and capital against every loan.

**Explanation V.**— A person or a company or a firm shall be deemed to have defaulted in repaying a loan or an installment thereof referred to in sub-

clauses (1) and (m) of Article 12(1) if he or it is a defaulter within the meaning of the expression 'defaulter loanee' as defined in Bank-Company Act, 1991 (Act 14 of 1991) and for financial institution, as defined by Bangladesh Bank under Financial Institution Act, 1993 (Act 27 of 1993). The list of defaulter may be obtained from CIB of Bangladesh Bank or from the concerned bank or financial institution.

**Explanation VI.**—“financial institution” means a non-banking financial institution as defined in Financial Institution Act, 1993 (Act 27 of 1993).

(ঘ) clause (2) এর—

(অ) sub-clause (a) এর প্রান্তস্থিত “and” শব্দটি বিলুপ্ত হইবে :

(আ) sub-clause (b) এর প্রান্তস্থিত ফুলস্টপের পরিবর্তে সেমিকোলন এবং “and” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে : এবং

(ই) sub-clause (b) এর পরে নিম্নরূপ নূতন sub-clause (c) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

“(c) a declaration signed by the candidate that he is not a candidate for more than three constituencies.”; এবং

(গ) clause (3) এর পর নিম্নরূপ নূতন clauses (3a) এবং (3b) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

“(3a) Every nomination paper under clause (2) shall be delivered along with the following documents, namely—

(a) in the case of an independent candidate, a list of signatures of one percent electors of the concerned constituency :

Provided that such list need not to be delivered if the independent candidate has previously been elected in any parliamentary election :

- (b) a certificate signed by the chairman or secretary or a person holding the equivalent rank on behalf of the registered political party stating that the candidate has been nominated by that party :

Provided that any registered political party may primarily nominate more than one candidate and if more than one candidate are nominated, the name of one nominated candidate shall be sent to the Returning Officer in writing before the scrutiny of the nomination papers.

- (3b) Every nomination paper under clause (2) shall be delivered along with an affidavit signed by the candidate which shall include the following information and particulars, namely--

- (a) an attested copy of the certificate of his highest educational qualification :
- (b) whether at present he is accused of any criminal offence or not ;
- (c) whether he has any past criminal record, and if any, the judgement of the case :
- (d) description of his profession or business:
- (e) probable sources of his income:
- (f) a statement of property or debt of his own or his dependents;
- (g) what promises he made before an election in which he was elected as a member in the past, and how many of those promises were fulfilled; and
- (h) the amount of loan received by him alone, or jointly or by his dependents from any bank or financial institution, and the amount of loan received by him from any bank or financial institution as a Chairman, Managing Director or Director thereof.

**Explanation.**—“dependent” means the wife or husband of a candidate and includes son, daughter, father, mother, brother or sister of the candidate who are fully dependent upon him.”

৭। P.O.No. 155 of 1972 এর Article 13A এর সংশোধন — উক্ত Order এর Article 13A এর—

- (ক) clause (1) এর “five” শব্দের পরিবর্তে “three” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (খ) clause (2) বিলুপ্ত হইবে; এবং
- (গ) clause (3) এর “five” শব্দের পরিবর্তে “three” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে

৮ P.O.No. 155 of 1972 এর Article 14 এর সংশোধন — উক্ত Order এর Article 14 এর—

- (ক) clause (4) এর “it” শব্দটির পর কমাটি এবং অতঃপর “shall” শব্দটির পর কমাটি ও “in the case of rejection,” শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে; এবং
- (খ) clause (5) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (5) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(5) If a candidate is aggrieved by the decision of the Returning Officer, he may prefer an appeal to the Commission within the prescribed period and any order passed on such appeal shall be final.”

৯ P.O.No. 155 of 1972 এর Article 17 এর সংশোধন — উক্ত Order এর Article 17 এর clause (1) এর “dies,” শব্দ ও কমার পরে “or if his candidature is cancelled under clause (2) of Article 91E.” শব্দগুলি, বন্ধনী, সংখ্যাগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে

১০ P.O.No. 155 of 1972 এর Article 20 এর সংশোধন — উক্ত Order এর Article 20 এর clause (1) এর—

- (ক) sub-clause (a) এর প্রাপ্তস্থিত সেমিকোলনের পরিবর্তে “কোলন” প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ proviso সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“Provided that the Commission may, on an application made to it in this behalf within three days after the publication of the notification under clause (1) of Article 11, allot one of the prescribed symbols to the candidate of a combination of two or more registered political parties who have agreed to set up joint candidates for election.”

- (খ) sub-clause (aa) এর—

(অ) “in the case of other” শব্দগুলির পরিবর্তে “in the case of independent” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) প্রাপ্তস্থিত সেমিকোলনের পর “and” শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) sub-clause (b) এর প্রাস্তুত্বিত সেমিকোলনের পরিবর্তে “ফুলস্টপ” প্রতিস্থাপিত হইবে এবং “and” শব্দটি বিলুপ্ত হইবে: এবং

(ঘ) sub-clause (c) এবং অতঃপর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তাংশসমূহ বিলুপ্ত হইবে

১১ P.O.No. 155 of 1972 এর Article 22 এর সংশোধন — উক্ত Order এর Article 22 এর clause (1) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (1) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(1) The contesting candidate or his election agent, may, before the commencement of the poll, appoint for each polling booth of a polling station not more than one polling agent and shall give notice thereof in writing to the Presiding Officer.”

১২ P.O.No. 155 of 1972 এর Article 27 এর সংশোধন — উক্ত Order এর Article 27 এর clause (1) এর sub-clause (a) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-clause (a) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(a) a person referred to in sub-sections (3) and (5) of section 8 of the Electoral Rolls Ordinance, 2007 (Ord. No. XVIII of 2007);”

১৩ P.O.No. 155 of 1972 এর Article 31 এর সংশোধন — উক্ত Order এর Article 31 এর—

(ক) clause (1) এর “his identity card” শব্দগুলির পরিবর্তে “the electoral roll” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে:

(খ) clause (1A) এবং (1B) বিলুপ্ত হইবে: এবং

(গ) clause (5) এর—

(অ) sub-clause (b) এর প্রাস্তুত্বিত “and” শব্দ বিলুপ্ত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন clause (bb) এবং “and” শব্দ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(bb) if he does not wish to vote any of the contesting candidates, shall put the prescribed mark on the ballot paper at the place within the space containing the symbol of “none of the above candidates”; and” এবং

(আ) sub-clause (c) এর “so marked” শব্দগুলির পর “according to sub-clause (b) or (bb)” শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি সন্নিবেশিত হইবে: এবং

(ঘ) clause (8) বিলুপ্ত হইবে

১৪ P.O.No. 155 of 1972 এর Article 36 এর সংশোধন।—উক্ত Order এর Article 36 এর clause (5) এর sub-clause (b) এর “upon the request” শব্দগুলির পরিবর্তে “upon the request in writing” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে :

১৫ P.O.No. 155 of 1972 এ নূতন Article 40A এর সন্নিবেশ।—উক্ত Order এর Article 40 এর পর নিম্নরূপ নূতন Article 40A সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“40A. (1) Notwithstanding anything contained in any Article of this Order, if the number of “none of the above candidates” votes exceeds 50% (fifty percent) of the total votes cast in any constituency, the Returning Officer shall cancel the election proceedings after giving an immediate notice and inform the Commission accordingly.

(2) Where election proceedings are cancelled under clause (1), fresh proceedings shall be commenced in accordance with the provisions of this Order as if for a new election.”

১৬ P.O.No. 155 of 1972 এর Article 44AA এর সংশোধন।—উক্ত Order এর Article 44AA এর—

(ক) clause (1) এর—

(অ) “Every contesting candidate shall submit to the Returning Officer, within seven days next following the withdrawal day,” শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে “At the time of submitting the nomination paper, every contesting candidate shall submit to the Returning Officer.” শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) sub-clause (e) এর প্রান্তস্থিত ফুলস্টপ এর পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

“Provided that the provisions of sub-clauses (a) to (e) shall not apply to a case where the amount of such sum is not more than taka five thousand to be received as voluntary contribution or grant.”; এবং

(ক) clause (4) এর “within three days after receipt of such sum” শব্দগুলির পরিবর্তে “with the return under clause (1) of Article 44C” শব্দগুলি, বন্ধনী ও সংযোগ্যগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে

১৭ P.O. No. 155 of 1972 এর Article 44B এর সংশোধন। উক্ত Order এর Article 44B এর



(ক) clause (3) এর—

(অ) “five lakh” শব্দগুলির পরিবর্তে “fifteen lakh” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) প্রাপ্তস্থিত ফুল স্টেপের পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“Provided that the election expenses of a contesting candidate shall be determined per capita on the basis of total number of electors in a constituency and a notification to that effect shall be published in the official gazette.”; এবং

(খ) clause (3A) এর sub-clauses (b) ও (c) বিলুপ্ত হইবে; এবং

(গ) clause (m) এর প্রাপ্তস্থিত ফুল স্টেপের পরিবর্তে সেমিকোলন এবং “or” শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ clause (n) সন্নিবেশিত হইবে:।

“(n) operating camps on the polling day.”।

১৮। P.O.No. 155 of 1972 এর Article 44C এর সংশোধন।—উক্ত Order এর Article 44C এর clause (1) এর “fifteen days” শব্দগুলির পরিবর্তে “thirty days” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে

১৯। P.O.No. 155 of 1972 এর Article 44CC এর সংশোধন।—উক্ত Order এর Article 44CC এর—

(ক) clause (1) এর “taka one thousand” শব্দগুলির পরিবর্তে “taka five thousand” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) clause (3) এর—

(অ) sub-clause (a) এর “taka one hundred and fifty lakh” শব্দগুলির পরিবর্তে “taka four crore and fifty lakh” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) sub-clause (b) এর “taka one hundred lakh” শব্দগুলি ও কমা পরিবর্তে “taka three crore” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ই) sub-clause (c) এর “not more than one hundred, taka seventy five lakh” শব্দগুলির পরিবর্তে “more than fifty but not more than one hundred, taka one crore and fifty lakh” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উক্ত sub-clause এর প্রাপ্তস্থিত ফুল স্টেপ এর পরিবর্তে কমা প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন sub-clause (d) সংযোজিত হইবে, যথা :—

“(d) where the number of such candidates is not more than fifty, taka seventy five lakh”; এবং

(গ) clause (4) এর “taka one thousand” শব্দগুলির পরিবর্তে “taka twenty thousand” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০। P. O. No. 155 of 1972 এর Article 44CCC এর সংশোধন — উক্ত Order এর Article 44CCC এর—

- (ক) clause (1) এর “Returning Officers concerned, for their scrutiny, within sixty days” শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে “Commission, for its scrutiny, within ninety days” শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে:
- (খ) clause (3) এর “Every political party shall furnish to the Commission a separate statement, certified to be correct and complete by the secretary to the party, showing” শব্দগুলি ও কমা পরিবর্তে “Every statement submitted under clause (1) shall be certified to be correct and complete by the secretary to the party, showing” শব্দগুলি ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে:
- (গ) clause (4) বিলুপ্ত হইবে: এবং
- (ঘ) বিলুপ্ত clause (4) এর পর নিম্নরূপ নূতন clause (5) সংযোজিত হইবে, যথা :-

“(5) If any registered political party fails to submit its expenditure statement within the time specified in clause (1), the Commission shall issue a notice of warning directing it to submit the statement within thirty days and if the concerned registered political party fails to submit it within that period of time, the Commission may, subject to payment of a fine of taka ten thousand, extend the time for another fifteen days, and if such registered political party fails to submit its statement within that extended time, the Commission may cancel its registration.”

২১। P. O. No. 155 of 1972 এর Article 44D এর সংশোধন।— উক্ত Order এর Article 44D এর পরিবর্তে নিম্নরূপ Article 44D প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

“44D.(1) The statement, return and documents submitted under Articles 44AA, 44C and 44CCC shall be kept by the Returning Officer or the Commission, as the case may be, in his or its office or at such other convenient place as he or it may think fit and shall, during one year from the date of receipt, be open for inspection by any person on payment of the prescribed fees.

(2) The Commission or the Returning Officer shall, on an application made in this behalf and on payment of the prescribed fees, give any person copies of any statement, return or document or any part thereof kept under clause (1).

(3) The copies of the statement, return or documents under clause (1) shall be published in the website of the Commission.”

২২ P. O. No. 155 of 1972 এর Article 44E এর সংশোধন।—উক্ত Order এর Article 44E এর:

(ক) clause (1) এর sub-clause (a) বিলুপ্ত হইবে এবং উহার পর নিম্নরূপ নতুন sub-clause (aa) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(aa) Metropolitan Police Commissioner.”;

(খ) clause (2) এর “A Deputy Commissioner” শব্দগুলির পরিবর্তে “A Metropolitan Police Commissioner or a Deputy Commissioner” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৩ P. O. No. 155 of 1972 এর Article 78 এর সংশোধন।—উক্ত Order এর Article 78 এর clause (1) এর “during a period of forty-eight hours ending at midnight following the conclusion of the poll” শব্দগুলির পরিবর্তে “during the period beginning at forty-eight hours prior to start of the poll and ending at forty-eight hours after conclusion of the poll” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৪ P. O. No. 155 of 1972 এর Article 81 এর সংশোধন।—উক্ত Order এর Article 81 এর clause (1) এর “ten years” শব্দগুলির পরিবর্তে “seven years” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৫ P. O. No. 155 of 1972 এর Article 87A এর সংশোধন।—উক্ত Order এর Article 87A এর clause (1) এর sub-clause (d) বিলুপ্ত হইবে।

২৬ P. O. No. 155 of 1972 এর CHAPTER VIA এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত Order এর CHAPTER VIA এর পরিবর্তে নিম্নরূপ CHAPTER VIA প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

## “ CHAPTER VIA

### REGISTRATION OF POLITICAL PARTIES WITH THE COMMISSION

90A. For the purpose of this Order, any political party willing to participate in election under this Order shall be registered with the Commission subject to the conditions laid down in Article 90B.

90B. (1) For the purpose of registration under Article 90A, every political party shall—

(a) fulfil one of the following conditions, namely—

(i) secured at least one seat with its electoral symbol in any parliamentary election held since the independence of Bangladesh; or

(ii) secured five percent of total votes cast in the constituencies in which its candidates took part in any of the aforesaid parliamentary elections; or

- (iii) established a functional central office, by whatever name it may be called, with a central committee and district offices in at least ten administrative districts and offices in at least fifty Upazilas or Metropolitan Thanas; and
- (b) in addition to complying with the terms and conditions referred to in clause (1), shall have the following specific provisions in its constitution, namely---
- (i) to elect the members of the committees at all levels including members of the central committee as laid down in the constitution;
- (ii) to fix the goal of reserving at least 33% of all committee positions for women including the central committee and successively achieving this goal by the year 2020;
- (iii) to prohibit formation of any organization or body as its affiliated or associated body consisting of the teachers or students of any educational institution or the employees or labourers of any financial, commercial or industrial institution or establishment or the members of any other profession;

**Explanation:**—Nothing shall be construed to prevent---

- (a) the teachers, students, employees or labourers from organizing independently in their respective fields or forming association, society, trade union etc. and exercising all democratic and political rights; and
- (b) individuals, subject to the provisions of the existing laws, to be a member of any political party.
- (iv) to finalize nomination of candidate by central parliamentary board of the party from the panels prepared by members of the Ward, Union, Thana, Upazila or District committee, as the case may be, of concerned constituency.

(2) If an independent member of parliament joins any unregistered political party, the fact of his joining alone shall not qualify that party for registration with the Commission.

(3) If two or more registered political parties form an electoral alliance and nominate a candidate contesting in the election with symbol of any political party, he shall be deemed to be a candidate of that political party which the symbol belongs to.

90C. (1) A political party shall not be qualified for registration under this Chapter, if—

- (a) the objectives laid down in its constitution are contrary to the Constitution of the People's Republic of Bangladesh : or
- (b) any discrimination regarding religion, race, caste, language or sex is apparent in its Constitution : or
- (c) by name, flag, symbol or any other activity it threatens to destroy communal harmony or leads the country to territorial disintegration : or
- (d) there is any provision in its constitution for the establishment or operation of any office, branch or committee outside the territory of Bangladesh.

(2) No political party shall be registered under a name, under which another political party has already been registered :

Provided that where more than one party apply for registration which the same name and no party has already been registered under such name, the Commission may, after giving the parties reasonable opportunity of being heard, register any of the parties with such name.

(3) The Commission shall not register any party banned by the Government.

90D. Any political party complying with the conditions laid down in Article 90A may apply for registration in the prescribed manner under the signature of its Chairman and General Secretary or any other person holding equivalent ranks.

90E. (1) The Commission shall, after taking a decision to register a political party, issue a registration certificate in the prescribed form and shall publish it in the Official Gazette.

(2) If the application for registration of a political party is rejected, the Commission shall, within seven working days, inform the concerned party of its decision in writing.

(3) The decision on registration by the Commission shall be final.

90F. (1) Subject to the provision of clause (2), a registered political party shall be entitled to—

- (a) receive donation or grants from any person, company, group of companies except the sources mentioned in clause (1) of Article 44CC :

Provided that such amount of donation or grants shall not exceed the following limits, in a calendar year—

- (i) in the case of a person, taka five lakh or property or service equivalent to it :

- (ii) in the case of a company or organization, taka twenty five lakh or property or service equivalent to it ;
- (b) one of the prescribed symbols for all the candidates set up by it in any election under this Order or rules according to the preference indicated by it and the symbols so allotted shall be kept reserved for it, unless it indicates its preference for any other prescribed symbol available ;
- (c) one set of electoral rolls in compact disk (CD) or digital versatile disk (DVD) or any other electronic format free of cost ;
- (d) broadcasting and telecasting facilities in the state-owned media during the general election to Parliament according to the principles and guidelines prescribed by the Commission ; and
- (e) be consulted with by the Commission in respect of any matter relating to election, particularly problems of and measures for holding election fairly, peacefully and in accordance with this Order and rules.

(2) No registered political party shall receive any gift, donation, grant or money from any other country, or non-government organization or from any person who is not a Bangladeshi or any organization established or maintained by such person.

90G. A registered political party shall inform the Commission in the prescribed manner about the compliance of the provisions in clause (1)(b) of Article 90B.

90H. (1) the registration of a political party may be cancelled for any one of the following reasons, namely—

- (a) if the party is declared dissolved according to the constitution of the party by the highest decision making body, by whichever name it is called, or an application is made to the Commission along with the minutes for dissolution of the party under the signature of the chairman and general secretary of the party or any other person holding equivalent rank;
- (b) if the political party is declared banned by the Government;
- (c) if the political party fails to provide any information under this Order and rules to the Commission for three consecutive years;
- (d) if the political party violates any provision of clause (1) (b) of Article 90B; or
- (e) if the political party does not participate in the parliamentary elections for two consecutive terms.

(2) The Commission shall, prior to cancellation of registration under clauses (c), (d) and (e), give the concerned political party and opportunity of being heard in the prescribed manner.

(3) No political party shall be registered in the name of a political party which has been declared dissolved.

(4) The name of the dissolved and cancelled political parties shall be published in the Official Gazette.

90I. If a registered political party is aggrieved by an order of cancellation of registration by the Commission, it may prefer an appeal to the High Court Division.”}

২৭। P.O. No. 155 of 1972 এর Article 91 এর সংশোধন।—উক্ত Order এর Article 91 এর clause (a) তে “polling station” শব্দগুলির পর “or entire constituency, as the case may be,” শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৮। P.O. No. 155 of 1972 এর Article 91A এর সংশোধন।—উক্ত Order এর Article 91A এর—

(ক) clause (6) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (6) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(6) After conducting an inquiry, the Committee shall inform the Commission within three days of the inquiry and may make a recommendation which may include—

- (a) proposals for any order, directive or instruction to be made by the commission to any person responsible for any act to stop such act forthwith; or
- (b) in the case of any omission, to perform any specific act, including, if necessary, the appropriate correction of any false information.”;

(খ) clause (6) এর পর নিম্নরূপ নূতন clauses (6a), (6b) এবং (6c) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(6a) After receiving the recommendation under clause (6), the Commission may issue necessary order or instruction to the concerned person, or registered political party to implement the recommendation.

(6b) Where, any order or instruction is issued under clause (6a), the concerned person or registered political party shall carry out the same instantly.

- (6c) In the event of non-compliance of an order or instruction made under clause (6a), the Commission may impose a fine not exceeding taka one lakh but not less than taka twenty thousand upon the concerned person or registered political party.”

২৯। P.O. No. 155 of 1972 এ নূতন Article 91E এর সন্নিবেশ।—উক্ত Order এর Article 91D এর পর নিম্নরূপ নূতন Article 91E সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“91E. (1) Notwithstanding anything contained in this Order or rules, if it appears to the Commission on receiving an information from any source or any verbal or written report that, any contesting candidate or his agent or any other person on his behalf, by his order or under his direct or indirect consent, engages or attempts to engage in any serious illegal activity or violates or attempts to violate any provision of this Order or rules or Code of Conduct for which he may be disqualified to be elected as a member, the Commission may pass an order for an investigation of the matter giving the contesting candidate a reasonable opportunity of being heard.

(2) After receiving the investigation report under clause (1), if the commission is satisfied that, the report was true, the Commission may, by a written order, with appropriate reasons assigned, cancel the candidature of such candidate and in that event the election shall be held among the other contesting candidates of the concerned constituency: and where only one person remains as a contesting candidate because of cancellation of candidature of the other contesting candidate, election shall be held under Article 17 for that constituency.

(3) Any order made under clause (2) shall be sent to the concerned candidate or his election agent by hand or by fax or by courier service or by any other quickest possible means.

(4) The order made under clause (2) shall immediately be sent to the Returning Officer, Presiding Officer and other contesting candidates and the political party that has nominated such candidate.

(5) The order made under clause (2) shall be notified in the Official Gazette and in any other manner which the Commission thinks fit.”

৩০। P.O. No. 155 of 1972 এ Article 94A এর সন্নিবেশ।—উক্ত Order এর Article 94 এর পর নিম্নরূপ নূতন Article 94A সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—



“94A. The Government may, by notification in the Official Gazette, publish an authentic text in Bangla of this Order.” ।

তারিখ : ৪ ভাদ্র ১৪১৫ বঙ্গাব্দ  
১৯ আগস্ট ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ  
রাষ্ট্রপতি  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল  
সচিব ।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ।  
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,  
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত ।

বাংলাদেশ  গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ৮, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৩ আশ্বিন ১৪১৫ বাং/০৮ অক্টোবর ২০০৮ খ্রিঃ

নং ৪৫(মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২২-৬-১৪১৫ বাং মোতাবেক ০৭-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

২০০৮ সনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ

Representation of the People Order, 1972 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত  
অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেনঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ Representation of the People Second Amendment) Ordinance, 2008 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৫৯৮৫)

মূল্যঃ টাকা ২.০০

২। P.O. No. 155 of 1972 এর Article 12 এর সংশোধন —Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972), অতঃপর উক্ত Order বলিয়া উল্লিখিত, এর Article 12 এর clause (1) এর—

- (ক) দফা (l) এ উল্লিখিত “six months” শব্দগুলির পরিবর্তে “fifteen days” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (খ) দফা (m) এ উল্লিখিত “six months” শব্দগুলির পরিবর্তে “fifteen days” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (গ) দফা (n) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (n) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
- “(n) personally has failed to pay the telephone, gas, electricity, water or any other bill of any service providing organization of the Government before fifteen days from the day of submission of nomination paper.”;
- (ঘ) Explanation II এ উল্লিখিত “The disqualification under clause (m) shall not apply to a person” শব্দগুলি ও বাক্যের পরিবর্তে “The disqualification under sub-clause (k) shall not apply to a person” শব্দগুলি ও বাক্য প্রতিনিস্থাপিত হইবে; এবং
- (ঙ) Explanation VI এর পর নিম্নরূপ Explanation VII সংযোজিত হইবে, যথা :—

“**Explanation VII.**—‘chief executive’ referred to in sub-clause (i) of Article 12(1) means a person holding full time post of a chief executive of any non-government organization who receives monthly salary and other emoluments in that capacity.” ।

৩। P.O. No. 155 of 1972 এর Article 44CC এর সংশোধন — উক্ত Order এর Article 44CC এর clause (3) এর sub-clause (d) এর শেষ প্রান্তস্থিত ফুলস্টপের পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা :—

“Provided that the amount mentioned in sub-clauses (a), (b), (c) and (d) shall be subject to maximum taka one lakh and fifty thousand per candidate.” ।

৪। P.O. No. 155 of 1972 এর Article 81 এর সংশোধন — উক্ত Order এর Article 81 এর clause (1) এর sub-clause (b) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-clause (bb) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“(bb) is found in possession of any ballot paper or ballot paper book or is seen exhibiting them before the members of the public outside the polling station.” ।

৫। P.O. No. 155 of 1972 এর Article 90B এর সংশোধন।—উক্ত Order এর Article 90B এর—

- (ক) clause (1) এর sub-clause (b)(i) এ উল্লিখিত “central committee” শব্দগুলির পর “as laid down in the constitution” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে; এবং
- (খ) clause (3) বিলুপ্ত হইবে।

৬। P.O. No. 155 of 1972 এর Article 90C এর সংশোধন।—উক্ত Order এর Article 90C এর clause (2) এর শর্তাংশে উল্লিখিত “which” শব্দটির পরিবর্তে “with” শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। P.O. No. 155 of 1972 এর Article 90D এর সংশোধন।—উক্ত Order এর—

- (ক) Article 90D এ উল্লিখিত “Article 90A” শব্দ ও সংখ্যার পর “; Article 90B and not disqualified under Article 90C” কমা, শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং
- (খ) Article 90D এর শেষ প্রান্তস্থিত ফুলস্টোপের পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

“Provided that the Commission may allow any political party to apply for registration which has a provisional constitution containing provisions as specified under sub-clauses (b)(i), (b)(ii), (b)(iii) and (b)(iv) of clause (1) of Article 90B as well as complying with the provisions under Article 90C along with a resolution of the highest policy-making body of the party, by whatever name it may, be called, to the effect that the party shall submit a ratified constitution within six months from the date of first sitting of ninth parliament.”।

তারিখঃ ২২-৬-১৪১৫ বঙ্গাব্দ  
০৭-১০-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

প্রকেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ  
রাষ্ট্রপতি  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল  
সচিব।

মোঃ মাহুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।  
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,  
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।



# নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১

## (১৯৯১ সনের ১৩ নং আইন)

### নির্বাচন কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ বিধানকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সৃষ্ট অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা-গণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ২৭ শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

- (ক) “কমিশন” অর্থ সংবিধান অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন ;
- (খ) “চাকুরি বিধি” বলিতে চাকুরি সংক্রান্ত যে কোন আইন, বিধি, বিধান, প্রবিধান, চুক্তি, দলিল, নিয়োগপত্র ও শর্ত অন্তর্ভুক্ত হইবে ;
- (গ) “নির্বাচন” অর্থ কমিশন কর্তৃক বা উহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বা অনুষ্ঠিত যে কোন নির্বাচন ;
- (ঘ) “নির্বাচন কর্মকর্তা” অর্থ নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব বা কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি এবং পোলিং স্টেশনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;
- (ঙ) “নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ” অর্থ কোন ব্যক্তিকে চাকুরীতে নিয়োগকারী কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ ;
- (চ) “রিটার্নিং অফিসার” অর্থ নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত কোন রিটার্নিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালনরত কোন নির্বাচন-কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) অধ্যাদেশের প্রাধান্য।— আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা কোন চাকুরি বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

(৪) নির্বাচন-কর্মকর্তার চাকুরি ও উহার নিয়ন্ত্রণ।—(১) কোন ব্যক্তি নির্বাচন-কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলে, তিনি, কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের নিকট

গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ব্যতীত, ঠাঁহার দায়িত্ব গ্রহণে বা পালনে অপারগতা বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি নির্বাচন-কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলে, ঠাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ঠাঁহাকে নির্বাচন-কর্মকর্তা হিসাবে কোন দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে বাধা দিতে পারিবেন না বা বিরত রাখিতে পারিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলে তিনি ঠাঁহার উক্তরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে নির্বাচনী দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত ঠাঁহার চাকুরির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকুরিরত আছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) উক্তরূপ প্রেষণে চাকুরিরত থাকাকালে নির্বাচন কর্মকর্তা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কমিশন এবং ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন এবং তিনি ঠাঁহাদের যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) উক্তরূপ প্রেষণে চাকুরিরত থাকাকালে নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রাধান্য পাইবে এবং এই দায়িত্বের সহিত সাংঘর্ষিক বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে তিনি তাহার অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

৫। নির্বাচন কর্মকর্তার শৃংখলামূলক শাস্তি।— (১) কোন নির্বাচন কর্মকর্তা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে প্রদত্ত কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের কোন আদেশ বা নির্দেশ পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হইলে বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করিলে বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আইনের বিধান ইচ্ছাকৃতভাবে লংঘন করিলে বা উহার অধীন কোন অপরাধ করিলে তিনি অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অসদাচরণ ঠাঁহার চাকুরি বিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) কোন নির্বাচন কর্মকর্তা উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত অসদাচরণ করিলে ঠাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ঠাঁহাকে চাকুরি হইতে অপসারণ বা বরখাস্ত করিতে পারিবে বা বাধ্যতামূলক অবসর দিতে পারিবে বা ঠাঁহার পদাবনতি করিতে পারিবে বা ঠাঁহার পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি অনধিক দুই বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন শাস্তি উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত ব্যর্থতা, অস্বীকৃতি, লংঘন বা অপরাধের জন্য অন্য কোন আইনে নির্ধারিত কোন দণ্ড প্রদান বা উহার জন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ ব্যাহত বা বারিত করিবে না।

(৩) কোন নির্বাচন কর্মকর্তা উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত অসদাচরণ করিলে কমিশন বা ক্ষেত্রমত কমিশনের সম্মতিক্রমে রিটার্নিং অফিসার ঠাঁহাকে, তাহার বিরুদ্ধে

তজ্জন্য তাঁহার চাকুরি-বিধি অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা গ্রহণসাপেক্ষে, অনধিক দুই মাসের জন্য সাময়িকভাবে চাকুরি হইতে বরখাস্তের আদেশ দিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ বরখাস্তের আদেশ তাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁহার চাকুরি বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী ইহা কার্যকর হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অসদাচরণের জন্য কোন নির্বাচন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা গ্রহণের জন্য কোন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসার অনুরোধ করিলে উক্ত কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে উক্তরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবে এবং তৎসম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিবে।

৬। দণ্ড।—(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৪(১) বা ৪(২) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি ধারা ৫(৩) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ পালন বা কার্যকর না করিলে বা ধারা ৫(৪) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ডে, বা অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।—কমিশন বা উহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৮। রহিতকরণ।—নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৯০ (অধ্যাদেশ নং ৩১, ১৯৯০) এতদ্বারা রহিত করা হইল।





## স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের জন্য নীতিমালা ও আচরণ বিধি

### ভূমিকা:

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সকল নির্বাচনে স্বচ্ছতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও পক্ষপাতহীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ ও মোতায়েনের জন্য এই নীতিমালা জারী করিল- যাহা “স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক নীতিমালা” বা সংক্ষেপে “পর্যবেক্ষক নীতিমালা” নামে অভিহিত হইবে।

### অনুচ্ছেদ ১

#### সংজ্ঞা:

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই নীতিমালায় -

- ক. “কমিশন” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন;
- খ. “নির্বাচন প্রক্রিয়া” অর্থ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সকল দিক এবং ভোটার রেজিস্ট্রেশন, প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনী প্রচার, ভোটগ্রহণ, গণনা, ফলাফল ঘোষণা এবং অভিযোগ প্রক্রিয়াকরণসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াদি;
- গ. “পর্যবেক্ষক” অর্থ কোন পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধি বা নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি; এবং
- ঘ. “পর্যবেক্ষক সংস্থা” অর্থ কোন সংস্থা যাহা বাংলাদেশের কোন আইনের অধীনে নিবন্ধিত এবং কমিশন হইতে পর্যবেক্ষণের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত। অন্যান্য বিষয়ের সাথে যখন নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য দুই বা ততোধিক সংস্থা একটি গ্রুপ কিংবা পার্টনারশীপ গঠন করে, তখন এই পর্যবেক্ষণ নীতিমালার আওতায় ঐ সমস্ত গ্রুপ বা পার্টনারশীপকে একক সংস্থা হিসাবে গণ্য করা হইবে।

### অনুচ্ছেদ ২

#### নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য:

কমিশন মূলত দুইটি কারণে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বিষয় উৎসাহিত করে থাকেঃ (১) কতটা সুষ্ঠু ও অবাধভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এইসব নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হইয়া থাকিলে সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং (২) নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন নির্বাচনী উপকরণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা

সম্পর্কে অবহিত হওয়া যেন ভবিষ্যতে চিহ্নিত ত্রুটি-বিদ্যুতিসমূহ সংশোধন করা যায়। নির্বাচনী পরিবেশ এবং এর ব্যবস্থাপনাসহ সমগ্র নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই দেখা ও তথ্য সংগ্রহ করা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের মূল কাজ। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার গুণগত মান ও যথার্থতা সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রতিবেদন তৈরীর মধ্যেই পর্যবেক্ষণের সফলতা নিহিত।

নির্বাচন পরিচালনার বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নির্বাচন কমিশনকে সরবরাহের জন্য স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কোন নির্বাচনের বিশেষ ফলাফলের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়; ইহা শুধুমাত্র নির্বাচনের ফলাফলের বিষয়ে সঠিক ও সত্যতার সাথে স্বচ্ছ ও সময়ানুযায়ী রিপোর্ট প্রদানের সহিত সম্পৃক্ত। নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রদান ছাড়াও নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা সম্পর্কে ভোটারদের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করে।

### অনুচ্ছেদ ৩

#### নিবন্ধন প্রক্রিয়া:

নির্বাচন কমিশনের সহিত পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যাদি নিম্নোক্তভাবে সম্পন্ন করা হইবে:

- ক. পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধনের বিজ্ঞপ্তি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে। গণ-বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পর্যবেক্ষণে ইচ্ছুক সংস্থাকে নির্ধারিত ফরম E.O-1 এ আবেদনপত্র কমিশন সচিবালয়ে জমা দিতে হইবে। নির্ধারিত ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথ পূরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ পূর্ণাঙ্গ আবেদন জমা দিতে হইবে।
- খ. কমিশন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী এইসব আবেদনপত্রের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করে প্রাথমিকভাবে নিবন্ধনের উপযুক্ত মনে করিলে দৈনিক পত্রিকায় গণ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের অনাপত্তি সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
- গ. নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন বা আছেন কিংবা নিবন্ধনের জন্য প্রার্থিত সময়ের মধ্যে কোন নির্বাচনের প্রার্থী হইতে আগ্রহী এইরূপ কোন ব্যক্তি যদি পর্যবেক্ষণের জন্য আবেদনকারী কোন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কিংবা পরিচালনা পর্যদের বা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, উহা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, হইয়া থাকেন তাহা হইলে উক্ত সংস্থাকে নিবন্ধিত করা হইবে না।

- ঘ. গণ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর কোন আপত্তি না পাওয়া গেলে কমিশন আপত্তি প্রদানের শেষ তারিখের দুই কার্যদিবসের মধ্যে নিবন্ধন সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আবেদনকারী সংস্থাকে অবহিত করিবে।
- ঙ. গণ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর কোন আপত্তি পাওয়া গেলে, তাহা উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে কমিশনে শুনানীর ব্যবস্থা করা হইবে এবং শুনানীর ফলাফল অনুযায়ী কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।
- চ. প্রতিটি সংস্থার নিবন্ধন অনুমোদনের তারিখ হইতে উহার কার্যকারিতা এক বৎসরের জন্য বহাল থাকিবে যদি না উহা তৎ পূর্বেই বাতিল করা হয়।

### অনুচ্ছেদ ৪

#### নিবন্ধন বাতিল:

নিবন্ধিত কোন পর্যবেক্ষক সংস্থার বিরুদ্ধে ঐ সমস্ত সংস্থার জন্য পালনীয় আচরণ বিধির কোন ধারা লংঘনের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে ঐ সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হইবে। এই প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে কমিশন পর্যবেক্ষক সংস্থাটিকে উহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়সহ একটি লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবে। অভিযোগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির পাঁচ দিনের মধ্যে পর্যবেক্ষক সংস্থাটি কমিশনের কাছে শুনানীর জন্য আবেদন করিতে পারিবে। কমিশন শুনানীর পর সাত দিনের মধ্যে লিখিতভাবে এই বিষয়ে উহার সিদ্ধান্ত সংস্থাটিকে অবহিত করিবে। পর্যবেক্ষক সংস্থা শুনানীকালে আইনজীবী নিয়োগ এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তথ্য প্রমাণাদি উপস্থাপনের সুযোগ পাইবে।

### অনুচ্ছেদ ৫

#### পর্যবেক্ষক সংস্থার দায়িত্ব:

#### ৫.১ পর্যবেক্ষক সংস্থা নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করিবেঃ

- ক. নির্বাচনের সময়সূচী জারীর এক সপ্তাহের মধ্যেই সংস্থার জন্য নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকায় মোতায়েনের জন্য পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রস্তুত করা এবং যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেয়া;
- খ. এমন একটি পর্যবেক্ষক মোতায়েন (deployment) পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পূর্ণ উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা/সংসদীয় এলাকা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় ;
- গ. নিয়োগকৃত পর্যবেক্ষকদের তথ্যাবলী ফরম EO-2 তে সংরক্ষণ এবং প্রত্যেক পর্যবেক্ষককে কোন ভোটকেন্দ্রে মোতায়েন করা হইবে উহার কেন্দ্রওয়ারী তালিকা প্রস্তুত করা;
- ঘ. প্রতিটি পর্যবেক্ষককে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাহাদের কর্মদক্ষতা মনিটর করা;

- ঙ. প্রত্যেক পর্যবেক্ষক তাহার উপর আরোপিত দায়িত্ব যাতে বস্তুনিষ্ঠ ও পেশাগত দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ ;
- চ. পর্যবেক্ষকগণ যাতে আচরণ বিধি অনুসরণ করেন সে জন্য প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের কার্যাবলী মনিটরিং করা; কোন পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে আচরণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হইলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা তাহা দ্রুত তদন্ত করে দেখিবে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে উক্ত সংস্থা তাহাকে পর্যবেক্ষণ মিশন হইতে প্রত্যাহার বা বহিষ্কার করিবে।
- ছ. পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ফরম EO-4 এ নির্বাচন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি সামগ্রিক চিত্র তুলিয়া ধরিয়া ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়া আরও কিভাবে উন্নততর করা যায় তৎসম্পর্কিত সুপারিশামালা কমিশনে প্রেরণ করিবে; তবে এই রিপোর্ট প্রণয়ন কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক সংস্থার নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অন্যান্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে কোন বাধা হইবে না।

### অনুচ্ছেদ ৬

#### পর্যবেক্ষকের যোগ্যতাঃ

৬.১ পর্যবেক্ষক হিসাবে বিবেচনার জন্য প্রার্থীদের নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকিতে হইবেঃ

- ক. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে;
- খ. বয়স ২৫ (পঁচিশ) বা তদুর্ধ্ব হইতে হইবে;
- গ. ন্যূনতম এস,এস,সি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে;
- ঘ. নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য থাকিতে পারিবে না;
- ঙ. কোন অনুমোদিত পর্যবেক্ষক সংস্থা কর্তৃক মনোনীত হইতে হইবে;
- চ. নির্বাচন পর্যবেক্ষণ অঙ্গীকারনামা EO-3 স্বাক্ষর এবং পর্যবেক্ষকদের জন্য আচরণ বিধি এবং সংশ্লিষ্ট আইন মানিয়া চলিতে হইবে।

### অনুচ্ছেদ ৭

#### পর্যবেক্ষক মোতায়েন:

- ৭.১ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের একক ইউনিট হইবে উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা অথবা সংসদীয় নির্বাচনী এলাকা এবং ইহার ভিত্তিতেই পর্যবেক্ষক নিয়োগের মাত্রা (Scale) নির্ধারিত হইবে।
- ৭.২ শুধুমাত্র পর্যবেক্ষক সংস্থার পর্যবেক্ষকগণই নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন।
- ৭.৩ দুই এর অধিক সংস্থাকে কোন একক ইউনিটে পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেওয়া হইবে না।

- ৭.৪ প্রত্যেক পর্যবেক্ষক সংস্থা উহার নির্ধারিত ইউনিটের প্রতি বুথে, ভোট কেন্দ্রের প্রতি গণনার কক্ষে এবং রিটার্নিং অফিসারের দপ্তরে ফলাফল একীভূতকরণের সময় একজন করে পর্যবেক্ষক পাঠাইতে পারিবে।
- ৭.৫ ইহা ছাড়া প্রত্যেক পর্যবেক্ষক সংস্থা ভোটগ্রহণকালীন সময়ে প্রতি দলে পাঁচ জন করে দুইটি ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষক দল নিয়োগ করিতে পারিবে।
- ৭.৬ ভোট গণনা এবং ফলাফল একীভূত করার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য যাহাদের দায়িত্ব দেওয়া হইবে তাহাদের নাম পূর্বাঙ্কেই প্রিজাইডিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিতে হইবে। ভোট গণনা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পর্যবেক্ষক ভোট গণনা কক্ষ ত্যাগ করিতে পারিবেন না। ত্যাগ করিলে তাহাকে পুনঃপ্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।
- ৭.৭ রিটার্নিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক পর্যবেক্ষকদের তালিকা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন পর্যবেক্ষকের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে অভিযোগ দাখিল করিলে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণ সংস্থাকে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং ঐ পর্যবেক্ষককে প্রতিস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।
- ৭.৮ শুধুমাত্র কমিশন পর্যবেক্ষক পরিচিতিমূলক কার্ড প্রদান করিতে পারিবে। রিটার্নিং অফিসারদের চাহিদামত নির্বাচনের পূর্বেই তাহাদের নিকট প্রয়োজনীয় সংখ্যক শূন্য কার্ড প্রেরণ করা হইবে। পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সম্পূর্ণ সময় পর্যবেক্ষক পরিচিতি কার্ড এমনভাবে ঝুলাইয়া রাখিবেন যাতে উহা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়।
- ৭.৯ প্রত্যেক পর্যবেক্ষককে নির্বাচনী আইন, বিধি-বিধান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হইতে হইবে এবং নিয়োগকারী সংস্থার পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার ব্রিফিং ও প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।
- ৭.১০ পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় অবশ্যই ভোটারের ভোট প্রদানের অধিকারের প্রতি এবং দক্ষ ও ফলপ্রসুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের কাজের বিষয়ে মনোযোগী থাকিবেন। পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোন ধরণের হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। যেখানে অবস্থান করিলে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোন বাধার সৃষ্টি হইবে না ভোটকেন্দ্রের ভিতর এমন কোন জায়গায় পর্যবেক্ষকদের বসার ব্যবস্থা করা হইবে।
- ৭.১১ কোন অবস্থাতেই কোন পর্যবেক্ষক ভোট প্রদানের স্থান (marking place)-এ প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

৭.১২ প্রত্যেক পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষণের কাজে স্বার্থের সংঘাত কিংবা অন্য পর্যবেক্ষক সংস্থার পর্যবেক্ষকের অসজাত আচরণ সম্পর্কে তাহার নিয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করিবেন।

#### অনুচ্ছেদ ৮

##### প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিধান:

ভোটগ্রহণ শেষ হবার এক মাসের মধ্যে পর্যবেক্ষক সংস্থা পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের ফরম EO-4-এর ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি সামগ্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে। ঐ প্রতিবেদনে ভবিষ্যতে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা আরও কিভাবে উন্নত করা যায় তৎসম্পর্কিত সুপারিশামালা থাকিবে। তবে এই প্রতিবেদনের কারণে সংশ্লিষ্ট সংস্থা উহার নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অন্যান্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে কোনভাবেই বাধাগ্রস্ত হইবে না।

## স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের আচরণ বিধিমালা

(Code of Conduct for Domestic Observers)

- ১। স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং সততার সাথে নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা, বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা সমর্থন করা, দায়িত্ব পালনে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য সম-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই এই আচরণ বিধিমালার উদ্দেশ্য।
- ২। এই আচরণ বিধিমালা নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য কমিশন অনুমোদিত সকল পর্যবেক্ষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।
- ৩। অনুমোদনপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষকগণ পর্যবেক্ষককালে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করিবেন:
- ক. গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তার লক্ষ্যে সংবিধান, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণ এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে তাহা প্রতিপালনের আহবান;
  - খ. কমিশনের এবং সকল স্তরের নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের ভূমিকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং নির্বাচন প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকা;
  - গ. প্রিজাইডিং অফিসার বা অন্যান্য নির্বাচনী কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রকার নির্বাচনী উপকরণ স্পর্শ বা অপসারণ করা হইতে বিরত থাকা;
  - ঘ. নির্বাচনী প্রক্রিয়ার যে কোন বিষয় পর্যবেক্ষণের সময় কঠোর পক্ষপাতহীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং এমন কোন আচরণ প্রদর্শন না করা যাতে কোন পর্যবেক্ষক কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা প্রার্থীর সমর্থক হিসাবে চিহ্নিত হন ;
  - ঙ. নির্বাচনে প্রার্থীর বা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে পরিচয় বা চিহ্ন বহনকারী কোন কিছু পরিধান, পরিবহন অথবা প্রদর্শন করা হইতে বিরত থাকা;
  - চ. কমিশন বা এর অধীন যে কোন কর্তৃপক্ষের আইনগত আদেশ মান্য করা। ইহা ছাড়াও নির্বাচন কেন্দ্র বা যেখানে নির্বাচনের কার্যাবলী করা হইতেছে, সেই সমস্ত স্থান পরিত্যাগের জন্য রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার বা নির্বাচন পরিচালনার সহিত যুক্ত কমিশনের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির আদেশ মান্য করা;
  - ছ. কোন রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, তাহার এজেন্ট, নির্বাচনের সাথে জড়িত কোন সংস্থা অথবা ব্যক্তির নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ বা ক্রয়ের চেষ্টা, সুবিধা গ্রহণ বা গ্রহণ উৎসাহিত করা হইতে বিরত থাকা;
  - জ. নির্বাচনে সংঘটিত অনিয়ম সম্পর্কে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ; এবং
  - ঝ. পর্যবেক্ষণের বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরীর পূর্বে পর্যবেক্ষকগণ কর্তৃক তাহাদের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে জনগণ, প্রার্থী, রাজনৈতিক দল বা মিডিয়ার সম্মুখে কোন ব্যক্তিগত মতামত প্রদান হইতে বিরত থাকা।



## বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

www.ecs.gov.bd

ফরম- EO-1

পর্যবেক্ষক সংস্থারূপে তালিকাভুক্তির আবেদন ফরম

### ১। সংস্থার তথ্যাবলী:

- ক. নাম: .....
- খ. ঠিকানা: .....
- গ. টেলিফোন নং : .....
- সেল ফোন নং: .....
- ঘ. ই-মেইল : .....
- ঙ. ওয়েব সাইট : .....

### ২। সংস্থার পক্ষে যোগাযোগকারীর-

- ক. নাম ও পদবী.....
- খ. যোগাযোগকারীর ল্যান্ড ফোন ও সেল ফোন নং: .....

### ৩। ব্যবস্থাপনা:

- ক. সভাপতি/প্রধান নির্বাহী : .....
- খ. ট্রাস্টি বোর্ড : .....
- গ. পরিচালনা পর্যদ/কার্যনির্বাহী পরিষদ/ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য: .....

(উল্লিখিত বিষয়সমূহের পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।)

### ৪। নিবন্ধন -

- ক: নিবন্ধন বছর : .....
- খ: নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ : .....
- (নিবন্ধন সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে)

### ৫. পর্যবেক্ষণে ইচ্ছুক নির্বাচনের নাম : .....

### ৬. নির্বাচনী প্রক্রিয়ার যে বিষয়/বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করা হবেঃ .....

### ৭. পর্যবেক্ষণে ইচ্ছুক এলাকা/এলাকাসমূহ (উপজেলা/মেট্রপলিটান থানা/সংসদীয় নির্বাচনী

এলাকা: .....

( এলাকাসমূহের তালিকা সংযুক্ত করতে হবে)

স্বাক্ষর

(নাম ও পদবী সহ সীল)

তারিখ:

# বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

[www.ecs.gov.bd](http://www.ecs.gov.bd)

ফরম- EO-2

স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষকের আবেদন ফরম

১. নাম : .....
২. ঠিকানা : .....
৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা : .....
৪. টেলিফোন : .....
- সেল ফোন : .....
৫. পিন নম্বর : .....
৬. নিয়োগকারী পর্যবেক্ষক সংস্থা: .....
৭. নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা : (থাকলে নির্বাচন ও নিয়োগকারী সংস্থার নাম) : .....
৮. রেফারেন্স (পর্যবেক্ষক সম্পর্কে তথ্যাদি প্রদানে সক্ষম এমন দু'জন সুপরিচিত ব্যক্তি যারা পর্যবেক্ষকের আত্মীয় বা নির্বাচনে প্রার্থী বা কোন রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মী নন তাদের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর)
- ১। .....
- ২। .....

আমি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারীকৃত পর্যবেক্ষকদের জন্য নীতিমালা ও আচরণ নীতিমালা (Code of Conduct) পড়েছি এবং পর্যবেক্ষক হওয়ার এর আইনগত বাধ্যবাধকতা পূরণ এবং বিধি-বিধান মেনে চলার জন্য রাজি আছি। আমি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ অঙ্গীকারনামা ফরম EO-3 পূরণ ও স্বাক্ষর করেছি এবং এ আবেদনের সাথে সংযুক্ত করছি।

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত পর্যবেক্ষক নীতিমালা অনুযায়ী আমি পর্যবেক্ষক হওয়ার যোগ্য।

তারিখ:

.....  
আবেদনকারীর স্বাক্ষর



## বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

www.ecs.gov.bd

ফরম EO-3

পর্যবেক্ষকের অঙ্গীকারনামা

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে –

১. আমি নির্দলীয়ভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করব;
২. আমি আসন্ন নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশী কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রার্থীর কর্মী নই এবং আমি নিজেও প্রার্থী নই;
৩. নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণের সময় পক্ষপাতহীন থেকে প্রার্থী, রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, দল বা সংস্থার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন আনুকূল্য প্রদর্শন হতে বিরত থেকে আমি কঠোরভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখব। এছাড়া আমি প্রার্থী বা তাদের এজেন্টদের নিকট হতে যে কোন ধরনের ফেভার বা হুমকী প্রত্যাখ্যান করে নিরপেক্ষতা বজায় রাখব;
৪. নির্দলীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে আমি নির্বাচনের যেসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করেছি সে সব বিষয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্ভুল ও নিরপেক্ষ প্রতিবেদন প্রদান করব;
৫. পর্যবেক্ষকদের জন্য নীতিমালা ও Code of Conduct আমি পড়েছি এবং বুঝেছি এবং তা ষথায়থ পালনে সম্মত আছি।

উপরোক্ত কোন বিষয়ের খোলাপ হলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গহণ করা যাবে

স্বাক্ষর :

আবেদনকারীর নাম:

সংস্থার নাম :

ঠিকানা:

তারিখঃ

## বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

www.ecs.gov.bd

ফরম EO-4

### পর্যবেক্ষক সংস্থা কর্তৃক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

#### প্রথম খন্ডঃ

১. নির্বাচনের প্রকৃতি (যে কোন একটিতে ✓ চিহ্ন দিন): জাতীয় সংসদ   
সিটি করপোরেশন  উপজেলা পরিষদ  ইউনিয়ন পরিষদ
২. (ক) জেলা ..... (খ) উপজেলা.....  
(গ) ইউনিয়ন.....  
(ঘ) নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম.....
৩. ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা: (ক) সর্বমোট ..... (খ) পরিদর্শিত .....  
(গ) তথ্য সংগৃহীত.....
৪. রিটার্নিং অফিসারের নাম, পদবী ও কর্মস্থল.....

#### দ্বিতীয় খন্ডঃ (প্রয়োজনে অতিরিক্ত জায়গা ব্যবহার করুন)

#### ১. ভোট কেন্দ্রের উপযুক্ততা

অবস্থান: সহজেই প্রবেশযোগ্য/এলাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত

কক্ষসমূহে জায়গার পরিমাণ: সামগ্রিকভাবে যথেষ্ট/ভোট প্রদান কক্ষের জন্য যথেষ্ট/ভোটারদের লাইনে অপেক্ষার জন্য যথেষ্ট

কেন্দ্রে বিদ্যমান সুবিধাসমূহ: পানির ব্যবস্থা বিদ্যমান/বিদ্যুৎ বিদ্যমান/শৌচাগার বিদ্যমান

(ক) কতগুলি ভোটকেন্দ্র উপরোক্ত মানসমূহ পূরণ করে .....

(খ) কতগুলি কেন্দ্রে (১) অবস্থান .....(২) জায়গার পরিমাণ.....

(৩) সুবিধাসমূহ সংক্রান্ত ..... অসুবিধা ছিল।

(গ) কেন্দ্রওয়ারী (খ)-এ বর্ণিত সমস্যাসমূহ নীচের জায়গায় ধারাবাহিকভাবে তালিকাভুক্ত করুন।

## ২. ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা

সময় নিয়ন্ত্রণ: ভোটগ্রহণ যথাসময়ে শুরু ও সমাপ্তকরণ

ভোটার সনাক্তকরণ: ভোটারের পরিচিতি ও সিরিয়াল নম্বর সহজেই পাওয়া গেছে

ভোট প্রদানে ব্যয়িত সময়: এক ঘণ্টার কম

বিশেষ ব্যবস্থা: বয়স্ক/অসুস্থ/প্রতিবন্ধী ভোটারদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল

পোলিং স্টাফদের ব্যবহার: সহায়ক

- (ক) কতগুলি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বিলম্বে শুরু.....এবং বিলম্বে সমাপ্ত.....হয়?
- (খ) কতগুলি কেন্দ্রে ভোটারদের পরিচিতি কিংবা সিরিয়াল সংক্রান্ত সমস্যা হয়?.....
- (গ) কতগুলি কেন্দ্রে ১ ঘণ্টারও বেশী সময় ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়?.....
- (ঘ) কতগুলি কেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থার অভাব ছিল?.....
- (ঙ) কতগুলি কেন্দ্রে পোলিং স্টাফদের ব্যবহার সহায়ক ছিল না? .....
- (চ) কেন্দ্রওয়ারী উপরে বর্ণিত সমস্যাসমূহের একটি ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত করুন।

## ৩. ভোটকেন্দ্রের আশেপাশের আইন/শৃঙ্খলা পরিস্থিতিঃ

ভোটগ্রহণ: কোন সহিংসতা, বিশৃঙ্খলা কিংবা ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধের কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই

ভোট কেনা বেচা: এ ধরনের কোন ঘটনা দৃশ্যমান ছিল না

ভুয়া ভোট প্রদান: এ ধরনের কোন ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় নাই

ভোটারদের স্বচ্ছন্দে ভোটকেন্দ্রে গমন ও প্রত্যাবর্তন: সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী, আদিবাসী ও দুঃস্থ ভোটারদের কেন্দ্রে প্রবেশ ও ভোটদানে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিলনা

আইন রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ব্যবহার: স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন

আচরণ বিধি: লংঘিত হয় নাই

- (ক) কতগুলি কেন্দ্রে সহিংসতা, বিশৃঙ্খলা কিংবা ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে?.....
- (খ) কতগুলি কেন্দ্রে ভোট কেনা বেচার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে?.....
- (গ) কতগুলি কেন্দ্রে ভুয়া ভোট প্রদানের ঘটনা চিহ্নিত হইয়াছে?.....
- (ঘ) কতগুলি কেন্দ্রে সুবিধাবঞ্চিত ভোটারগণ ভোট প্রদানে বাধার সম্মুখীন হইয়াছেন?.....
- (ঙ) কতগুলি কেন্দ্রে আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ তাহাদের দায়িত্ব পালনে বাড়াবাড়ি করিয়াছে?.....
- (চ) কতগুলি কেন্দ্রে আচরণ বিধি লংঘনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে?.....
- (ছ) কেন্দ্রওয়ারী উপরে বর্ণিত সমস্যাসমূহের একটি ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত করুন।

#### ৪. ভোট গণনাঃ

**প্রস্তুতি:** শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিদেরই গণনাকক্ষে প্রবেশ নিশ্চিত করা হইয়াছে গণনার জন্য সঠিকভাবে সীলকৃত ব্যালট বাক্সসমূহ পাওয়া গিয়াছে

**গণনার বিবরণী:** নির্ধারিত ফরমে ভোট গণনা ও ব্যালট পেপারের হিসাব সংরক্ষণ করা হইয়াছে। গণনার বিবরণী গণনা কক্ষের বাহিরে ঝুলাইয়া বা সাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। গণনা বিবরণীর সত্যায়িত কপি প্রাপ্তি রশিদের বিনিময়ে অনুমোদিত ব্যক্তিদের প্রদান করা হইয়াছে।

**গণনার পরিবেশ :** শান্তিপূর্ণ

- (ক) কতগুলি কেন্দ্রে ভোট গণনা কক্ষে অননুমোদিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিল?.....
- (খ) কতগুলি কেন্দ্রে গণনার বিবরণী অনুমোদিত ব্যক্তিদের প্রদান করা হয় নাই কিংবা ঝুলাইয়া বা সাঁটিয়া দেওয়া হয় নাই? .....
- (গ) কতগুলি কেন্দ্রে ভোট গণনাকালে অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে?.....
- (ঘ) কেন্দ্রওয়ারী উপরে বর্ণিত সমস্যাসমূহের একটি ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত করুন।

## বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

www.ecs.gov.bd

ফরম EO-5

### রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণ

#### রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণঃ

ফলাফল একত্রীকরণের নোটিশ: অনুমোদিত ব্যক্তিদের উপস্থিত থাকিবার নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে

একীভূতকরণ: অনুমোদিত ব্যক্তিদের সম্মুখে একীভূতকরণ সম্পন্ন করা হইয়াছে

কোন তরফ হইতে গণনায় হস্তক্ষেপ: কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই

সময়ের ব্যবধান: গণনার বিবরণী প্রাপ্তি ও একীভূতকরণে কোন কালক্ষেপন করা হয় নাই।

(ক) রিটার্নিং অফিসার ভোট গণনা একত্রীকরণকালে অনুমোদিত ব্যক্তিদের উপস্থিত হইবার নোটিশ দিয়াছিলেন কিনা?.....

(খ) রিটার্নিং অফিসার অনুমোদিত ব্যক্তিদের সম্মুখে একত্রীকরণ কাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন কিনা?.....

(গ) রিটার্নিং অফিসার একীভূতকরণকালে কোন অযাচিত হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হইয়াছিলেন কিনা ?.....

(ঘ) গণনার বিবরণী প্রাপ্তি ও একীভূতকরণের মধ্যে কোন অহেতুক কালক্ষেপন হইয়াছে কিনা ? .....

উপরে বর্ণিত কোন বিষয়ে কোন ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকিলে উহার বিশদ বর্ণনা দিন।  
(সময়, স্থান ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রমানাদি সংযুক্ত করিতে হইবে )

# GUIDELINES FOR DOMESTIC ELECTION OBSERVATION

## ***Preamble***

In order to ensure transparency, credibility and impartiality of all elections held in the country through neutral, independent, and conscientious observation of the electoral process, the Bangladesh Election Commission is pleased to issue the following Guidelines for Observers, herein-after referred to as “the Guidelines” for the appointment and deployment of domestic election observers.

## ***SECTION 1***

### ***Definitions***

In the Guidelines, unless the context otherwise requires, the following terms and their definitions shall apply:

- a. "Commission" means the Bangladesh Election Commission constituted under Article 118 of the Constitution of the People’s Republic of Bangladesh;
- b. "Electoral process" means all aspects of the election process and all election technologies including, but not limited to, voter registration, nomination of candidates, campaigning, polling, counting, announcement of results, and processing of complaints and disputes;
- c. "Observer" means an individual that represents or is sponsored by an observer organization; and
- d. "Observer organization" means any individual organization registered under the laws of Bangladesh and accredited by the Commission. When two or more accredited observer organizations form a working group or partnership for, among other things, election observation, such working group or partnership shall be deemed to be a single observer organization.

## ***SECTION 2***

### ***Purpose of Election Observation***



The Commission encourages election observation for two basic reasons: (i) to get information through neutral and independent observation as to the extent to which elections are held in a free and fair manner and, if there were any deficiencies, what were those and (ii) to know the performance of various elements and actors in election management so that the identified deficiencies can be rectified in the future. Election observation involves watching and noting what takes place in relation to the electoral process, making an informed judgment on the quality or integrity of the electoral process, and reporting about the electoral process on the basis of the information collected. Domestic election observation is conducted to provide the Commission unbiased information about the conduct of election that it may not receive from any other source. It is not concerned with any particular election result but is concerned with electoral outcomes only to the degree that they are reported honestly and accurately in a transparent and timely manner. In addition to providing credible information on electoral process, the presence of election observers builds voter confidence in the integrity of the process. Election observation also helps to deter or expose violence or intimidation as well as cheating or manipulation of the vote or electoral results.

### ***SECTION 3***

#### ***Procedures for accreditation***

The following procedures shall be followed for accreditation of observer organizations:

- a) Public notice will be published in newspapers inviting application from interested organizations for accreditation. Such organizations shall have to submit their application forms to the Commission within the stipulated date by filling out Form EO1.
- b) The Commission shall scrutinize all applications with reference to the criteria set in the Guidelines and upon being satisfied about their suitability for accreditation, publish another notice in newspapers inviting objections to any organization's accreditation.
- c) The Commission will deny an application for accreditation

submitted by an observer organization if its chief executive or a member of its Board of Directors, or a member of any of its management committees, by whatever name called, had been or continues to be associated with any political party or is a candidate or an activist for any candidate seeking public office in an election during the period for which accreditation is being sought.

- d) If no objection is received from any quarter upon publication of notice under (c) above, the Commission shall grant accreditation to such parties within two days from the last date fixed for filing objections to the Commission.
- e) If the Commission receives any objection with regard to any organization, it shall direct the parties concerned for a hearing at the Commission. Upon hearing the parties, the Commission shall give its final decision.
- f) Each organization's accreditation shall be valid for one year from its date of issuance unless revoked earlier.

#### ***SECTION 4***

##### ***Revocation of Accreditation***

The Commission may revoke an accreditation granted to an observer organization upon credible evidence that the observer organization has violated any provision of the Code of Conduct. Prior to revoking accreditation, the Commission shall provide the observer organization with advance written notice of the alleged violation including its factual basis. The observer organization shall have five (5) days from receipt of written notice of the alleged violation to request a hearing before the Commission. Upon such request, the Commission shall hold the requested hearing and render a final decision in writing within seven days to dismiss the allegation or revoke the accreditation. The observer organization shall be permitted to be represented at the hearing by counsel and submit evidence in its defense.

#### ***SECTION 5***

##### ***Responsibilities of Observer Organizations***

### 5.1 Observer organizations shall be responsible for the following:

- a. be ready with a deployment plan of observers within their allotted units within one week after the declaration of election schedule and submit the plan to the concerned Returning Officer for his scrutiny and vetting;
- b. deployment plan should be such that it covers the entire upazila/metropolitan thana or constituency assigned to it;
- c. deployment plan shall contain the profile of all selected observers in **Form EO2** and show the placement of each individual observer against polling stations;
- d. provide necessary training and logistical support to individual observers to enable them to carry out their assigned tasks in an objective and professional manner;
- e. monitoring the activities of individual observers for compliance with the observer Code of Conduct. In the case of concern about alleged violations of the Code of Conduct, the observer organization shall conduct an inquiry into the matter. If a serious violation is found to have occurred, the observer organization concerned may have his observer status withdrawn or be dismissed from the observation mission. The authority for such determination rests solely with the leadership of the observer organization; and
- f. submitting a report to the Commission on their findings on the overall conduct of the election and recommendations for further improvement of electoral process in the future to be furnished in **Form EO4**. This requirement, however, does not in any way constrain any observer organization in generating their own data base or report by following their own methodologies and objectives.

## ***SECTION 6***

### ***Qualification of Individual Observers***

6.1 To qualify as an observer, an individual must:

- a. Be a citizen of the People's Republic of Bangladesh;
- b. Be at least **25** years of age and must have passed SSC or equivalent level of exams;
- c. Not be subject to any of the grounds for disqualification as an elector;
- d. Be nominated by an accredited observer organization; and
- e. Sign the Election Observer Pledge **as in Form EO3** and observe the Code of Conduct and all applicable laws.

## **SECTION 7**

### ***Deployment of Election Observers***

- 7.1 The basic unit for observer deployment is either an upazila/ metropolitan thana or a constituency and scale of deployment authorized hereafter is based on that concept.
- 7.2 Only observers sponsored by an accredited observer organization shall be permitted to observe the election process.
- 7.3 Not more than two observer organizations shall be permitted access in an unit of observation.
- 7.4 Each observer organization shall be allowed at the rate 1 (one) observer per booth, per counting room of a polling center and per Returning Officer during consolidation of results.
- 7.5 In addition, each observer organization shall be allowed to operate two mobile teams during the polling hours consisting of 5 members each.
- 7.6 Each observer organization shall inform the Presiding Officers and Returning Officer well ahead of time as to who are its designated observers respectively for counting and consolidation of results.
- 7.7 The Returning Officer shall make the list available for inspection by the contesting candidates. If any objection is raised by any such candidate about the neutrality of any

observer, the Returning Officer shall inform the observation organization about such objection with a request for a suitable replacement.

- 7.8 The Commission is the sole authority to **issue** observer identification cards and blank ID cards shall be sent to the Returning Officers well ahead of time as per their requisition. Observers shall at all times during observation of the electoral process prominently display their observer identification cards on their person.
- 7.9 Individual observers shall attend all of the sponsoring observer organization's required briefings, trainings and debriefings, become familiar with the election laws, regulations and other relevant laws as directed by the sponsoring observer organization and carefully adhere to the methodologies employed by the sponsoring observer organization.
- 7.10 While conducting an observation, observers shall at all times respect the rights of voters and the need for Commission officials to efficiently and effectively administer the election. Observers shall not interfere with the electoral process and may be assigned seating within the polling station provided their observation of the electoral process is not thereby impeded.
- 7.11 An observer shall report to the relevant officer of the sponsoring observation organization any conflicts of interest they may have and any improper behavior they see conducted by other observers that are part of the observation.

## **SECTION 8**

### ***Reporting Requirements***

8.1 Within a month from the date of polling, an observer organization shall furnish a report to the Commission on their findings on the overall conduct of the election and recommendations for further improvement of electoral process in the future in **Form EO4**. This will be in addition to all other reports that an observer organization may independently prepare by following its own methodologies.

## CODE OF CONDUCT FOR OBSERVERS

The purpose of this Code of Conduct is to ensure that the observation of the electoral process is done with integrity, transparency and impartiality and in support of the conduct of a credible electoral process, that election officials remain independent in their work, and that a level playing field is established for all participants in the electoral process.

Accredited observers shall adhere to this Code of Conduct and shall:

1. Obey the Constitution, laws and regulations for holding democratic elections and call on others involved with the election process to do the same;
2. Respect the role of the Commission and other election authorities at all levels and at no time interfere unlawfully or inappropriately in the administration of the elections;
3. Refrain from touching or removing any polling material or equipment without the consent of the Presiding Officer or other Polling Officer, as the case may be;
4. Maintain strict impartiality and neutrality in the process of observing any aspect of the election process and not be seen displaying anything that could be interpreted as identification with a political party or a candidate contesting an election;
5. Refrain from carrying, wearing or displaying on their person any electioneering material or any article, clothing or any insignia denoting support for or opposition to any political party or candidate contesting an election;
6. Comply with lawful directives issued by or under the authority of the Commission, including an order to leave a polling center or any premises where an electoral activity is being conducted by the Commission, given by the Returning Officer or Presiding Officer or any other person authorized by the Commission to administer an election;

7. Refrain from accepting or attempting to procure gifts, favors or inducements from a political party or candidate, their agents, organizations or persons involved in the electoral process;
8. Report irregularities where relevant to an election official but refrain from giving instructions contrary to the decisions of an election official; and
9. Refrain from making personal comments, about their observations or their conclusions to the public, candidates, political parties or the media before the observation mission makes a statement and shall limit their remarks to general information about the nature of their activity.

This Code of Conduct shall be binding on all observers accredited by the Commission for the purpose of observing the election process.

**FORM EO1**  
**Request for Accreditation: Observer Organization**

Name of the Organization:

- a. Contact Person
- b. Address
- c. Telephone
- d. Mobile
- e. Email
- f. Website

**Management:**

*(Include all of the information requested above for each individual listed; Use additional sheets as required)*

- a. President/CEO
- b. Trustees
- c. Members of Management Committee(s)

**Registration:**

- a. Year
- b. Registration authority
- c. Attach copy of registration certificate

Election(s) to which observers are intended to be deployed

Aspects of the electoral process intended to be observed

Upazilas/Metropolitan thanas or constituencies within the country intended to be observed

Signature

Date



**FORM E02**  
**Individual Observer Profile Form**

Name of the Sponsoring Organization:

Name: .....

Address: .....

Educational Qualification: .....

Telephone: .....

Mobile: .....

Email: .....

Voter Registration No. (if registered): .....

Previous Experience as an Election Observer: .....

Name and address of two references who are not relatives, candidates, or activists in a political party:

(1)

(2)

I have read the Code of Conduct for Observers issued by the Bangladesh Election Commission and agree to fulfill my obligations as an observer and abide by its provisions.

I have also signed the Election Observer Pledge (Form EO3) and attached it to this application.

I do hereby solemnly affirm that I possess all the required qualifications as an observer under the Guidelines issued by the Bangladesh Election Commission.

Signature of Applicant

Date

**FORM EO3**  
**Election Observer Pledge**

I, the undersigned, hereby pledge that:

1. I shall serve as a non-partisan observer of the electoral process.
2. I am neither a candidate nor an activist for any candidate or political party that is seeking public office in the forthcoming election;
3. I will maintain strict non-partisanship by remaining impartial in all activities concerning the election process, refraining from expressing publicly any preference for or against any candidate, political party, group, movement or other association seeking public office, and rejecting all favors offered or threats issued by any political contestant or their agents;
4. I will report accurately, impartially and as quickly as possible on all events that I observe as a non-partisan election observer; and
5. I have read and understood the Code of Conduct and agree to abide by its provisions and to follow its requirements.

Signature of Applicant

Date

Print Full Name in Block Letters

Address

**Form E04**  
**Election Observervation by Observer Organization**

**Part – A:**

1. Type of Election (Tick One) : Jatiya Sangshad   
City Corporation  Pourashava   
Upazila Parishad  Union Parishad
  
2. (a) District ..... (b) Upazila.....  
(c) Union ..... (d) Constituency No and Name..  
(e) City Corporation/Pourashova .....
  
3. Polling Centers: (a) Total..... (b) Visited.....  
(c) Reports Collected .....
  
4. Name, designation and place of posting of Returning Officer  
.....

**Part – B: (use additional spare whenever needed)**

**1. Appropriateness of Polling Centers**

**Location** : Easily Accessible, Centrally located

**Space** : Enough Room / Marking place / Enough space for Voters to stand in a queue

**Facilities** : Water / Electricity / Toilet

- (a) How many centers met the above criteria :
- (b) How many centers had problems with
- (i) Location : ..... (ii) Space : .....
- (iii) Services: .....
- (c) Mention problems along with name of Centers :

## **2. Management at the Polling Centers**

**Time Management** : Started and Finished on Time

**Voter Identification** : Identity and Voter Serial Number easily established

**Waiting time** : Less than 1 (one) hour

**Special arrangement** : Adequate for elderly/sick/handicapped people.

**Behavior of Polling Staff** : Helpful

- (a) How many centers had (i) delayed start .....  
(ii) delayed finish .....
- (b) How many centers had voters with problems in their Serial Numbers .....
- (c) How many centers had more than one hour waiting time .....
- (d) How many centers had problems for making special arrangements for the disadvantaged people (Elderly/Sick/Handicapped etc.) .....
- (e) In how many centers was the behavior of polling staff not helpful.....

(f) Mention problems along with name of Centers :

### **3. Law and Order in and around the Polling Centers:**

**Polling** : No incidence of violence, disorder or disruption

**Selling/buying votes** : None

**Fake votes** : None

**Voter access** : Accessed freely : no interference to minority community, disabled, indigenous and underprivileged people.

**Behavior of law enforcement agencies:** Normal duty performed.

**Code of Conduct** : Not violated.

- (a) How many centers witnessed violence, disorder or disruption .....
- (b) In how many centers did selling/buying of votes take place.....
- (c) In how many centers were fake voting reported .....
- (d) In how many centers did disadvantaged groups face interference .....
- (e) In how many centers did law enforcing agencies overstep their limits .....

- (f) In how many centers were the codes of conducts violated  
.....
- (g) Mention problems along with name of Centers :

4. Vote Counting:

**Preparation :** Allowed authorized personnel only; received properly sealed ballot boxes

**Statement and Records :** Statement of count and account of ballot papers prepared properly in prescribed format, statement of the counting hung in a conspicuous place, certified copy handed over to authorized personnel after receiving receipts

**Counting environments :** Counting was peaceful

- (a) How many centers had unauthorized persons present at counting.....
- (b) In how many centers the statement of counting was not distributed or hung in proper places .....
- (c) How many centers had unusual things happening at the time of counting .....
- (d) Mention problems along with name of Centers :

**Form E0 5**  
**Election Observervation by Observer Organization**

**5. Consolidation of results by the Returning Officer:**

- Notice for Consolidation of results** : Notice provided to the authorized persons
- Consolidation of Results** : Counting done in presence of authorized persons
- Interference from any Quarter** : No influence noticed
- Time lag** : No significant time lag between the receipt of statement of counts from the Presiding officers and final consolidation
- (a) Did the Returning Officer issue notice to authorized persons before consolidation of results .....
- (b) Did the Returning Officer consolidate the results in presence of authorized persons .....
- (c) Did the Returning Officer face interference from any quarter during consolidation of results .....
- (d) Was there any significant time lag between the receipt of statement of count from the Presiding Officers and final consolidation of results
- (e) Describe any incident as mentioned above in detail with proper documentation

Date .....

Place .....

**Authorized  
Signature and seal of the  
observer organization**

# জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটারদের জন্য নির্দেশিকা

## ভূমিকা

জাতীয় সংসদের নির্বাচন করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সারাদেশে ৩০০টি আসনে ৩০০ জন সংসদ সদস্য নির্বাচনের বিধান রয়েছে। উল্লিখিত সংসদ সদস্যগণ ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচন সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ভোটারদের সচেতনতা অপরিহার্য।

## ভোটার হওয়ার যোগ্যতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২২(২) এবং ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ২০০৭ এর ধারা ৭(১) অনুযায়ী কোন ব্যক্তি তালিকাভুক্ত হবেন।

- (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন
- (২) ১৮ বছর বয়স্ক হন
- (৩) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত না হন
- (৪) সংশ্লিষ্ট ভোটার এলাকা বা ক্ষেত্রমত, নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী হন বা অধিবাসী বলে গণ্য হন।

## কিভাবে ভোট দেবেন

- ছবিসহ ভোটার তালিকায় আপনার ক্রমিক নম্বর, ভোটার নম্বর, নাম, পিতা/স্বামীর নাম, ভোটার এলাকার নাম ভোটগ্রহণ দিবসের আগেই জেনে নিন।
- কোন ভোটকেন্দ্রে আপনাকে ভোট প্রদান করতে হবে তাও আগেই জেনে নিন।
- আপনার ভোটার ক্রমিক নম্বর, ভোটার এলাকার নাম ইত্যাদি আগে জানা না থাকলে ভোটগ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রের বাইরে অবস্থানরত ও দায়িত্বরত ব্যক্তিগণের নিকট হতে তা জেনে নিন।



- নির্বাচনের দিন যে ভোটকেন্দ্রের ভোটার তালিকায় আপনার নাম রয়েছে সে কেন্দ্রে আপনি ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পৌঁছবেন।
- ভোট দেয়ার জন্য ভোটারদের সাথে আপনি লাইনে দাঁড়াবেন। যখন আপনার ভোটদানের সুযোগ আসবে, তখনই আপনি ভোট দিতে ভোট কক্ষের ভিতরে যাবেন।
- ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা আপনাকে ভোটার হিসেবে সনাক্ত করবেন। পোলিং এজেন্ট ভোটার সনাক্তকরণ কাজে সাহায্য করবেন এবং ভোটগ্রহণ অবলোকন করবেন।
- সনাক্তকরণের পর আপনার বাম হাতের বৃদ্ধাংগুলি (বৃদ্ধাংগুলি না থাকলে বাম হাতের তর্জনী ব্যতীত অন্য আঙ্গুলে) ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা অমোচনীয় কালির চিহ্ন দিবেন।
- আপনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সম্বলিত একটি ব্যালট পেপার পাবেন।
- আপনি ব্যালট পেপার নেয়ার আগে প্রত্যেকটির অপর পিঠে অফিসিয়াল সিল ও সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তার অনুস্বাক্ষর দেয়া আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে নিবেন।

### ব্যালট পেপার ও সিল পাওয়ার সাথে সাথে আপনি:

- (১) ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার জন্য মার্কিং প্লেসে যাবেন।
- (২) যে প্রার্থীর অনুকূলে ভোট দিতে ইচ্ছুক, সে প্রার্থীর জন্য বরাদ্দকৃত প্রতীকের ঘরে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তার দেয়া মার্কিং সীল দিয়ে ছাপ দিবেন।
- (৩) ব্যালট পেপারে সীল দেয়ার পর সিলের কালি যাতে অন্য প্রতীকের ঘরে বা অন্য কোথাও না লাগে সে জন্য সিল প্রদত্ত প্রতীকের ঘরের মাঝামাঝি লম্বা ভাঁজ দিয়ে পরে ইচ্ছে মত ভাঁজ দিন।
- (৪) অনুরূপভাবে প্রতিটি ব্যালট পেপারে ছাপ দেয়ার পর ব্যালট পেপার ভাঁজ করবেন এবং ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার সামনে রাখা ব্যালট বাস্ত্বে ফেলবেন।

### ভারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভোটকক্ষ ও ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করবেন।

- যদি কোন ভোটারের ভোটদানের সময় অসতর্কতাবশতঃ ব্যালট পেপার নষ্ট হয়ে যায়, তবে তিনি প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট বিনষ্ট ব্যালট পেপার জমা দিয়ে অন্য একটি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রিজাইডিং

অফিসার এ বিষয়ে সম্মুখ হলে তিনি বিনষ্ট ব্যালট পেপারটির পরিবর্তে অন্য একটি ব্যালট পেপার দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেবেন।

- যদি কোন ভোটার অমোচনীয় কালির চিহ্ন লাগাতে আপত্তি করেন বা যদি সে রকম কোন চিহ্ন বা চিহ্নাংশ আগে থেকেই নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত আংগুলে থাকে তবে তাঁকে ব্যালট পেপার দেয়া হবে না এবং যদি কোন ভোটারের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত হাতের আংগুলে অমোচনীয় কালির চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও ব্যালট পেপার দাবী করেন তবে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তাঁকে ব্যালট পেপার দিবেন না এবং প্রিজাইডিং অফিসার তাঁকে বেআইনী আচরণের জন্য ভোটকেন্দ্র হতে বাহির করে দিতে পারেন।
- যদি কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে অশোভন আচরণ করেন এবং প্রিজাইডিং অফিসারের আইনসম্মত আদেশকে অমান্য করেন, তবে প্রিজাইডিং অফিসার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাহায্যে উক্ত ব্যক্তিকে ভোটকেন্দ্র হতে তাৎক্ষণিক বহিষ্কার করতে পারেন।

## ভোটার হিসেবে অধিকার

বাংলাদেশের কোন নাগরিকের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হলে এবং কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপকৃতিস্থ বলে ঘোষিত না হলে তিনি যে এলাকায় বসবাস করেন, তিনি সে এলাকার ভোটার রেজিস্ট্রেশনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। নির্বাচনের সংগে সম্পৃক্ত নাগরিকদের অধিকার:—

- (১) ভোট হচ্ছে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীন মতামত প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার।
- (২) যে কোন ভোটার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তাঁর পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারবেন।
- (৩) প্রত্যেক নাগরিকের ভোটের প্রক্রিয়া জানার অধিকার রয়েছে। ভোটারগণ টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে ভোটের প্রক্রিয়া জানতে পারেন।
- (৪) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে জানার প্রত্যেক নাগরিক/ভোটারের অধিকার রয়েছে।
- (৫) প্রত্যেক ভোটারের ভোট গোপন রাখার অধিকার রয়েছে।
- (৬) নারী-পুরুষ, ধর্ম বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের ভোটদানে সমান অধিকার রয়েছে।
- (৭) প্রত্যেক নাগরিকের নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে অবগত হবার অধিকার রয়েছে।

- (৮) প্রত্যেক নাগরিকের নির্বাচন সম্পর্কিত অনিয়মের ব্যাপারে অভিযোগ করার অধিকার রয়েছে।
- (৯) ভোটার মাধ্যমে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করে সমৃদ্ধ দেশ গঠনে প্রত্যেকের অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। এজন্য প্রয়োজন ভোটার হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা।

## ভোটারের কর্তব্য

অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পূরক। নির্বাচনে ভোট দেয়া যেমন একজন নাগরিকের অধিকার, তেমনি ভোটার হিসেবে নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত কিছু কর্তব্যও তাঁকে পালন করতে হয়। যেমনঃ—

- (১) ১৮ বছর পূর্ণ হলে ভোটার হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করুন।
- (২) নিকটস্থ নির্বাচন অফিসে যোগাযোগ করে নির্বাচনী সময়সূচী ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় ভোটার হউন।
- (৩) একজন ভোটার কেবলমাত্র একটি ভোটার এলাকায় রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।
- (৪) ভোটদান প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।
- (৫) ভোটদান আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার। নির্বাচনের দিন আপনাকে অবশ্যই আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে হবে। আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনার ভোট সমৃদ্ধ দেশ গঠনে সহায়ক। কাজেই আপনার ভোট একটি মূল্যবান আমানত।
- (৬) আপনার ভোট বিক্রি করবেন না। ভোট আপনার জন্মগত অধিকার, কোন সামগ্রী প্রাপ্তির চেয়ে তা অনেক বেশী মূল্যবান। নির্বাচনে আপনার বিবেক ও অধিকার প্রয়োগে আপনি ভোট দিবেন। সুতরাং আপনার অধিকার ও বিবেক বিক্রি করবেন না।
- (৭) অন্যকে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে দিন। স্বাধীন এবং শান্তিপূর্ণভাবে আপনার যেমন ভোট দেয়ার অধিকার রয়েছে, তেমনি অন্যদেরও স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেয়ার সমান অধিকার রয়েছে। সকলকে ভোট দিতে উৎসাহিত ও সাহায্য করুন।
- (৮) নির্বাচনকালীন আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা বিধানের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা রয়েছে। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে তাদের সহযোগিতা করুন। নির্বাচনী আইন-কানুন মেনে চলুন এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষায় সচেষ্ট থাকুন।

- (৯) শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্ব শর্ত। নির্বাচনকালীন সময় সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখুন। বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকুন এবং এদের সম্পর্কে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করুন।
- (১০) ভোটদানের পদ্ধতি আগেই সঠিকভাবে জেনে নিন। কারণ সামান্য ভুলেই আপনার মূল্যবান ভোটটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- (১১) আপনি কোন্ কেন্দ্রে ভোট দিবেন এবং আপনার ভোটার নম্বর কত তা আগেই জেনে রাখুন।
- (১২) ভোটগ্রহণের দিন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোট দিন।
- (১৩) আপনি একজন সূনাগরিক, তাই ভেবে চিন্তে ভোট দিন। একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম এমন যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিন। সুচিন্তিত ভোটাধিকার প্রয়োগ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করে, যা জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়ক হয়।
- (১৪) ভোটের অধিকার মানবাধিকার, তার যথাযথ প্রয়োগ করার দায়িত্ব ও কর্তব্য আপনার।
- (১৫) সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা করুন।

## জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের জন্য নির্দেশাবলী

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টগণের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা প্রার্থীর প্রতিনিধি হিসাবে প্রার্থীর আইনানুগ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

২। নির্বাচন এজেন্ট নিয়োগ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে—

(১) সংসদ সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তার নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থী লিখিতভাবে যে কোন সময়ে তার এজেন্টের নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন এবং তা এরূপভাবে বাতিল করা হলে অথবা নির্বাচনী এজেন্টের মৃত্যু ঘটলে, উক্ত প্রার্থী তার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করতে পারবেন।

(৪) কোন নির্বাচনী এজেন্টকে নিয়োগদান করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উক্ত নির্বাচনী এজেন্টের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানাসহ অনুরূপ নিয়োগদানের বিষয় সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

(৫) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ না করলে তিনি নিজেই তার নির্বাচনী এজেন্ট বলে গণ্য হবেন।

৩। পোলিং এজেন্ট নিয়োগ: আদেশের অনুচ্ছেদ ২২ বিধি অনুসারে—

(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনী এজেন্ট, ভোটাগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বে, প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য অনধিক একজন করে পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট, যে কোন সময় পোলিং এজেন্টের নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন এবং এরূপভাবে বাতিল করা হলে পোলিং এজেন্টের মৃত্যু ঘটলে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে পোলিং এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন এবং অনুরূপ নিয়োগদান সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারকে তাৎক্ষণিক অবহিত করবেন।

৪। নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব ও কর্তব্য: একজন প্রার্থীর প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টকে আইনের বিধান অনুসারে অন্যান্য দায়িত্বসহ নিম্নে বর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করতে হবে:

- \* প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনী এজেন্ট একটি ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি কক্ষের জন্য একজন করে পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন এবং তা লিখিত নোটিশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারকে জানাইবেন।
- \* ভোটকেন্দ্রে যে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হবে তা খালি আছে কিনা, সে বিষয়ে নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিশ্চিত হবেন। তারা আরও নিশ্চিত হবেন যে, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সটি খালি অবস্থায় দেখানোর পর তা প্রিজাইডিং অফিসার বন্ধ করে সিল করেছেন। অতঃপর প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণের জন্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সটি উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট-এর দৃষ্টি সীমার মধ্যে স্থাপন করেছেন কিনা তাও লক্ষ্য করিবেন। কোন নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কক্ষে অযথা ঘুরাফিরা করতে পারবেন না। পোলিং এজেন্ট অবশ্যই তার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট থেকে ভোটগ্রহণ কার্যাদি অবলোকন করিবেন।
- \* কোন ভোটার যাতে একাধিকবার ভোট প্রদান না করতে পারেন, সে জন্য নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন এবং এই লক্ষ্যে প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা করিবেন। নির্বাচনী এজেন্ট পোলিং এজেন্ট যে কোন ভোটারের নিকট প্রদত্ত ব্যালট পেপারের অপর পৃষ্ঠায় অফিসিয়াল সীলমোহর-এর চিহ্ন আছে কিনা তা যাচাই করেও দেখতে পারবেন।
- \* কোন ব্যক্তি ভোটদানের উদ্দেশ্যে যখন ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করিবেন, তখন আবেদনকারীর পরিচিতি সম্পর্কে সন্দেহের উদ্ভেদক হলে, পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তি উত্থাপন করতে পারবেন। ঐ ব্যক্তি এ ভোটকেন্দ্রে অথবা অন্য কোন ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন অথবা যে ভোটারের নামে ভোট দিতে চাহেন তিনি সে ব্যক্তি নহেন এ মর্মে আপত্তি উত্থাপিত হইলে তিনি আদালতে উক্ত অভিযোগ প্রমাণ করতে অঙ্গীকার করে আপত্তি উত্থাপনের জন্য নগদ ১০০/- (একশত) টাকা জমা দিবেন। অতঃপর প্রিজাইডিং অফিসার ঐ ব্যক্তিকে একটি ব্যালট পেপার সরবরাহ করে আপত্তিকৃত ভোট সম্পর্কে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

- \* যদি কোন ব্যক্তি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করে অবগত হন যে অন্য কোন ব্যক্তি ইতোপূর্বে নিজেকে উক্ত ভোটার হিসেবে ঘোষণা করে আবেদনকারীর নামে ভোট প্রদান করেছেন তাহলে তিনি অন্য যে কোন ভোটারের মত একই পদ্ধতিতে ব্যালট পেপার পাবেন। এ ব্যালট পেপার “টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার” নামে অভিহিত হবে। টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে না ফেলে প্রিজাইডিং অফিসারকে দিতে হবে। প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তির নাম ও ভোটারের ক্রমিক নং ফরম-১৪ তে লিপিবদ্ধ করবেন এবং তাতে ভোটারের দস্তখত বা টিপসহি গ্রহণ করবেন। অতঃপর চিহ্নিত ব্যালট পেপার ও ফরম-১২ সহ প্যাকেট-৬ এ রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার গণনা করা যাবে না।
- \* ভোটগ্রহণ কার্যাদি সম্পন্ন হর পর পরই নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট ভোট গণনাকালে উপস্থিত থেকে ভোট গণনা অবলোকন করতে পারবেন। প্রিজাইডিং অফিসার বিধান অনুসারে ভোট গণনাকালে ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স খুলিয়া সমস্ত ব্যালট পেপার হতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর অনুকূলে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা ব্যালট পেপারগুলি পৃথক পৃথকভাবে রাখিতেছেন কিনা তা অবলোকন করিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার আইনানুগভাবে ভোট গণনা কাজ সম্পন্ন করতেছেন কিনা সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।
- \* প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী এবং কাগজাদি আদেশের ৩৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রস্তুত করে নিম্নে বর্ণিত প্যাকেটগুলোতে রাখছেন কিনা তাও নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্টগণ লক্ষ্য রাখবেন।
  - (১) প্যাকেট-১ প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপার রাখার জন্য প্যাকেট
  - (২) প্যাকেট-২ গণনা থেকে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট
  - (৩) প্যাকেট-৩ প্যাকেট-১ ও প্যাকেট-২ রাখার জন্য প্রধান প্যাকেট
  - (৪) প্যাকেট-৪ অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার জন্য প্যাকেট
  - (৫) প্যাকেট-৫ বিনষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট
  - (৬) প্যাকেট-৬ টেন্ডার্ড ব্যালট কাগজসমূহ রাখার প্যাকেট
  - (৭) প্যাকেট-৭ সকল প্যাকেট ( প্যাকেট ১- প্যাকেট ৬টি) রাখার প্রধান প্যাকেট
  - (৮) প্যাকেট-৮ আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট
  - (৯) প্যাকেট-৯ চিহ্নিত ভোটার তালিকার কপিসমূহ রাখার প্যাকেট
  - (১০) প্যাকেট-১০ ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র রাখার প্যাকেট

(১১) প্যাকেট-১১	টেভার্ড ভোটের তালিকা রাখার প্যাকেট
(১২) প্যাকেট-১২	ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাস্তবের বিবরণী
(১৩) প্যাকেট-১৩	আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা রাখার প্যাকেট
(১৪) প্যাকেট-১৪	ভোট গণনার হিসাব রাখার প্যাকেট
(১৫) প্যাকেট-১৫	ব্যালট পেপারের হিসাব রাখিবার প্যাকেট
(১৬) প্যাকেট-১৬	বিবিধ কাগজপত্র রাখার প্যাকেট
(১৭) বিশেষ খাম	ভোটকেন্দ্রে হতে সরাসরি ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ভোট গণনার বিবরণী প্রেরণ করার জন্য খাম

- \* প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট যদি ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকেন, তবে তারা প্যাকেটের উপর তাদের দস্তখত ও সিল সংযুক্ত করতে পারবেন। ভোট গণনার পর নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে ভোট গণনার বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি গ্রহণ করতে পারবেন।
- \* প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনাকৃত ফলাফলের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট যুক্তিসংগত কারণ দেখিয়ে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট পুনঃগণনার আবেদন করতে পারেন! তবে গণনার যৌক্তিকতা আছে কিনা সে সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
- \* রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সূচী অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনী এজেন্ট উপস্থিত থেকে ফলাফল একত্রীকরণের কাজ অবলোকন করতে পারবেন।
- \* ফলাফল একত্রীকরণের পর উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনী এজেন্ট প্যাকেটগুলিতে দস্তখত বা সীলমোহর প্রদান করতে পারবেন এবং যদি চাহেন, তবে একত্রীকৃত বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে গ্রহণ করতে পারবেন।





# জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে

## ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ নির্দেশাবলী

ভোটকেন্দ্রের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন প্রিজাইডিং অফিসার। তাঁর সততা, নিষ্ঠা এবং আইনানুগ আচরণ সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার মূল চাবিকাঠি। সকল প্রকার প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে সততা, ন্যায়নীতি, নিষ্ঠা, আইন/বিধি মোতাবেক সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ করে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান তাঁর এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের উপর বহলাংশে নির্ভরশীল। ফলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে:-

- ◆ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত “প্রিজাইডিং অফিসার এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের জন্য নির্দেশিকা” বার বার পাঠ করে তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হবে। ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনায় তা অপরিহার্য।
- ◆ নিয়োগপত্র পাওয়ার পর পরই প্রিজাইডিং অফিসারকে তার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের সহিত মিলিত হয়ে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করতে হবে। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ভোটগ্রহণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তা তিনি যথাসময়ে গ্রহণ করবেন।
- ◆ দূরবর্তী ভোটকেন্দ্রেগুলিতে নির্বাচনী মালামাল এবং ব্যালট পেপারসহ যাতে যথাসময়ে পৌঁছানো যায় তা নিশ্চিত করণার্থে ভোটকেন্দ্রের দূরত্ব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রিজাইডিং অফিসার তাঁর সহকর্মীদের নিয়া আগের রাতেই ভোটকেন্দ্রে পুলিশসহ অবস্থান করবেন। তবে রাতে অবস্থানকালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাঁর এজেন্ট অথবা সমর্থকদের নিকট হতে আহ্বারাদি বা অন্য কোন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ এ ধরনের সুবিধা গ্রহণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।
- ◆ ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনের পূর্বরাতে যারা ভোটকেন্দ্রে অবস্থান করবেন না তারা ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার ন্যূনতম পক্ষে ২ (দুই) ঘন্টা পূর্বে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। অতঃপর ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বেই সকল ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন প্রার্থী যাতে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন এবং নির্বাচনী প্রচারণামূলক কোন তৎপরতা চালাতে না পারেন তাও প্রিজাইডিং অফিসার নিশ্চিত করবেন।

- ◆ ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণের জন্য ভোটকক্ষের মার্কিং প্লেস এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন কোন ভোটার ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণের জন্য প্রবেশ করলে বের হতে চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া দেখা না যায়।
- ◆ ব্যালট পেপারে ভোট চিহ্ন দেয়ার মার্কিং প্লেসের আশেপাশে জানালা বা দেওয়াল বা বেড়া ভগ্ন বা উন্মুক্ত থাকলে তা এমনভাবে বন্ধ করে দিতে হবে যেন বাহির হতে কেহ ভোটারের ভোট প্রদানের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করতে না পারে অথবা ইংগিত দিতে না পারে।
- ◆ ভোটগ্রহণ শুরু হবার পূর্বে প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং এজেন্টের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন।
- ◆ ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার ন্যূনপক্ষে আধঘণ্টা পূর্বে খালি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্টদিগকে দেখাতে হবে। অতঃপর সকলের সামনে তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিল করে ভোটগ্রহণের জন্য যথাস্থানে রাখতে হবে। এরপর তিনি প্রত্যেক পদের কত সংখ্যক ব্যালট পেপার রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে ভোটগ্রহণের জন্য গ্রহণ করেছেন তাও আইনানুগ উপস্থিত সকলকে দেখাতে হবে।
- ◆ ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল নির্বাচনী কর্মকর্তাদেরকে প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশ অনুসারে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশ মেনে চলবেন। ভোটকক্ষে উপস্থিত পোলিং এজেন্টগণ তাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট থেকে ভোটদান পর্যবেক্ষণ করবে।
- ◆ কোন ব্যক্তি প্রকৃতই ভোটার কিনা এ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তাকে ব্যালট পেপার প্রদান করা যাবে না। প্রত্যেক ভোটার সম্পর্কে একটি প্রাথমিক যাচাই/নিরীক্ষা কর্ম সম্পন্ন করবার জন্য ভোটারের নাম এবং ক্রমিক নম্বর শুনামাত্র সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা উক্ত ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে রেকর্ডকৃত তথ্যাদি এক পলকে দেখে নিবেন এবং ভোটার কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অর্থাৎ ভোটারের বয়স, পেশা ইত্যাদির সাথে সংগতি আছে কিনা তা সাধারণ বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে যাচাই করবেন। কোন ভোটারের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহের উদ্বেক হলে ভোটার তালিকায় রেকর্ডকৃত ষাঁচটি তথ্য সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করে তিনি প্রকৃতই ভোটার কিনা তা নিশ্চিত হবেন। জাল ভোট প্রদানের প্রবণতা রোধ এবং প্রকৃত ভোটার সনাক্তকরণের জন্যই এ নির্দেশ প্রদান করা হল।

- ◆ ভোটারকে ব্যালট পেপার সরবরাহের পূর্বে তাঁর বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্কুলে, বৃদ্ধাঙ্কু না থাকলে তর্জনী ব্যতীত অন্য আংগুলে অমোচনীয় কালি লাগাবেন। ভোটার ভোট প্রদানের পর যখন মার্কিং প্লেস হতে বাহিরে আসিয়া মার্কিং সীল ফেরত দিবেন তখন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা তাঁর তর্জনী বা বৃদ্ধাংগুল ব্যতীত অন্য আংগুলে অমোচনীয় কালির ছাপ রয়েছে কিনা তা অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবেন।
- ◆ ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি ভোটগ্রহণ বিঘ্নিত হয় এবং তা যদি পুনরায় শুরু করা সম্ভব না হয় অথবা ব্যালট পেপারসহ স্বচ্ছ ব্যালট বাস্ক যদি ছিনতাই হয়ে যায় অথবা হারিয়ে যায় অথবা কেউ যদি নষ্ট করে ফেলে তা হলে তিনি ভোটগ্রহণ বন্ধ করতে পারবেন। তবে ভোট গ্রহণ বন্ধ করবার সাথে সাথে তিনি তা সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসারকে জানাবেন।
- ◆ ভোটকেন্দ্রে কেউ যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বা বে-আইনী কাজে নিয়োজিত হয়, তা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার তাকে ভোটকেন্দ্র হতে বহিষ্কার করতে পারবেন।
- ◆ ভোটকেন্দ্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য নিয়োজিত পুলিশ বা অন্য কাউকে তিনি এ আদেশ পালনের জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন।
- ◆ ভোটগ্রহণের কাজ শেষ হওয়ার পর পরই ভোটগণনার কাজ প্রিজাইডিং অফিসারকে ভোটকেন্দ্রেই সম্পন্ন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই ভোটকেন্দ্রের বাহিরে অন্য কোন স্থানে ভোট গণনার কাজ সম্পন্ন করা চলবে না।
- ◆ প্রিজাইডিং অফিসার যদি প্রয়োজন মনে করেন তা হলে তিনি স্ব-উদ্যোগে অথবা উপস্থিত কোন প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্টের অনুরোধক্রমে ফলাফল পুনঃগণনা করতে পারবেন (অবশ্য যদি উক্ত অনুরোধ ন্যায়সংগত বলে মনে হয়)।
- ◆ ভোট গণনা সম্পন্ন হবার পর প্রিজাইডিং অফিসার উপস্থিত প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী, তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টদিগকে ভোট গণনার বিবরণীর সত্যায়িত কপি প্রদান করবেন। এতদ্বিিন্ন তিনি প্রত্যেক বিবরণী, প্যাকেট ইত্যাদিতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী অথবা নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টদের দস্তখত গ্রহণ করবেন। তারা যদি উক্ত বিবরণী ও প্যাকেটে তাঁহাদের সীলমোহর সংযুক্ত করতে চান তবে তাও করতে দিতে হবে।
- ◆ ভোটগণনা শেষ হবার পর ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য নির্বাচনী মালামাল যাতে আইনানুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্যাকেটে নির্ভুলভাবে দ্রুততার সংগে ঢোকানো যায়

সেজন্য প্রিজাইডিং অফিসারগণ পূর্বেই উল্লেখিত কার্যাদি সম্পন্ন করে রাখবেন। ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত প্রিজাইডিং অফিসারকে ব্যালট পেপার, ব্যালট বক্স, ফরম ও প্যাকেটসমূহ সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসারের কাছে পৌছানো পর্যন্ত ঐ কেন্দ্রে নিয়োজিত আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ তাঁর সংগে থাকবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমোদন ছাড়া তাঁরা কর্তব্যস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না।

- ◆ অনুমোদিত নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের সাথে সহযোগিতা ও শোভন আচরণ করতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ না হয়।
- ◆ ভোটকেন্দ্রের উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তা যেমন—সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দসহ সকলেই ভোটকেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে যাতে একটি টিম হিসাবে কাজ করে সে দিকে প্রিজাইডিং অফিসার লক্ষ্য রাখবেন।
- ◆ ভোটকেন্দ্রে অনুমোদিতভাবে উপস্থিত নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টবৃন্দের সাথে সহজ কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকবেন।



বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন  
[www.ecs.gov.bd](http://www.ecs.gov.bd)